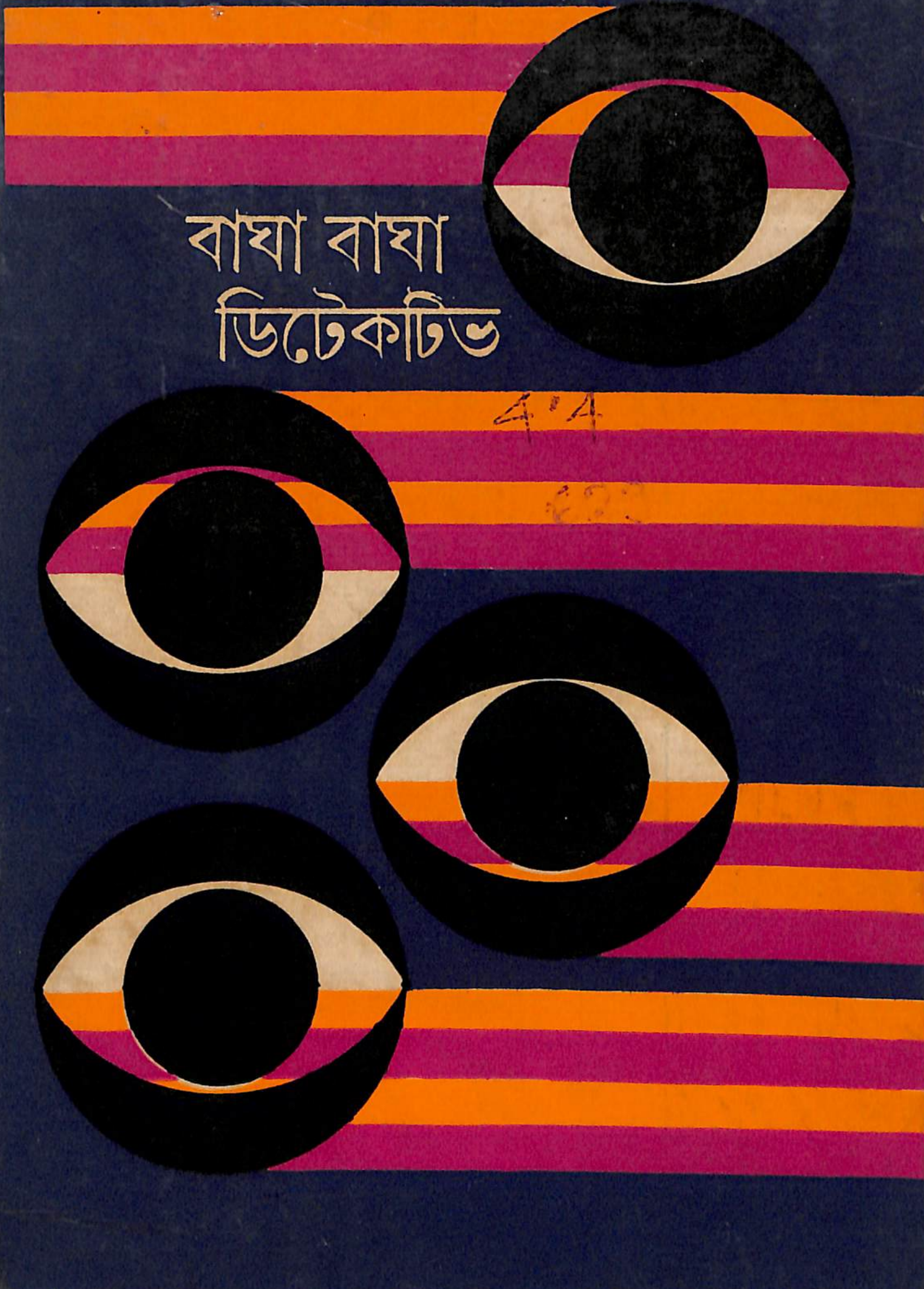
বাঘা বাঘা ডিটেকটিভ



বাঘা বাঘা ডিটেকটিভ

বাঘা বাঘা ডিটেকটিভ

ভাষান্তর ঃ মুকুল গুহ

ন ব প ত্র প্র কা শ ন

প্রথম প্রকাশ : ১৫ বৈশাখ, ১৩৮৮

প্রকাশক : প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন / ৮ পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক : নিউ এজ প্রিণ্টার্স
৫৯ পটুয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ : প্রবীর সেন

বারো টাকা

প্রকাশকের নিবেদন

নাক সিঁটকে কোনো লাভ নেই। যে-কোনো বয়সের, যে-কোনো স্তরের পাঠককেই রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনী আকর্ষণ করে। শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন মুহূর্তে মনকে যেন তাজা করে তোলে এইসব ডিটেকটিভদের কাণ্ড-কারখানা। সত্যকে অস্বীকার করবার ইচ্ছে থাকলেও তাই উপায় নেই। সাহিত্যের এই বিশেষ শাখাটিকে অবহেলা করবার কোনো মানেই হয় না। অবশ্য বানের জলের মতো বাংলা বইয়ের বাজারে ঢুকে রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনী বলে যে-বইগুলি আকাশ-বাতাস কলুষিত করছে তাতে শিউরে উঠবার যথেষ্ট কারণ আছে। বাংলা বইয়ের বাজারে এ-এক নতুন পসরা। বিশেষ করে মার্কিন মুলুক থেকে আমদানী করা চকমকে এই বেলুনগুলো যে একদিন নিঃশব্দে ফেটে যাবে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বাঙালি পাঠকদের মননশীলতা বড় কোমল, বড় গভীর।

অথচ আশ্চর্যের বিষয় বিশ্বসাহিত্যে এমন সব ডিটেকটিভ সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে যাকে ভোলা যায় না। সেই সব ডিটেকটিভ চরিত্রগুলি আমাদের মনকে নাড়া দেয়, চিন্তার জগতকে উজ্জীবিত করে। এইসব ডিটেকটিভ চরিত্রগুলিকে কখনও মনে হয় না কাল্পনিক। মনে হয় তারা আমাদের কাছের মানুষ, হাত বাড়ালেই তাদের আমরা ধরতে পারি, স্পর্শ করতে পারি।

ডাকসাইটে এমন কিছু ডিটেকটিভ চরিত্র বেছে নিয়েই আমাদের এই সংকলন। আমরা নিশ্চিত যে বাঘা বাঘা এই সব ডিটেকটিভেরা পাঠকদের আলোড়িত করবে, শিহরিত করবে। এই সংকলনটি আমাদের শুরু। পরপর এই জাতীয় আরও কিছু ডিটেকটিভকে বাঙালি পাঠকদের দরবারে হাজির কররার ইচ্ছে থাকল।

সূচী

কয়েকজন ডাকসাইটে ডিটেকটিভের কীর্তিকাহিনী

তিন ছাত্রের অভিযান

স্যার আর্থার কনান্ ডয়াল

'৯৫ সালের কোনো একটা সময়ে এখানে অপ্রাসঙ্গিক কতকগুলো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে মিঃ শার্লক হোমসের সঙ্গী হিসেবে ইউনিভার্সিটি শহরে এসে বেশ কিছুদিন থাকতে হয়েছিল। সেই সময়ে খুব ছোট্ট একটি রহস্যের সঙ্গে আমরা জড়িয়ে পড়েছিলাম। ঘটনাটি সংক্ষিপ্ত হলেও যথেষ্ট শিক্ষামূলক সন্দেহ নেই।

বলা বাহুল্য যে ঘটনাটি আমি আপনাদের সামনে এখন উপস্থিত করতে যাচ্ছি, সেই ঘটনাটির সঙ্গে কোনো কলেজ কিংবা কোনো বিশেষ অপরাধীর যোগাযোগ খুঁজতে যাওয়া অন্যায় হবে। এই ধরনের বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা মানুষ যত তাড়াতাড়ি ভুলে যেতে পারে ততই মঙ্গল।

কিছুটা সতর্কতার সঙ্গে অবশ্য ঘটনাটি আপনাদের বলতে বাধা নেই, বিশেষতঃ যে সমস্ত অসাধারণ গুণাবলীর জন্যে আমার বন্ধুটি বিখ্যাত, সেইসব গুণাবলীর কিছু অংশ ঘটনাটির মাধ্যমে সর্বসমক্ষে তুলে ধরা সম্ভব। আমি অবশ্যই যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে ঘটনাটি আপনাদের বলতে চাই। সতর্কতা এই কারণে যে, কোনো বিশেষ স্থান, বিশেষ লোকজনদের সঙ্গে যেন ঘটনাটির মিল না থাকে।

এই ইউনিভার্সিটি শহরটিতে আমাদের থাকবার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল প্রচুর আসবাবপত্রে সাজানো সুন্দর একটি বাড়িতে। বাড়িটির কাছেই ছিল বড় ধরনের লাইব্রেরি। শার্লক হোমস্ তো দিনরাতের বেশির ভাগ সময়ই শ্রমসাধ্য গবেষণার মধ্যে ডুবে থাকতেন। তার গবেষণার বিষয় ছিল ইংলণ্ডে সংঘটিত আদি সন্ধিপত্রগুলো। গবেষণার ফলাফল এত চমৎকার যে আমি ইতি-

মধ্যেই স্থির করেছি একটি বিশদ প্রবন্ধ লিখে ফেলব।

সেই সময়ে একদিন সেণ্ট্ লিউক কলেজের অধ্যাপক মিঃ হিলটন সোয়ামেস্ আমাদের বাড়িতে এলেন। মিঃ সোয়ামেস্ অবশ্য ইতিপূর্বে অনেকবারই এসেছেন আমাদের বাড়িতে। ভদ্রলোকটি দীর্ঘদেহী এবং একটু অস্বাভাবিক, ঘাবড়ে যাওয়া ধরনের আত্মভোলা অধ্যাপক, দেখে মনে হয় ঈষৎ চঞ্চল প্রকৃতির, যেন সবসময়েই উত্তেজিত হয়ে রয়েছেন। আমার সঙ্গে যতবারই দেখা হয়েছে সবসময়েই দেখেছি অত্যন্ত অস্থির। সেদিন যখন এলেন তাকে দেখে মনে হল তিনি কোনো কারণে ভয়ংকর উত্তেজিত। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল নিশ্চয় অপ্রীতিকর কিছু একটা ঘটেছে।

'—মিঃ হোমস্, আপনার মূল্যবান সময়ের কিছুটা আমাকে দিতেই হবে। সেণ্ট্ লিউকে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক একটি ঘটনা ঘটে গেছে। আমরা সবাই অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছি। নেহাৎ আমাদের মনে পড়ল যে আপনি স্বয়ং এখন এই শহরে এসে রয়েছেন, তাই একটু তবু বল-ভরসা পাচ্ছি, নাহলে কি যে করতাম আমরা ঈশ্বর জানেন।'—এক নিঃশ্বাসে গড়গড় করে বলতে থাকেন একটুও না থেমে মিঃ সোয়ামেস্।

'এই সময়টিতে এত বেশি ব্যস্ত রয়েছি আমি—অন্য কোনো ব্যাপারে মাথা গলানোর একটুও ইচ্ছে নেই আমার'—অবিচলিত স্বরে উত্তর দিলেন মিঃ শার্লক হোমস্—'আমার তো মনে হয় পুলিসের সাহায্য চাইলেই ভালো করবেন আপনারা।'

'না, না, পুলিসের কাছে যাওয়া অসম্ভব আমাদের পক্ষে। বুঝতেই তো পারছেন, আইন যখন কেউ ভাঙে, ইচ্ছে থাকলেও সেটা তো আর কেউ ফিরিয়ে নিতে পারে না, তাই না। সেণ্ট্ লিউকের ঘটনাটা সেই রকমেরই। আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে যে কোনো ধরনের বদনামের সম্ভাবনা যতটা সম্ভব এড়িয়ে যেতেই হবে। আমি তো জানি কাজের ব্যাপারে পছন্দ-অপছন্দটাই বড় কথা আপনার কাছে। সব জেনেশুনেই আমি

আপনার কাছে এসেছি। বিশ্ব-পৃথিবীতে অন্য কেউ নেই যে আমাদের সাহায্য করতে পারে—আমি আন্তরিক অনুরোধ করব আপনাকে মিঃ হোমস্, যতটুকু সম্ভব সাহায্য করুন আমাদের'—

হোমস্-এর দিকে তাকিয়ে আমি স্পষ্টই বুঝতে পারছিলাম যে হোমস্ তার বেকার স্ট্রিটের পরিচিত পরিবেশ থেকে দূরে বসে যথার্থই অস্বস্তি বোধ করছেন। তাছাড়া হোমসের নিজস্ব নোট প্যাড, ল্যাবরেটরি পরীক্ষার সাজসরঞ্জাম আর নিজের ঘরের অগোছাল পরিবেশটি না পেলে খুবই অসহায় বোধ করেন তিনি। বিরক্তি চেপে দু-কাঁধ একটু ঝাঁকালেন মিঃ হোমস্ এবং সেটাকেই সম্মতি ভেবে অত্যন্ত দ্রুতগলায় অনর্গল বিষয়টি বলে যেতে থাকেন মিঃ সোয়ামেস্।

'প্রথমেই বলে রাখি যে আগামীকাল ফোরটেস্ক স্কলারশিপ পরীক্ষার প্রথম দিন। আমি এই পরীক্ষার একজন পরীক্ষক। আমার বিষয় গ্রীক ভাষা। প্রশ্নপত্রটির প্রথম অংশে গ্রীক ভাষার একটা অংশ অনুবাদ করতে হবে। এই অংশটির সঙ্গে ছাত্রদের কোনো পরিচয় নেই। অংশটি প্রশ্নপত্রে ইতিমধ্যেই ছাপা হয়ে গেছে। যদি কোনো পরীক্ষার্থী প্রশ্নপত্রটি আগেভাগে জানতে পারে তাহলে তার খুবই সুবিধা হবে সন্দেহ নেই। স্বাভাবিক কারণেই অন্য সব প্রশ্নপত্রের মতনই খুব সাবধানে প্রশ্নপত্রটি ছাপার ব্যবস্থা করতে হয়েছে আমাদের।

আজ বেলা তিনটে নাগাদ ছাপাখানা থেকে প্রশ্নপত্রটির প্রুফ এসেছিল আমার কাছে। আমি এবার অনুবাদের বিষয় স্থির করেছিলাম থুসিডাইডেস্-এর একটা অংশ। আমাকে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে প্রুফটি দেখতে হচ্ছিল, কারণ প্রশ্নপত্রটি সর্বাংশে নির্ভুল হওয়া প্রয়োজন। যাই হোক সাড়ে চারটে বেজে গেলেও আমি প্রুফ দেখার কাজ শেষ করতে পারলাম না যখন তখন উঠে পড়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। আমি আবার আমার এক সহকর্মীকে সেদিন বিকেলে একসঙ্গে চা খাব কথা দিয়েছিলাম।

ফলে যেতেই হল সেখানে। টেবিলের উপরে প্রুফের কাগজগুলো রেখে বেরিয়ে পড়েছিলাম আমি। কতক্ষণ আর হবে। বড়জোর ঘণ্টাখানেকের মতন অনুপস্থিত ছিলাম আমি আমার ঘর থেকে।

মিঃ হোমস্ আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে আমাদের সেন্ট্ লিউকের বাড়িগুলোতে দুটো করে দরজার ব্যবস্থা। ভেতরের দিকে সবুজ হাল্কা পাল্লা আর বাইরের দিকের ভারী ওক কাঠের দরজা। ঘরের কাছাকাছি আসতেই আমি খুব অবাক হয়ে গেলাম দেখে যে দরজায় একটা চাবি লাগানো রয়েছে। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম যে বুঝি ভুল করে আমিই লাগিয়ে রেখে গেছি চাবিটা। পরে পকেটে হাত ছোঁয়াতেই বুঝতে পারলাম আমার চাবিটা পকেটেই আছে। এখন আমার দরজায় যে তালা তার দ্বিতীয় একটা চাবি আমার চাকর ব্যানিস্টারের কাছে থাকে। আর কোনো চাবির কথা আমি জানি না। ব্যানিস্টার আমার কাছে কাজ করছে দশ বছরেরও বেশি। তার সততা সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশই নেই। দরজায় লাগানো চাবিটা দেখেই বুঝতে পারলাম যে চাবিটা ব্যানিস্টারের। সে নিশ্চয় আমার চা নিয়ে ঘরে ঢুকেছিল, তারপর চাবিটা বের করে নিতে ভুলে গেছে। আমি বেরিয়ে যাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই নিশ্চয় ব্যানিস্টার ঘরে এসে ফিরে গেছে। সাধারণভাবে দরজায় ভুল করে চাবি ফেলে যাওয়াটা কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারই নয়। কিন্তু বিশেষ করে আজকের দিনটাতে এরকম ভুল হওয়া একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি করল, কারণ পরীক্ষা আর প্রুফের গোপনীয়তা রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল আমাদেরই। ঘরে ঢুকে টেবিলের দিকে একনজর তাকিয়েই আমি বুঝতে পারলাম যে কেউ নিশ্চয়ই আমার টেবিলের কাগজপত্র তছনছ করেছে। প্রুফটা ছিল গ্যালিস্লিপের তিন পৃষ্ঠায়। আমি তিন পৃষ্ঠা একসাথে করে গোল পাকিয়ে রেখে গিয়েছিলাম। ঘরে ঢুকে দেখতে পেলাম একটা পাতা পড়ে আছে মেঝেতে, একটা জানলার কাছের সাইড টেবিলটায়, আর তৃতীয়টি যেখানে রেখে গিয়েছিলাম সেখানে।'

এতক্ষণ চোখ বন্ধ করে চুপচাপ শুনছিলেন শার্লক হোমস্, এখন একটু নড়েচড়ে উঠে প্রশ্ন করলেন—

'প্রথম পাতাটা মেঝেতে, দ্বিতীয়টা জানলায়, আর তৃতীয়টা যেখানে রেখে গিয়েছিলেন সেখানেই ছিল, তাই না ?'

'ঠিক তাই, মিঃ হোমস্—অবাক কাণ্ড, আপনি ঠিকঠিক জানলেন কি করে'—

এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে গম্ভীরভাবে বলে ওঠেন মিঃ হোমস্—

'অনুগ্রহ করে গল্পটা শেষ করুন'—

'সত্যি কথা বলতে কি, এক মুহূর্তের জন্যে আমার সন্দেহ হল যে ব্যানিস্টারই সম্ভবতঃ আমার কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করেছে, যদি করে থাকে তাহলে কাজটা হবে ক্ষমার অযোগ্য। ব্যানিস্টার অবশ্য অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে অস্বীকার করল অভিযোগটি। আমি ওর কথা শুনে স্থির-নিশ্চয় যে সত্যি কথাই বলছে সে। দ্বিতীয় সম্ভাবনা যেটা আমার মনে হয়েছিল সেটা হচ্ছে, দরজার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে দরজায় চাবি লাগানো দেখে বুঝতে পারে যে আমি ঘরে নেই, তখন ঘরে ঢুকে কাগজপত্র ঘাঁটতে আর অসুবিধা কি। স্কলারশিপের মূল্য কম না। এতগুলো টাকার ব্যাপার, অসৎ কারো পক্ষে একটু ঝুঁকি নিয়ে অন্য ছাত্রদের উপরে টেক্কা দেয়ার চেষ্টা করা আর অসম্ভব কি।'

'ঘটনাটি জানার সঙ্গে সঙ্গে ব্যানিস্টার খুবই বিচলিত হয়ে পড়ে। শোনার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিল সে। আমি ওকে আধ গ্লাস ব্রাণ্ডি খাইয়ে দিই, একটা চেয়ারের উপরে জড়-পিণ্ডের মতন ধপাশ করে বসে পড়ে সে, আমি তখন একাই ঘরদোর একটু পরীক্ষা করতে লেগে পড়ি। একটু নজর করতেই বুঝতে পারলাম যে কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করার প্রমাণ ছাড়াও আরও কিছু চিহ্ন রেখে গিয়েছেন অবাঞ্ছিত অতিথিটি আমাদের। জানলার পাশের সাইড্ টেবিলটার উপরে কাটা পেন্সিলের ছুলি পড়ে

রয়েছে। সম্ভবতঃ পেন্সিলটা ওখানেই কাটা হয়েছিল, এক টুকরো ভাঙা সীসেও রয়েছে পেন্সিলের। বোঝাই যাচ্ছে যে হতভাগাটা তাড়াতাড়ি কপি করতে গিয়ে পেন্সিলের সীস ভেঙে ফেলেছিল।'

'চমৎকার'—হোমস্ বলে ওঠেন। হোমসের কথা শুনে মনে হচ্ছিল ধীরে ধীরে মেজাজটি তার ফিরে আসছে। ঘটনাটি সম্পর্কে বেশ কৌতুহলী হয়ে উঠছেন তিনি—'ভাগ্য আপনার সহায় ছিল বলুন'—

'আরো কিছু প্রমাণও দেখা গেল। লাল চামড়ায় মোড়া নতুন একটা লেখার টেবিল আছে আমার—হলপ করে বলতে পারি, ব্যানিস্টারও সাক্ষী দেবে যে, টেবিলটা অত্যন্ত মসৃণ, পরিষ্কার ঝকঝকে, কোথাও একফোঁটা দাগও ছিল না টেবিলটাতে। এখন দেখলাম লাল চামড়ার উপরে ইঞ্চি তিনেক মতন কাটা, চেরা দাগ নয়, রীতিমতো কাটা। তাছাড়া টেবিলটার উপরে পেলাম কালো মতন একটা ডেলা, মাটি-কাদারই হবে হয় তো, একটা ছাঁচমতন জিনিস, পিরামিডের মতন তিনকোণা, গায়ে কাঠের গুঁড়ো লেগে রয়েছে। বলা বাহুল্য নিঃসন্দেহে ধরে নেয়া যেতে পারে যে এগুলো সবই সেই চোরটির কাজ। সনাক্ত করার জন্যে এসব ছাড়া আর কিছু চিহ্ন রেখে যায় নি সে। সব কিছু দেখে শুনে তো আমার মাথা খারাপ হওয়ার যোগাড়। ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ মাথায় খেলে গেল যে আপনি এই শহরেই এখন রয়েছেন। মনে হওয়া মাত্র সোজা ছুটে আপনার কাছে চলে এসেছি, সবকিছু আপনাকে খুলে বলবার জন্যে।

'অনুগ্রহ করে আমাকে একটু সাহায্য করুন মিঃ হোমস্ এই ব্যাপারে। ভাবুন তো আমি কেমন দোটানার মধ্যে পড়ে গেছি। হয় ওই চোরটিকে হাতে-নাতে ধরে ফেলতে হবে, না হয় তো আগামীকাল সকালের পরীক্ষা বাতিল করতে হবে যতক্ষণ না নতুন প্রশ্নপত্র তৈরি হয়ে ওঠে। পরীক্ষা বাতিল করতে হলে হাজারো গণ্ডা জবাবদিহি করতে হবে, কেলেংকারীর চূড়ান্ত। কেবলমাত্র

সেণ্ট্ লিউক কলেজ না, আমাদের গোটা বিশ্ববিদ্যালয়টির উপরেই সন্দেহের ছাপ এসে পড়বে। সব কিছু বাদ দিয়ে আমি চাই চুপচাপ রহস্যটির সমাধান করতে।'

'ঠিক আছে। আমি খুশিই হব রহস্যটির তদারক করতে পারলে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার দ্বারা যদি কিছু সাহায্য সম্ভব সেটা আমি করব নিশ্চয়ই।' বলতে বলতে হোমস্ উঠে দাঁড়ালেন, হ্যাঙার থেকে ওভারকোট নিয়ে পরতে পরতে জিজ্ঞাসা করলেন—'আচ্ছা, আপনি প্রুফটি পাওয়ার পরে কেউ কি আপনার ঘরে ঢুকেছিল আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে ?'

'হ্যাঁ, একজনই এসেছিল—দৌলত রাম বলে একজন ভারতীয় ছাত্র এসেছিল আমার কাছে পরীক্ষা-সংক্রান্ত খুঁটিনাটি দু-একটা বিষয় জেনে নিতে। ছাত্রটি আমি যে বাড়িতে থাকি সেই বাড়িরই উপরতলায় থাকে।'

'কথা বলতে এসে সে নিশ্চয়ই ঘরে ঢুকেছিল ?'

'হ্যাঁ, সে তো নিশ্চয়ই—'

'তখন প্রুফগুলো আপনার টেবিলেই ছিল তো ?'

'হ্যাঁ, যতদূর মনে পড়ছে কাগজগুলো গোল করে পাকিয়ে টেবিলের উপরে রেখে দিয়েছিলাম আমি।'

'তাহলে তো ছাত্রটির পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না যে ওটা একটা প্রুফ।'

'হয় তো।'

'আর কেউ ছিল না আপনার ঘরে সেই সময় ?'

'না।'

'অন্য আর কেউ কি জানত যে আপনার কাছে আজ প্রুফ আসবে ?'

'ছাপাখানার লোকজন ছাড়া অন্য কারো জানার কথা নয়।'

'আপনার চাকর ব্যানিস্টার জানত না ব্যাপারটা ?'

'না, কখনই না, কেউই জানত না।'

'ব্যানিস্টার এখন কোথায় ?'

'বেচারা খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আমার ঘরেই একটা চেয়ারে হতভম্বের মতন প্রথম যেখানে বসে পড়েছিল সেখানেই বসে ছিল চুপ করে, আমি তখন দিক্‌বিদিক্‌-জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে আসছি আপনার কাছে।'

'আপনি ঘরের দরজা তাহলে খুলে রেখেই এসেছেন এখন ?'

'ঘরের সব কাগজপত্র আগে ড্রয়ারের মধ্যে চাবিবন্ধ করেছি তারপর—'

'তাহলে ব্যাপারটা এই দাঁড়াল মিঃ সোয়ামেস্ যে, যদি ভারতীয় ছাত্রটি টেবিলে গোটানো কাগজগুলো দেখে প্রুফ বলে না চিনতে পেরে থাকে, তাহলে ধরে নিতে পারা যায় যে আমাদের চোরটি প্রুফটি আছে না জেনেই হঠাৎ এসে পড়েছিল ঘরের মধ্যে, তারপর কাগজপত্র তছনছ করেছে, তাই না—'

'আমার তো তাই মনে হচ্ছে।'

হোমস্ একটি দুর্বোধ্য স্বভাবসুলভ হেঁয়ালীর হাসি হেসে বলতে থাকেন—

'ঠিক আছে—চলুন বেরিয়ে পড়া যাক। ওয়াটসন তোমার উপযুক্ত রহস্য নয়, না শারীরিক বল প্রয়োগ না মানসিক বিপর্যয়-জনিত গণ্ডগোল। আচ্ছা যেতে চাও তো চলে এসো আমাদের সঙ্গে—মিঃ সোয়ামেস্, আমাদের তাহলে নিয়ে চলুন আপনার বাড়িতে'—

আমাদের মক্কেল অধ্যাপক সোয়ামেসের বসবার ঘরটিতে একটা বড় জানলা আছে ছাদ থেকে অনেক নিচুতে। প্রাচীন কলেজ কম্পাউণ্ডের চমৎকার সবুজ মাঠের দিকে জানলাটি। বিশাল গথিক প্যাটার্নের দরজার বাইরে উপরে ওঠার নড়বড়ে পুরনো সিঁড়ি। অধ্যাপকের বাসস্থান একতলায়। উপরের তলাগুলির প্রত্যেকটিতে একজন করে ছাত্র থাকে। আমরা যখন পৌঁছলাম সেখানে, বিকেল তখন শেষ হয়ে আসছে। হোমস্ ঘরের ভেতরে ঢোকার আগে

জানলার পাশে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবলেন একটু। তারপর কাছে গিয়ে পায়ের পাতায় ভর দিয়ে ঘরের ভিতরটা দেখার চেষ্টা করলেন উঁকি মেরে।

হোমস্‌কে জানলার কাছে ঘুরতে দেখে আমাদের পণ্ডিত বন্ধুটি পরিহাসের ভাষায় বলে ওঠেন—

'চোর নিশ্চয় দরজা দিয়েই ঢুকেছিল মিঃ হোমস্‌। জানলায় সরু কাঁচের ফালি দিয়ে লোক গলে যাওয়ার সুযোগ কোথায়'—

'তাই তো। ঠিকই বলেছেন আপনি। কি আশ্চর্য'—একটা অদ্ভুত ধরনের হাসি হেসে উত্তর দেন মিঃ হোমস্‌—'থাকগে, এখানে আর দেখার মতন কিছু নেই। বরং ভেতরেই যাওয়া যাক কি বলেন'—

অধ্যাপক চাবি লাগিয়ে বাইরের ভারী ওক কাঠের দরজাটা খুলে ধরেন। আমাদের ভিতরে যেতে আহ্বান জানান তিনি। দরজাটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে হোমস্ নিচু হয়ে মেঝের কার্পেট পরীক্ষা করতে শুরু করেন ফলে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় আমাদের অনেকক্ষণ।

'না, কোনো চিহ্নই এখানে নেই—অবশ্য আজকের মতন এসব শুকনো দিনে কোনো ছাপ আশা করাটাই ভুল। মিঃ সোয়ামেস্‌, আপনার চাকরটি নিশ্চয়ই সামলে উঠেছে এতক্ষণে কি বলেন—আপনি তাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে গিয়েছিলেন বলেছিলেন, তাই না, কোন্ চেয়ারটায় বলুন তো—'

'ওই তো, জানলার পাশের চেয়ারটাতে'—

'হুঁঃ—এই ছোটো সাইড টেবিলটার কাছে, তাই না। আপনারা ভিতরে আসতে পারেন এখন। কার্পেটটা পরীক্ষা করা হয়েছে আমার। এবার ভিতরটা দেখি। আচ্ছা প্রথমে ছোটো সাইড টেবিলটা থেকেই শুরু করা যাক। ঘটনাটা কি ঘটেছে সেটা তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। লোকটি ঘরে ঢুকে কাগজগুলো টেনে নেয়। একটার পর একটা পাতা এই সেণ্টার টেবিলটা থেকে নিয়ে

জানলার পাশে সাইড টেবিলটায় চলে যায়। উদ্দেশ্য হয় তো যে কেউ আসলে যাতে আগেভাগেই জেনে পালানোর রাস্তা করতে পারে তাড়াতাড়ি'—

'কিন্তু আসলে সে দেখতে পেত কি না সন্দেহ, তার কারণ আমি সদর দরজা দিয়ে না এসে পাশের দরজা দিয়ে ফিরে আসি।'

'ও, তাই নাকি, যাইহোক আমি যা ভাবছিলাম তাই বলছি। আচ্ছা এবারে প্রুফের পাতা তিনটে দেখা যাক। কোন হাতের ছাপ টাপ আছে—না নেই। তাহলে, সে নিশ্চয় প্রথম পাতাটা টেনে নিয়ে কপি করেছিল—আচ্ছা একটা পাতা কপি করতে কতক্ষণ লাগতে পারে—মিনিট পনেরোর কম না—তাও যদি খুব তাড়াতাড়ি করে। তারপর সেটা মেঝেতে ফেলে দিয়ে দ্বিতীয় পাতাটা টেনে নেয়—এই দ্বিতীয় পাতাটা কপি করার সময়েই আপনি হঠাৎ এসে পড়েন ফলে খুব তাড়াতাড়ি পালিয়ে যেতে হয় তাকে, তাড়াতাড়ি সরে পড়তে হয় তাকে বোঝা যাচ্ছে। কারণ সে কাগজপত্রগুলো গুছিয়ে রেখে যেতে পারে নি। ফেলে ছড়িয়েই চলে যেতে হয়েছে তাকে। আপনি যখন ফিরলেন তখন খুব দ্রুত চলে যাচ্ছে এমন কোনো পায়ের শব্দ কি শুনতে পেয়েছিলেন—

'না তো, সেরকম কিছু শুনি নি তো'—

'ঠিক আছে। লোকটা খুব তাড়াতাড়ি লেখার চেষ্টা করার জন্যে পেন্সিলের সীসটা ভেঙে যায়। পেন্সিলটা নতুন করে কাটতে হয় তাকে। এটা খুবই মজার চিহ্ন, ওয়াটসন। সাধারণতঃ লোকে যেমন পেন্সিল ব্যবহার করে সেরকম পেন্সিল কিন্তু এটা নয়। খুব নরম সীসের পেন্সিল। বাইরের রঙটা গাঢ় নীল। রুপোর জলে যারা তৈরি করেছে তাদের নাম লেখা। পেন্সিলটার দৈর্ঘ্য বড়জোর দেড় ইঞ্চির বেশি হবে না—এরকম পেন্সিল কার আছে একবার খুঁজুন তো মিঃ সোয়ামেস্। খুঁজে পেলে আপনার চোরটিকে ধরে ফেলা যাবে। তাছাড়া লোকটির কাছে বড় একটা ভোঁতা ছুরিও রয়েছে, এটাও একটা জরুরি খবর।'

মিঃ সোয়ামেস্ হোমস্-এর বিশদ কথাবার্তা শুনে খুবই অবাক হয়ে গেলেন বোঝা গেল।

'অন্য যা বললেন না হয় বোঝা গেল। কিন্তু পেন্সিলের দৈর্ঘ্যটা বললেন'—

মিঃ সোয়ামেসের কথা শেষ হওয়ার আগেই পেন্সিল কাটার একটা ছুরি বের করে দেখালেন। লেখা আছে NN, তারপর কিছুটা জায়গা খালি।

'দেখেছেন'

'না, মানে কিছুই বুঝতে পারলাম না তো'—

'ওয়াটসন। আমি সবসময়েই তোমার প্রতি অন্যায় করে থাকি। এই NN টা কি হতে পারে—নিশ্চয় কোনো শব্দের শেষ অক্ষর দুটি—আচ্ছা এখন বলো তো এটা দেখে কি বলা যায় না পেন্সিলটা ততটুকুই ছিল যতটুকু Johann কথাটার দৈর্ঘ্য। কি বল'—

তারপর ছোটো টেবিলটা কাৎ করে ইলেক্‌ট্রিক আলোর দিকে ধরে মনোযোগ দিয়ে কি যেন দেখলেন অনেকক্ষণ ধরে।

'আশা করছিলাম, যে কাগজটায় কপি করেছেন চোর ভদ্রলোকটি, সেটি খুব পাতলা হলে টেবিলের মসৃণতায় লেখার দাগ পড়তে পারে—না, সেরকম কিছু নেই তো। না, আর কিছু এখানে দেখার নেই, তাহলে আমরা আসুন সেণ্টার টেবিলটা একটু পরীক্ষা করি। এই ছোটো ঢেলাটার কথাই আপনি বলেছিলেন। কালো কাদার ছাঁচ, পিরামিডের মতন তিনকোণা, ভেতরটা ফাঁপা। হুঁঃ—আপনি ঠিকই বলেছিলেন গায়ে কাঠের গুঁড়ো লেগে রয়েছে। খুবই মজার। তাছাড়া লাল চামড়ার কাটা অংশটা—দেখা যাচ্ছে কাটাটা শুরু হয়েছিল হালকা দাগে। শেষের দিকটা কেটে গেছে গভীরভাবে। আমি সত্যিই আপনার কাছে কৃতজ্ঞ মিঃ সোয়ামেস্ যে রহস্যটি নিয়ে আপনি আমার কাছে এসেছিলেন—আচ্ছা এই দরজা দিয়ে কোথায় যাওয়া যায়'—

'আমার শোবার ঘরে'—

'আপনি কি ঘটনাটা ঘটার পরে শোবার ঘরে গিয়েছিলেন একবারও'—

'না, আমি এই ঘর থেকেই ছুটে আপনার বাড়িতে চলে গিয়ে ছিলাম।'

'তাহলে শোবার ঘরটা একটু দেখা যাক। বাঃ কি সুন্দর পুরনো দিনের ঐতিহ্যসম্মত ঘরটি। না আপনারা ঢুকবেন না এখন, একটু অপেক্ষা করুন, আমি ততক্ষণে ঘরটা একটু পরীক্ষা করে দেখি—না কিছুই দেখবার মতন নেই, এই পর্দাটা দেখা যাক। আপনি আপনার জামাকাপড় এটার পিছনেই সাজিয়ে রাখেন নিশ্চয়—কেউ যদি এই ঘরে লুকিয়ে থাকতে বাধ্য হয় তো তাকে এই পর্দাটার পিছনেই লুকোতে হবে, কারণ এই ঘরের খাটটা খুব নিচু, আলমারিটাও খুবই ছোটো। পিছনে নিশ্চয়ই কেউ লুকিয়ে নেই এখন।'

'আমি লক্ষ্য করলাম পর্দাটা টেনে খোলার সময়ে হোমসের সারা শরীর চকিতে যে কোনো ঘটনার জন্যে প্রস্তুত হয়ে উঠল। পর্দার পিছনে উল্লেখযোগ্য কিছুই দেখা গেল না। তিন-চার জোড়া জামাকাপড় কাঠের হ্যাঙারে ঝোলানো রয়েছে। হোমস্ হঠাৎ পিছন ফিরে মেঝেতে খুঁজতে লাগলেন কি যেন'—

'আরে এটা কি'—বলে উঠলেন তিনি।

জিনিসটা দেখা গেল বসবার ঘরে পাওয়া কাদামাটিতে ঢেলার মতনই আর একটা ঢেলা। হোমস্ জিনিসটা হাতের তেলোয় রেখে আলোর দিকে এগিয়ে আনেন।

'আপনার অবাঞ্ছিত অতিথিটি বসবার ঘরের মতন শোবার ঘরেও কিছু কিছু চিহ্ন রেখে গেছেন।'

'কিন্তু শোবার ঘরে তার আবার কি দরকার পড়ল!'

'আমার তো মনে হয় ব্যাপারটা খুবই পরিষ্কার মনে হচ্ছে। আপনার এসে পড়াটা ছিল অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ফলে আগন্তুক যখন টের পেল তখন আপনি একেবারে দরজার গোড়ায় হাজির।

চোরের তখন আর কোনো উপায় ছিল না কাগজপত্র গোছগাছ করে পালিয়ে যাওয়ার, কিংবা তার উপস্থিতির চিহ্নগুলো সরিয়ে ফেলার। লুকোনোর জন্যে আপনার শোবার ঘরটাই বেছে নিয়েছিল সে'—

'কি সাংঘাতিক, মিঃ হোমস্—আপনি বলতে চান যে আমি যতক্ষণ বসবার ঘরে ব্যানিস্টারের সঙ্গে কথা বলছিলাম ততক্ষণ সে ঘাপটি মেরে শোবার ঘরে লুকিয়ে ছিল—জানতে পারলে তখনই তো সে ধরা পড়ে যেত'—

'তাই তো মনে হয়।'

'না, সেটা অসম্ভব। নিশ্চয়ই অন্য কিছু ঘটে গেছে মিঃ হোমস্—আপনি নিশ্চয়ই শোবার ঘরের জানলাটা লক্ষ্য করেছেন'—

'জানলায় কাঁচ লাগানো, সীসের ফ্রেম, তিনটি আলাদা আলাদা পাল্লা, তার মধ্যে একটা কব্জায় আটকানো, এত বড় যে প্রমাণ সাইজের মানুষ সহজেই গলে যেতে পারে'—

'ঠিক তাই, তাছাড়া, বাইরের উঠানটার একটা টেরচা কোণায় রয়েছে জানলাটা। বাইরে থেকে দেখাই যায় না প্রায়। হয়তো লোকটা ওই জানলা দিয়েই ঢুকেছিল, শোবার ঘর পেরিয়ে বাইরের দরজা খোলা পেয়ে সেই রাস্তায় পালিয়ে গেছে'—

হোমস্ ঘন ঘন মাথা নাড়েন অধৈর্যভাবে—

'না, বাস্তবভাবে বিবেচনা করা যাক আসুন—আপনি যতদূর মনে পড়ছে বলেছিলেন যে এই বাড়িতে তিনজন ছাত্র থাকে। সেই তিনজন একই সিঁড়ি নিশ্চয়ই ব্যবহার করে থাকে। এবং এই তিনজনকেই উপরে যাওয়ার সময়ে আপনার ঘরের দরজার সামনে দিয়ে যেতে হয়।'

'হ্যাঁ, তাই তো বলেছিলাম আপনাকে'—

'এই তিনজন ছাত্রই আগামীকালের পরীক্ষায় বসছে।'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কি এই তিনজনের মধ্যে কাউকে সন্দেহ করেন'—

প্রশ্নটা শুনে মিঃ সোয়ামেস্ ইতঃস্তত করতে থাকেন—তারপর বলেন—

'দেখুন, আপনার প্রশ্নটা খুবই অস্বস্তিকর। আসলে প্রমাণ না পেলে কারও উপরে সন্দেহ প্রকাশ করাটা ঠিক না'—

'আপনি সন্দেহের কথাটাই বলুন না, প্রমাণের ব্যাপারটা আমার উপরে ছেড়ে দিন'—

'তাহলে বলি শুনুন—সংক্ষেপেই বলি। এই তিনটি ছাত্রের ব্যক্তিগত চরিত্রের দিকটাই বলি তাহলে। একেবারে নিচে অর্থাৎ দোতলায় আমার ঠিক উপরে থাকে গিলক্রাইস্ট। পড়াশুনায় বেশ ভালো, খেলোয়াড় একজন—রাগবী আর ক্রিকেটে কলেজের হয়ে নিয়মিত খেলে থাকে। হার্ডল রেস আর লং জাম্পে ব্লু পেয়েছে কলেজ স্পোর্টস-এ। খুব পুরুষালি সুন্দর ছেলেটি। ওর বাবা সেই বিখ্যাত স্যার জাবেজ গিলক্রাইস্ট যিনি তাঁর অগাধ সম্পত্তি রেসের মাঠে উড়িয়ে দিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন। এই গিলক্রাইস্ট গরীব সন্দেহ নেই কিন্তু সে যথেষ্ট কর্মঠ আর পরিশ্রমী তো বটেই। পরীক্ষায় ছেলেটি ভালোই ফল করবে আশা করি।'

'তেতলায় থাকে দৌলত রাম বলে ভারতীয় ছাত্রটি। শান্ত প্রকৃতির, সাধারণ ভারতীয়রা যেমন হয় তেমনি চাপা, একটু দুর্জ্ঞেয় স্বভাবের—ছাত্রটি খুব ভালোই পড়াশুনা করেছে। অবশ্য ওর দুর্বলতম বিষয় হচ্ছে গ্রীকভাষা—কিন্তু সব মিলিয়ে ছাত্রটি ধীর, স্থির এবং হিসেবী'—

'চারতলায় থাকে মাইলেস ম্যাকলারেন। খুবই মেধাবী ছাত্র। অবশ্য যখন পড়াশুনা করবে বলে মনে করবে তখন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচাইতে উজ্জ্বল ছাত্র। কিন্তু খুবই খামখেয়ালী সে। আদর্শহীন আর ছড়ানো স্বভাবের। ফার্স্ট ইয়ারে পড়ার সময়ে একটা তাস খেলার ঘটনায় বহিষ্কৃত হতে হতে বেঁচে গেছে—সারা বছর পড়াশুনা কিচ্ছু করে নি সে। ফলে পরীক্ষা সম্পর্কে ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকাটাই স্বাভাবিক ওর পক্ষে।'

'তাহলে ওকেই আপনি সন্দেহ করছেন'—

'অতটা ঠিক বলতে পারছি না। তবে তিনজনের মধ্যেই এই ছেলেটির দিকেই নজরটা পড়ে বৈকি, আর এরকম একটা কাজ ওর পক্ষে করা অসম্ভবও না'—

'ঠিক তাই। এখন তাহলে মিঃ সোয়ামেস, আপনার ভৃত্যটির সঙ্গে কথা বলা যাক। ব্যানিস্টার তার নাম তাই না'—

মিঃ সোয়ামেস্ ব্যানিস্টারকে ডেকে পাঠালেন। বছর পঞ্চাশেক বয়সের, চাঁচাছোলা দাড়িগোঁফ কামানো, ঘন চুল, পাণ্ডুর ফ্যাকাশে মতন মুখ ভদ্রলোকটির। দীর্ঘকালের শান্ত জীবনযাত্রার রকমটিতে ঝড় বয়ে গেছে একটা। আজকের দিনের মতন হঠাৎ এই বিপর্যয়ের আঘাত থেকে এখন পর্যন্ত সামলে উঠতে পারেন নি একটুও, রসালো ফোলা মুখের পেশী উত্তেজনায় হঠাৎ কেঁপে কেঁপে উঠছে, দুহাতের আঙুল অনবরত কচলে যাচ্ছেন, মনে হচ্ছে সেগুলোর উপরে কোন সংযমই নেই তার।

'ব্যানিস্টার, আমরা আজকের এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটির ব্যাপারে অনুসন্ধান করছি'—মিঃ সোয়ামেস্ তাঁর ভৃত্যটির উদ্দেশ্যে বলেন।

'হ্যাঁ, মহাশয়।'

'আপনি দরজায় চাবি লাগিয়েই চলে গিয়েছিলেন শুনলাম।'

'হ্যাঁ, মহাশয়।'

'এটা কি খুবই অস্বাভাবিক নয় যে আজকেই যখন গোপনীয় প্রুফগুলো এল তখন আপনি ভুলটা করলেন।'

'অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক সন্দেহ নেই। কিন্তু আগেও তো আমি বহুবার চাবি লাগিয়ে চলে গেছি।'

'আপনি ঘরে এসেছিলেন কটার সময়ে?'

'সাড়ে চারটে নাগাদ। এই সময়েই মিঃ সোয়ামেস্ সাধারণতঃ চা খেয়ে থাকেন'—

'কতক্ষণ ভিতরে ছিলেন আপনি'—

'এক মিনিটও না, যে মুহূর্তে দেখলাম উনি ঘরে নেই, সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসি আমি'—

'আপনি কি টেবিলের উপরে রাখা কাগজপত্রে হাত দিয়েছিলেন'—

'না, কক্ষনো না।'

'কী ভাবে চাবিটা দরজায় লাগিয়ে রেখেই চলে যাওয়ার মতন ভুল আপনার হল ?'

'আমার হাতে ছিল চায়ের সরঞ্জাম, ট্রেতে। আমি ভেবেছিলাম ট্রেটা নামিয়ে রেখে ফিরে আসব—পরে ভুলে গেছি।'

'বাইরের দরজায় কি স্প্রীং লকের বন্দোবস্ত আছে ?'

'না।'

'তাহলে তো দরজাটা সারাক্ষণ খোলাই ছিল।'

'হ্যাঁ।'

'যখন মিঃ সোয়ামেস্ ফিরে এসে আপনাকে ডেকে পাঠিয়ে দুর্ঘটনার কথাটা বলেন তখন আপনি খুবই বিচলিত হয়ে পড়েন ?'

'হ্যাঁ—আমার দীর্ঘদিনের চাকরিতে এরকম ঘটনা কোনোদিন ঘটে নি—আমি তো প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলাম।'

'সেরকমই শুনলাম। যখন আপনি অসুস্থ বোধ করতে শুরু করেন, ঠিক সেই সময়টিতে কোন্ জায়গায় দাঁড়িয়েছিলেন আপনি ঘরের ?'

'কোন্ জায়গায় দাঁড়িয়েছিলাম জিজ্ঞাসা করছেন—কেন এই-খানটিতে, এই দরজার পাশটিতে'—

'আশ্চর্য—আপনি কিন্তু বসে পড়েছিলেন ওই চেয়ারটায়, কোণায় জানলার পাশে। দরজা থেকে ওইখানটি পর্যন্ত অতগুলো চেয়ার বাদ দিয়ে বসলেন কেন ?'

'সে কী—সেটা তো বলতে পারব না। তখন মনের অবস্থা এমন নয় যে দেখব কোথায় বসছি না বসছি'—

'আমারও তাই মনে হয়, ওই সময়টিতে কি করেছে না করেছে

ব্যানিস্টারের পক্ষে বলা কঠিন কারণ সে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল সে সময়ে। মৃত ব্যক্তির মতন রক্তহীন ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল ওর মুখ-চোখ।'—

'মিঃ সোয়ামেস্ চলে যাওয়ার পরে কতক্ষণ ছিলেন আপনি ঘরে ?'

'এক দুই মিনিট হবে—তারপরই আমি দরজায় তালা লাগিয়ে নিজের ঘরে চলে যাই।'

'আপনি কাউকে সন্দেহ করেন কি ?'

'না, কারো উপরে সন্দেহ করার কথাটা বলা ঠিক নয়। উচিতও নয় আমার পক্ষে। এই কলেজে এমন একজনও নেই যে এই নিদারুণ ঘটনা থেকে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করবে। না মশায়, আমি সে কথা বিশ্বাসই করতে পারছি না'—

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে'—হোমস্ বলে ওঠেন—'ও না, আর একটা খবর জিজ্ঞাসা করি আপনাকে। আজকের দুর্ঘটনা সম্পর্কে উপরের তিন ছাত্রকে কোনো কিছু বলেছেন না কি ইতি-মধ্যেই ?'

'না।'

'ভালো—এখন মিঃ সোয়ামেস্, আসুন, চারকোণা উঠানটায় একটু হাঁটা যাক।'

বাইরে বেরিয়ে এসে আমরা সবাই বাড়িটার দিকে ফিরে তাকালাম। উপরতলায় সব কটি ঘরেই আলো জ্বলছে। ততক্ষণে বাইরে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, চারদিকের অন্ধকার পরিবেশে জানলার আলোগুলো খুবই জোরালো মনে হচ্ছিল।

'আপনার তিনটি পাখিই ঘরে রয়েছে দেখছি।' হোমস্ উপরের দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে বলে ওঠেন—'আরে ব্যাপারটা কি, এক-জনকে মনে হচ্ছে অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়েছে।'

উপরের দিকে কিছুক্ষণ লক্ষ্য রাখার পরই বুঝলাম হোমস্ ভারতীয় ছাত্রটির কথাই বলছেন—ছাত্রটির অন্ধকার ছায়া জানলার

আলোটা ঢেকে ফেলল হঠাৎ—খুবই দ্রুত পায়চারী করছে সে এখন—

হোমস্ বলেন—'অসুবিধা না হলে ওদের প্রত্যেকের ঘরে একটু উঁকি মারতে চাই।'

'অসুবিধার কোন ব্যাপারই নেই। কলেজের এই যে ঘরগুলো দেখছেন, খুবই পুরনো দিনের নিদর্শন এগুলো। নানান জায়গা থেকে লোকজন হামেশাই এগুলো দেখতে এসে থাকে। আসুন আজ আমি নিজে আপনাদের দেখিয়ে আনি'—বললেন মিঃ সোয়ামেস্।

'ঠিক আছে, কিন্তু কোনো পরিচয় দেবার দরকার নেই, কেমন'—হোমস্ সাবধান করে দেন অধ্যাপককে।

প্রথমে আমরা গিলক্রাইস্ট-এর ঘরে ধাক্কা দিলাম। রোগাটে, খুব হাল্কা ধোঁয়াটে চুল ছেলেটি দরজা খুলে আমাদের উদ্দেশ্য শুনে ভিতরে অভ্যর্থনা করে। ঘরে ঢুকে আমরা অবাক হলাম। সত্যিই দেখবার মতন প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন রয়েছে ঘরগুলোয়। হোমস্ সেইসব দেখে এত বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়লেন যে তৎক্ষণাৎ নিজের নোটবুকে স্কেচ্ এঁকে নিতে চাইলেন। আঁকতে গিয়ে পেন্সিলটা গেল ভেঙে, ছেলেটির কাছে চাইতে হল একটা পেন্সিল, তারপর আবার একটা ছুরি চেয়ে নিয়ে পেন্সিলটা কাটতে হল তাঁকে। একই ধরনের ঘটনা ঘটল তিনতলায় ভারতীয় ছাত্রটির ঘরে। ভারতীয় ছাত্রটি অবশ্য যতক্ষণ হোমস্-এর এইসব ব্যাপার চলছিল, ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়ে রইল সারাক্ষণ। হোমস্-এর স্থাপত্য-শিল্প সংক্রান্ত উৎসাহে খুব আস্থা আছে বলে মনে হচ্ছিল না অবশ্য। হোমস্-এর কাজ শেষ হলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ছেলেটি। তিনতলা দোতলায় তো হল একরকম। শুধু চারতলায় আমাদের অভিযান নিষ্ফল হল পুরোপুরি। ছাত্রটি কড়া নাড়া শুনেও দরজা খুললই না একবারও, বরং কর্কশ ভাষার বন্যা ভেসে এল ভিতর থেকে—'আমি জানতেও চাই না আপনারা কে, কি চান। গোল্লায়

যান সবাই'—রাগে গরগর করছিল তার স্বর—'আগামীকাল পরীক্ষা। কারো জন্যেই দরজা খুলব না আমি।'

'বড় উদ্ধত ছেলেটি'—রাগে লাল হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামার সময় মন্তব্য করলেন অধ্যাপকমশাই—'অবশ্য ছেলেটি বুঝতে পারে নি যে আমি দরজায় কড়া নাড়ছি। কিন্তু তা সত্বেও বলব ওর ব্যবহার অত্যন্ত অভদ্র। বিশেষতঃ আজকের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত সন্দেহজনক—'

অধ্যাপকের কথার উত্তরে হোমস্-এর প্রশ্নটি আরো কৌতূহলদ্দীপক।

'বলতে পারেন ছেলেটি কত লম্বা— ?'

'সত্যি, কি যে অদ্ভুত প্রশ্ন করেন আপনি! ভারতীয় ছাত্রটির চাইতে লম্বা নিশ্চয়, কিন্তু গিলক্রাইস্টের চাইতে ছোটো। ধরুন পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি মতন হবে।'

'এটা জানা খুবই জরুরি ছিল—যাই হোক মিঃ সোয়ামেস, আজ তাহলে আসি আমরা। শুভরাত্রি'—

হোমস্-এর কথা শুনে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলেন মিঃ সোয়ামেস। হতাশা আর বিস্ময়ে প্রায় আর্তনাদ করার মতন করে উঠলেন তিনি—

'কি সর্বনাশ—মিঃ হোমস্—আমাকে এই রহস্যের মধ্যে ফেলে রেখে হঠাৎ এরকমভাবে চলে যাবেন না কি। আমার মনে হচ্ছে বিষয়টির গুরুত্ব বুঝতে চাইছেন না আপনি। আগামীকাল সকালবেলা থেকেই পরীক্ষা শুরু। আমি তো কিছুতেই পরীক্ষা চলতে দিতে পারি না একটা প্রশ্নপত্র প্রকাশ হয়ে যাওয়ার পর—বাস্তব অবস্থার মোকাবিলা করতেই হবে আমাকে।'

'কিছুই করবেন না এখন। যেমনটি ছিল তেমনিই থাকুক সব ব্যাপার। আমি আগামীকাল সকালের দিকে এসে আলোচনা করব বিষয়টি নিয়ে—সম্ভবতঃ সেই সময়ে কিছু করণীয় হতে পারে। ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি কোনো কিছুই বদলাবেন না,

কোনো কিছু না বুঝলেন'—

'ঠিক আছে মিঃ হোমস্'—

'দুশ্চিন্তা করবেন না একটুও। আমরা নিশ্চয়ই কিছু না কিছু রাস্তা খুঁজে বার করবই আপনার বিপদে। আমি এই কালো কাদার ছাঁচটি নিয়ে যাচ্ছি আর কাটা পেন্সিলের ছিলাগুলো—আচ্ছা বিদায়'—

আমরা দুজনে বেরিয়ে এলাম বাড়িটা থেকে। বাইরে চৌকোণ উঠানটায় পা দিয়েই ফিরে তাকালাম আমরা জানলাগুলোর দিকে। ভারতীয় ছাত্রটি বোঝা যাচ্ছে এখনও অস্থির ভাবে পায়চারি করেই চলেছে। অন্যদের অবশ্য জানলা দিয়ে দেখা গেল না।

'তাহলে, ওয়াটসন, এবারে বলো তো কি তুমি চিন্তা করে ঠিক করলে এই রহস্যজনক ঘটনার সমাধানে—সদর রাস্তায় পা দেয়ার পরে হোমস্ জিজ্ঞাসা করলেন আমাকে। 'বেশ একটা ড্রইং রুমের ম্যাজিক, তিন তাসের ভোজবাজী কি বলো। সবশুদ্ধ তিনজন লোক রয়েছে হাতে। যে তিনজনের মধ্যে একজন করেছে কাজটি—আচ্ছা তুমি তোমার পছন্দটা বলো শুনি। তোমার হিসেবে কোনজন আসল অপরাধী?'

'চারতলার ওই অভদ্র ছোকরাটি। তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ। পুরনো কীর্তিও আছে অনেক। আমার অবশ্য ভারতীয় ছাত্রটিকেও খুবই চতুর বলে মনে হয়েছে। কেন সে ওই রকম অস্থিরভাবে পায়চারী করে চলবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা!'

'বাঃ, তাতে কি এসে যায়—কোনো কিছু মুখস্থ করার সময়ে অনেকেই এরকম করে থাকে।'

'তাছাড়া, আমরা যখন ঘরের মধ্যে ছিলাম, কী রকম ভুরু কুঁচকে তাকাচ্ছিল সারাক্ষণ'—

'তুমিও ওইরকম ভাবে তাকাতে হে। যখন তোমার পরীক্ষা আগামীকাল, তখন অপরিচিত লোকজন ঘরে ঢুকলে বিরক্ত হওয়াটাই স্বাভাবিক—প্রত্যেকটি মূহুর্ত তখন মূল্যবান। না হে,

ওটা এমন কিছু অপরাধের না। পেন্সিল, ছুরি, সবকিছুই সন্তোষজনক। কিন্তু ওই লোকটা আমাকে ধাঁধাঁয় ফেলেছে"—

'কে, কোন লোকটা'—

'কেন, ব্যানিস্টার। অধ্যাপকের চাকরটা। এই রহস্যের ঘটনাতে ওর খেলাটি কি'—

'আমারও লোকটাকে অত্যন্ত সৎ বলেই মনে হয়েছে—'

'আরে ওটাই তো ধাঁধা। আমারও মনে হয়েছে লোকটা সৎ। একজন সত্যিকারের সৎ লোক তাহলে কেন······আরে এই তো একটা স্টেশনারী দোকান রয়েছে, আমাদের গবেষণা তাহলে এখান থেকেই শুরু করা যাক'—

এই শহরে চারটে বড় স্টেশনারী দোকান আছে। প্রত্যেকটি দোকানেই হোমস্ পেন্সিলের ছিলাগুলো দেখিয়ে একই ধরনের পেন্সিল কিনতে চান, এমন কি বেশি পয়সা দিতে রাজি হয়ে যান তিনি। কিন্তু কোন দোকানেই ওই রকম পেন্সিল পাওয়া যায় না। সকলেই জানান যে অর্ডার দিয়ে আনাতে হবে। এরকম পেন্সিল কেউ মজুত রাখে না এখানে। আমার গোয়েন্দা বন্ধুটি তার পেন্সিলের অভিযানে বিফল হওয়াতে একটুও বিচলিত হয়েছেন··· মনে হয় না। শুধুমাত্র স্বভাবসিদ্ধ ভাবে দুচার বার কাঁধ ঝাঁকালেন কেবল।

'না কোনো আশাই নেই ওয়াটসন। এই সূত্রটিই হচ্ছে প্রধান। কিন্তু কোথাও পৌঁছনো গেল না এটা নিয়ে। আমার সন্দেহ হচ্ছে এই সূত্রটা বাদ দিয়ে রহস্যটা ঠিক মতন সাজানো যাবে কি না। আরে নটা বেজে গেছে এর মধ্যে। আমাদের বাড়িউলি সাতটার সময়ে সবুজ মটরের কথা কি যেন বলেছিল। চলো চলো, আর দেরী না। একে তোমার চব্বিশ ঘণ্টার অবিশ্রাম ধূমপান, তারপর আবার যখন তখন খেতে আসা। বুঝলে হে, বাড়ি ছাড়ার নোটিশ পেলে বলে তুমি। আমি তোমার অধঃপতন উপভোগ করব বেশ। অবশ্য তোমার ওই স্নায়ুপীড়িত অধ্যাপক, অমনোযোগী চাকর আর

তিনজন উজ্জ্বল ছাত্রের রহস্য সমাধান করার আগে নিশ্চয় নয়।'

আমরা বাড়ি ফেরার পরে হোমস্‌কে আর রহস্যটি নিয়ে উচ্চবাচ্য করতে দেখলাম না। রাতের খাবার খেতে আমাদের বেশ দেরীই হয়ে গেল। খাবার পরে হোমস্ চুপ করে কি যেন ভাবতে লাগলেন।

পরের দিন সকালে, আটটা নাগাদ হোমস্ আমার ঘরে এসে উপস্থিত হলেন। তাকিয়ে দেখি একেবারে তৈরি হয়েই এসেছেন। আমার তখন সবেমাত্র প্রাতঃকৃত্য সারা হয়েছে।

'কি ওয়াটসন—সেণ্ট লিউকে যাওয়ার সময় হয়েছে, তাই না। প্রাতরাশ বাদ দিয়ে যেতে পারবে তো?'

'নিশ্চয়ই।'

'তাহলে চলা যাক। মিঃ সোয়ামেস্ তো প্রায় উন্মাদ হয়ে গেছেন এতক্ষণে। কোনো সমাধানের সূত্র সঙ্গে নিয়ে না যেতে পারলে অজ্ঞান হয়ে যাবেন ভদ্রলোক।'

'সমাধানের সূত্র পেয়ে গেছ না কি তুমি!'

'মনে তো হয় পেয়েছি'—

'সনাক্ত করে ফেলেছ নাকি এর মধ্যেই'—

'হ্যাঁ, ওয়াটসন, রহস্যটির সমাধান করে ফেলেছি আমি'—

'কিন্তু একরাত্রির মধ্যে নতুন কি সূত্র পেলে তুমি'—

'সাত সকালে ঘুম থেকে উঠে পাঁচ মাইল গিয়ে আবার ফিরে এসেছি এমনি নাকি। দুঘণ্টার কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছে হে। আর তার জলজ্যান্ত প্রমাণ রয়েছে হাতে, এই দেখো'—বলে হাতের মুঠি খুলে দেখালেন, দেখলাম কালো রঙের কাদার তেকোণ ছাঁচ তিনটি।

'আরে—গতকাল তো পাওয়া গিয়েছিল দুটো'—

'আর আজ সকালে পাওয়া গেছে তৃতীয়টা। একটা সহজ কার্যকারণসূত্রে ভাবাটা কি ভুল হবে যে, যেখান থেকে তৃতীয়টা এসেছে, প্রথম আর দ্বিতীয়টাও সেখান থেকেই এসেছিল, তাই না।

সে যাই হোক, তাড়াতাড়ি চলে এসো তুমি—তোমার বন্ধু সোয়ামেসকে অসহ্য যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই দিয়ে আসি চলো।'

আমরা যখন সেণ্ট লিউকে পৌঁছলাম, দুর্ভাগ্যপীড়িত অধ্যাপকটি তখন সত্যিই বেদনাদায়ক ভাবে অস্থির পায়চারী করছিলেন তার ঘরে। আমাদের দেখেই প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন বলা যেতে পারে। আর মাত্র ঘণ্টাখানেক আছে পরীক্ষা শুরুর। আর তখন পর্যন্ত তিনি একটা দোটানা অবস্থার মধ্যে হতভম্ব হয়ে বসে আছেন। দুর্ঘটনার কথাটি সকলকে জানাবেন, না অপরাধীটাকে পরীক্ষায় বসতে দেবেন। মানসিক অস্থিরতা এমন পর্যায়ে উঠে গেছে যে এক মুহূর্তও একজায়গায় দাঁড়াতে পারছেন না তিনি। দুহাত বাড়িয়ে ছুটে এলেন আমাদের দিকে।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ—আপনারা শেষ পর্যন্ত আসতে পেরেছেন। আমি তো ভয় পাচ্ছিলাম এই ভেবে যে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছেন আপনি। এখন বলুন তো কি করব আমি। পরীক্ষা চালু থাকবে কি"—

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, চলুক না পরীক্ষা যেমন চলার কথা ছিল'—উত্তর দিলেন হোমস্।

'কিন্তু ওই হতভাগা চোরটা'···

'না, সে এই পরীক্ষায় উপস্থিত থাকবে না'—

'আপনি তাকে সনাক্ত করে ফেল্লেছেন তাহলে'—

'মনে তো হয়। শুনুন সকলকে যদি ব্যাপারটা না জানাতে চান, তাহলে আমাদের নিজেদের কিছু কিছু ক্ষমতার ব্যবহার করতে হবে। যেমন ধরুন গোপনীয় একটা বিচারসভা বসাতে হবে। রাজী ?

'বেশ, মিঃ সোয়ামেস, আপনি ওই চেয়ারটিতে বসুন। ওয়াটসন তুমি ওই চেয়ারটিতে। আমি এই আর্ম চেয়ারটা ব্যবহার করি, কেমন। এখন যেভাবে আমরা বসে আছি যে কোন অপরাধীর

মনেই ভয় ঢুকে যাবে। কি বলেন, এবার বেলটা বাজান তো মিঃ সোয়ামেস্'—

মিঃ সোয়ামেস্ বেল বাজালেন। ব্যানিস্টার ঘরে ঢুকে আমাদের বসে থাকতে দেখে যেন গুটিয়ে গেল নিজের মধ্যে।

'দরজাটা বন্ধ করুন অনুগ্রহ করে'—হোমস বলে ওঠে—

'বেশ, গতকালের দুর্ঘটনা সম্পর্কে সত্যি কথাটা বলুন তো এবারে'—

হোমসের কথা শুনে মনে হল ব্যানিস্টারের চুলের গোড়া পর্যন্ত ভয়ে সাদা হয়ে গেল।

'আমি তো সব কথাই বলেছি আপনাকে'—

'যা বলেছেন তার বেশি কি কিছুই বলার নেই আর'—

'না, কিছু না।'

'ভালো, তাহলে আপনাকে কিছু বলতে বাধ্য হচ্ছি আমি। শুনুন, গতকাল যখন আপনি অসুস্থ হয়ে চেয়ারটায় বসে পড়লেন, তখন কি কোনো জিনিস লুকানোর জন্যেই আপনি ওই চেয়ারটাতে বসে পড়েছিলেন? ধরুন এমন কোনো জিনিস, যে জিনিসটার ওই ঘরে থাকার কথা নয়'—

'না, কক্ষনো না'—

'এটা আমি এমনিই জিজ্ঞাসা করছি ধরুন না।' হোমস্ কঠিন-স্বরে বলতে থাকেন, 'সত্যি কথা বলতে কি এটার কোনো প্রমাণ আমি দিতে পারব না। কিন্তু সম্ভবতঃ এটা ঘটেছিল—কারণ মিঃ সোয়ামেস্ ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া মাত্র আপনি শোবার ঘরে লুকিয়ে থাকা আগন্তুককে মুক্তি দিয়েছিলেন।'

'না, কোনো লোকই ছিল না ওই ঘরে'—যদিও অস্বীকার করলেন, কিন্তু শুকনো ঠোঁটে বারবার জিভ বোলাচ্ছিলেন তিনি।

'অত্যন্ত দুঃখিত ব্যানিস্টার, আপনি সত্যি কথাই বলছিলেন হয় তো, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি স্পষ্টই আপনি মিথ্যে কথা বলছেন'—

ব্যানিস্টারের মুখ ইতিমধ্যে কঠিন হয়ে উঠেছে। শেষরক্ষা করার চেষ্টায় কঠিনভাবেই বললেন—

'না, কোনো লোকই ছিল না শোবার ঘরে'—

'সত্যি কথাটা বলে ফেলুন ব্যানিস্টার'

'না, মশায়, বারবার বলছি তো ঘরে কেউই ছিল না'—

'তাই যদি হয় তাহলে আপনি আমাদের আর নতুন কিছু খবর দিতে পারছেন না। আপনি এখন এই ঘরেই থাকুন কিছুক্ষণ। শোবার ঘরের দরজার পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকুন। মিঃ সোয়ামেস্ আপনাকে অনুরোধ করব একটা কাজ করতে, দয়া করে উপরতলা থেকে গিলক্রাইস্টকে একটু ডেকে আনবেন'—

বিনা বাক্যব্যয়ে বেরিয়ে গেলেন মিঃ সোয়ামেস্ এবং কয়েক-মুহূর্তের মধ্যেই আবার ফিরে এলেন ঘরে গিলক্রাইস্টকে সঙ্গে নিয়ে। আরো যেন সপ্রতিভ দেখাচ্ছে ছেলেটিকে আজ সকালে, লম্বা, শক্তিশালী চেহারা, চটপটে হাঁটাচলা, আর খুশী খুশী সরল মুখ। কিন্তু তবু মনে হচ্ছিল যে তার নীল চোখের গভীরে অস্বস্তি বর্তমান। ঘরে ঢুকেই দ্রুত সবাইকে দেখে নিল সে। তার চোখ ব্যানিস্টারের উপর গিয়ে আটকে রইল কিছুক্ষণ।

'দরজাটা বন্ধ করে দাও'—গম্ভীর গলায় বলে ওঠেন হোমস্। 'গিলক্রাইস্ট, আমরা এখানে সবাই নিজেদের লোকজন, এখানে যা কথাবার্তা হবে বাইরের কারো জানবার দরকারও নেই। তাই আমরা এখানে খোলামেলা ভাবে কথাবার্তা বলতে পারি। আমি জানতে চাই যে তোমার মতন একজন সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে, তুমি গতকালের মতন একটা জঘন্য ঘটনা ঘটাতে গেলে কেন'—

দুর্ভাগ্যপীড়িত ছাত্রটি এক পা পিছিয়ে যায়, যেন হোমসের কথার ধাক্কা লেগেছে ওর শরীরে। তারপর অনুযোগের দৃষ্টিতে তাকাল ব্যানিস্টারের দিকে।

'না, না, মিঃ গিলক্রাইস্ট, আমি একটা কথাও বলি নি কাউকে।' চীৎকার করে উঠে ভৃত্যটি।

'না, বলেন নি বটে, কিন্তু এখন তো সবই বলে ফেললেন। এখন দেখ হে ছোকরা, ব্যানিস্টারের এই কথার পরে তোমার লুকিয়ে থাকার আর কোন আশা নেই, কি বলো, সোজাসুজি স্বীকারোক্তি করলে বরং কিছুটা সুবিধা হতে পারে।'

এক মুহূর্তের জন্যে গিলক্রাইস্ট কি যেন ভাবতে চেষ্টা করল, দু-হাত বুকে চেপে কান্নার বেগ সামলাতে চেষ্টা করল, তারপর হাঁটু মুড়ে টেবিলটার পাশে বসে দু-হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে উঠল।

'আরে করছটা কি ?' হোমস্ নরম গলায় বলে ওঠে, 'ভুল তো মানুষ মাত্রেই করে থাকে। অন্তত যেভাবে অপরাধটা করেছ তাতে বুদ্ধির পরিচয় নেই কেউ বলতে পারবে না। যথেষ্ট বুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছ তুমি। আচ্ছা সে যাক—এখন বরং আমি মিঃ সোয়ামেস্‌কে পুরো ঘটনাটা কেমনভাবে ঘটেছিল বলে যাচ্ছি—না তোমাকে আমার কথার কোনো উত্তর দিতে হবে না। তুমি শুনে যাও। কোথাও ভুল হল কি না লক্ষ্য রেখো, তোমার প্রতি কোনো অবিচার করেছি কি না দেখো বরং—

'মিঃ সোয়ামেস্, আপনি যখন আমাকে বললেন যে প্রুফের কাগজপত্রগুলো যে আপনার ঘরে আছে সে খবর কারো পক্ষেই এমন কি ব্যানিস্টারের পক্ষেও কাউকে জানানো সম্ভব নয়, সেই মুহূর্ত থেকে রহস্যটি সম্পর্কে আমার চিন্তা দানা বাঁধতে থাকে। ছাপাখানার লোকদের অনায়াসে বাদ দেয়া যেতে পারে। কারণ দেখবার দরকার হলে তারা ছাপাখানায় বসেই তো দেখতে পারত। ভারতীয় ছাত্রটিকে আমি প্রথম থেকেই বাদ দিয়েছিলাম। কারণ সে যখন ঘরে ঢুকেছিল তখন প্রুফের কাগজগুলো গোটানো অবস্থায় ছিল। তাই সেগুলো যে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের প্রুফ সেটা বোঝা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাছাড়া অবিশ্বাস্য রকমের কাকতালিয় ব্যাপার ঘটে গেছে ভেবে লাভ নেই। যেমন ধরুন কিছু না জেনে সাহস করে একজন ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়বে ঠিক তখন যখন প্রুফের কাগজটা খোলা পড়ে রয়েছে ঘরের মধ্যে। সেইসব ভেবে ভারতীয়

ছাত্রটিকে আমি বাদ দিয়ে দিই। ফলে আমি ভাবতে থাকি কে আগন্তুক যেই হোক না কেন সে জানত যে প্রুফটি ঘরের মধ্যে রয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কি করে জানতে পারল সে। ঘরে ঢোকার আগেই আমি জানলাটা খুব ভালো ভাবে লক্ষ্য করি। আপনি তো বেশ মজাই পাচ্ছিলেন ভেবে যে আমি বুঝি ভেবেছি চোর দিনের আলোয় আশেপাশের অসংখ্য লোকজনদের সামনে জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকেছিল—সেরকম সম্ভাবনার কথা ভাবাই হাস্যকর। আসলে আমি সেরকম কিছু ভাবি নি। আমি দেখছিলাম জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে সেণ্টার টেবিলে রাখা কাগজ-পত্র দেখার জন্যে একটা লোককে কতটা লম্বা হতে হবে। আমি নিজে ছ-ফুট লম্বা, তা সত্বেও আমাকে বেশ কসরৎ করেই দেখতে হচ্ছিল ঘরের ভিতরটা। আমার চাইতে ছোটোখাটো কারো পক্ষে তো সম্ভবই না কিছু দেখা। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে ততক্ষণে আমি ভেবেই নিয়েছি যে আপনার তিনজন ছাত্রের মধ্যে সবচাইতে লম্বা যে তার উপরেই নজর রাখাটা দরকারী।

'ঘরে ঢুকে আমিই আপনাকে পরামর্শ দিই যে প্রথমেই সাইড্ টেবিলটা পরীক্ষা করা যাক। সেণ্টার টেবিলটা নিয়ে তেমন ভাবার মতন কিছু ছিল না, যতক্ষণ না আপনি আমাদের জানান যে গিলক্রাইস্ট লং-জ্যাম্প প্রাইজ পাওয়া ছেলে। এই খবরটা পেয়ে জটিলতা অনেক কমে যায়। আমার তখন দরকার ছিল আমার সিদ্ধান্তের সমর্থনে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ। প্রমাণগুলো পেতে অবশ্য খুব একটা দেরি হল না।

'ঘটনাটা ঘটেছিল কী রকম। আমাদের তরুণ ছাত্রটি সারা বিকেল মাঠে লং জাম্প প্র্যাকটিশ করেছিল গতকাল। তারপর তার লং জাম্পের উপযোগী জুতোজোড়া হাতে করেই ফিরে আসে। সবার নিশ্চয় জানা আছে যে ওইরকম জুতোর তলায় স্পাইক দেয়া থাকে। গিলক্রাইস্ট যখন আপনার ঘরের পাশ দিয়ে ফিরছিল তখন সে অত্যধিক লম্বা হওয়ার দরুন টেবিলের উপরে রাখা প্রুফের

কাগজগুলো দেখতে পায় এবং চিনতেও পারে যে ওগুলো প্রুফের কাগজ। সেপর্যন্ত অবশ্য ক্ষতির কোনো সম্ভাবনা তৈরি হয় নি। যদি না আপনার ভৃত্যটির অসাবধানতার দরুন দরজায় লাগানো চাবিটা না সে দেখতে পেত। ওই দেখাটাই হল কাল। হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় ঘরের মধ্যে ঢুকে ওগুলো সত্যি সত্যি প্রুফ কি না দেখতে চায় সে। সেটা খুব বিপজ্জনক ঝুঁকি নয়, কারণ ধরা পড়লে সব সময়েই সে বলতে পারত যে পরীক্ষা সংক্রান্ত কিছু জিজ্ঞাসা করতেই এসেছিল সে।

'ঘরে ঢুকে যখন সে দেখতে পেল যে কাগজগুলো সত্যি সত্যি প্রশ্নপত্রের প্রুফ, ও আর লোভ সামলাতে পারল না। টেবিলের উপরে জুতোজোড়াটা নামিয়ে রেখেছিল সে। আচ্ছা জানলার কাছে চেয়ারটায় কি রেখেছিলে তুমি'—

'একজোড়া গ্লাভস্'—

হোমস্ জয়ের আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ব্যানিস্টারের দিকে দৃষ্টি ফিরালেন একবার।

'হ্যাঁ, সে গ্লাভস্ জোড়া রেখেছিল চেয়ারের উপরে। তারপর প্রুফের কাগজ একটার পরে একটা হাতে নিয়ে কপি করতে শুরু করে। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে কাজ করছিল সে এই আশায় যে অধ্যাপকমশাই সদর দরজা দিয়েই ফিরবেন। কিন্তু অধ্যাপক ফিরে আসেন পাশের দরজা দিয়ে। গিলক্রাইস্ট যখন বুঝতে পারে তখন মিঃ সোয়ামেস একেবারে ঘরের দরজা পর্যন্ত চলে এসেছেন। ওই অবস্থায় পালিয়ে যাওয়ার কোনো পথই খোলা নেই তখন। গ্লাভস্-এর কথা ভুলে যায় সে তাড়াতাড়িতে। কিন্তু জুতোজোড়া হাতে নিয়ে শোবার ঘরে লুকিয়ে পড়ে সে। নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন আপনারা যে টেবিলের লাল চামড়াটা কাটা ছিল। কাটার দিক-নির্দেশটি ছিল শোবার ঘরের দিকটাতে। এই কাটাটা ঠিকমতন বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে জুতোজোড়াটা টেবিলের উপর দিয়ে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। স্পাইকের টানায় চামড়াটা

কেটে গিয়েছে। আসামী লুকিয়ে ছিল তাহলে শোবার ঘরটিতে। ইতিমধ্যে হ্যাঁচকা টানের ফলে স্পাইকের তলা থেকে কাদার ডেলা একটা পড়েছিল টেবিলের উপরে অন্য আর একটা শোবার ঘরের মেঝেতে।

'আমি আজ সকালে মাঠে গিয়েছিলাম। দৌড়বার জায়গাটা পরীক্ষা করতে। দেখলাম সারা মাঠ জুড়ে কালো নরম মাটি ফেলা হয়েছে। লং জাম্প প্র্যাকটিশ্ করার জায়গায় কাঠের গুঁড়ো ছড়ানো রয়েছে, পাছে লাফানোর সময়ে কেউ পিছল শক্ত মাটিতে ছিটকে না পড়ে। ফেরার সময়ে কালো নরম মাটি আর কাঠের গুঁড়ো একটু নিয়ে এলাম মিলিয়ে দেখার জন্যে। ঠিক ঠিক বলছি তো গিলক্রাইস্ট'—

ছাত্রটি শিরদাঁড়া টানটান করে উঠে বসে—

'হ্যাঁ, হুবহু যা ঘটেছিল'—উত্তর দিল সে।

'কী সাংঘাতিক। এছাড়া কি তোমার আর কিছুই বলার নেই।' চীৎকার করে ওঠেন মিঃ সোয়ামেস।

'আছে স্যার। শুধু এইরকম অসম্মানজনকভাবে ধরা পড়ে যাওয়ার ফলে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম আমি। এই যে একটা চিঠি, আপনাকেই লেখা মিঃ সোয়ামেস। সারারাত অস্থিরভাবে জেগে কাটিয়ে আজ ভোরেই চিঠিটা লিখে রেখেছিলাম আমি। চিঠিটা আমি ধরা পড়ে যাবার অনেক আগেই লিখেছি। তখন জানতামই না যে আদৌ ধরা পড়ে যাব। এই নিন চিঠিটা আমি লিখেছি—'আমি ঠিক করেছি আগামীকালের পরীক্ষায় বসব না। রোডেশিয়ার পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে একটা চাকরি পেয়েছি আমি। আমাকে এক্ষুনি তাই দক্ষিণ আফ্রিকায় রওনা হতে হবে'—

'সত্যি সত্যিই, অত্যন্ত খুশী হয়েছি আমি দেখে যে অসৎ কাজ থেকে ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করছ না তুমি। কিন্তু হঠাৎ এইরকমভাবে সিদ্ধান্ত বদলের কারণটা কি'—প্রশ্ন করেন সোয়ামেস।

গিলক্রাইস্ট হাত তুলে ব্যানিস্টারকে দেখায়—

'তাহলে, ব্যানিস্টার' হোমস্ বলে ওঠেন—'আমি এতক্ষণ যা বলেছি তা থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে একমাত্র আপনার পক্ষেই সম্ভব ছিল গিলক্রাইস্টকে তার লুকোনো জায়গা থেকে মুক্তি দেয়ার—কারণ অধ্যাপক বেরিয়ে যাবার পরে আপনিই একমাত্র যিনি ঘরে ছিলেন, আর বাইরে যাওয়ার সময়ে তালা লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এই জানলা দিয়ে ওর পালিয়ে যাওয়ার কথা চিন্তা করাই বাতুলতা। তাহলে এই রহস্যের শেষ জটটা পরিষ্কার করে দেবেন না কি আপনি। বলুন তো এইরকম ব্যাপারটা কেন করেছিলেন।'

'ব্যাপারটা খুবই সহজ হত যদি আপনি আমার পুরনো দিনের ঘটনা জানতেন। কি করেই বা জানবেন সেইসব। এই তরুণ ছাত্রটির বাবা স্যার জাবেজ গিলক্রাইস্টের ভৃত্য ছিলাম আমি একটা সময়ে। যখন তিনি রেস খেলায় সর্বস্বান্ত হয়ে যান তখন আমি এই কলেজে চাকরি নিয়ে আসি। কিন্তু আমি কোনোদিন তাকে ভুলতে পারি নি। কারণ আজ তিনি কবরে বিশ্রাম নিচ্ছেন। পুরনো দিনের কথা মনে রেখে আমি তার ছেলের দিকে সবসময় নজর রাখতাম। গতকাল মিঃ সোয়ামেস-এর ডাক শুনে ঘরে ঢুকেই প্রথম যে জিনিসটার দিকে আমার নজর পড়েছিল সেটা হচ্ছে গিলক্রাইস্টের গ্লাভস্ জোড়া, চেয়ারের উপরে পড়ে আছে। আমি ওর গ্লাভস্ জোড়া খুব ভালো চিনি। ফলে ঘটনাটা যে কি ঘটেছে বুঝতে আমার দেরি হয় নি। মিঃ সোয়ামেস যদি দেখে ফেলেন তো সব ধরা পড়ে যাবে। আমি তখন চেয়ারটার উপরে বসে পড়লাম। চেপে বসেই থাকলাম যতক্ষণ না মিঃ সোয়ামেস আপনার খোঁজে ছুটে বেরিয়ে গেলেন। মিঃ সোয়ামেস বেরিয়ে যাওয়ার পরে শোবার ঘর থেকে গুটি গুটি বেরিয়ে এল গিলক্রাইস্ট। যাকে ছেলেবেলায় কত কোলে পিঠে করে ঘুরেছি আমি। গিলক্রাইস্ট সব ঘটনাটা অকপটে স্বীকার করল আমার কাছে।……

এটাই তো স্বাভাবিক মিঃ হোমস্ যে আমি ওকে বিপদ থেকে রক্ষা করব। আর সঙ্গে সঙ্গে ওর মৃত পিতার মতন শাসনও করব। আমি ওকে বুঝিয়ে দিলাম যে এরকম অন্যায় কাজ থেকে কারো ভালো হয় না। আপনি কি আমাকে এখনও দোষী ভাববেন মিঃ হোমস্।'

'না—কখনই না'—গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন মিঃ শার্লক হোমস্। তারপর এক লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। 'তাহলে মিঃ সোয়ামেস, আমার তো মনে হয় আপনার ছোট্ট সমস্যাটির সমাধান ভালোই হল। সকালের খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে আমাদের—চলো হে ওয়াটসন। গিলক্রাইস্ট, আশা করব রোডেশিয়াতে তোমার জন্যে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করে আছে। একবার পতন হয়েছে বটে তোমার, এবার দেখা যাবে ভবিষ্যতে কতটা উঁচুতে উঠে যাও তুমি।'

মুক্তোর নেকলেশ

ডরোথি সয়ার্স

স্যার সেপ্টিমাস শেল সারা বছরে মাত্র একবারই তার ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ পেয়ে থাকেন। বছরে একবার। তিনি তাঁর সৌখীন কেতাদুরস্ত গৃহিণীর যাবতীয় আব্দার মেনে নিতে আপত্তি করেন না কোনোদিন। লোহার তৈরি বিদঘুটে আকারের আসবাবপত্র কেনা (অবশ্যই গৃহিণীর দারুন পছন্দ), যুগোত্তীর্ণ (?) চিত্রশিল্পীর ছবি কেনা, ছন্দ ব্যাকরণহীন কবিতার বই কেনা ইত্যাদি সব তাতেই তিনি নির্দ্বিধায় সায় দিয়ে থাকেন, যখন-তখন ককটেল পার্টির আয়োজন করা, এমন কি গৃহিণীর পছন্দ বলে জাঁকজমকপূর্ণ পোষাকে নিজেকে সজ্জিত করা, সব ব্যাপারেই। কিন্তু একটা ব্যাপারে তিনি কারো কোনো মন্তব্যের ধারই ধারেন না, সেটা হচ্ছে বাৎসরিক ক্রিস্টমাস অনুষ্ঠান। একেবারে সাবেকী প্রথায় এই উৎসবটি পালন করেন তিনি।

বড় সরল প্রকৃতির মজার লোক স্যার শেল। তিনি প্লাম পুডিং খেতে ভালোবাসেন। ছোটো ছোটো মজার কথা বলে হাসিঠাট্টা করতে ভালোবাসেন, সবচেয়ে বড় কথা তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন যে অন্য লোকেরা যাই বলুক না কেন বাইরে, ভিতরে ভিতরে সবাই এগুলো ভালোবাসে ঠিকই।

ক্রিস্টমাসের আগেই তিনি সপরিবারে তার এসেক্স অঞ্চলের জমিদারীতে পৌঁছে যান। চাকর-বাকরদের হাঁকডাকে তটস্থ করে সারা বাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করান। ক্রিস্টমাসের জন্য পবিত্র লতাপাতা, গাছ দিয়ে সারা বাড়ি সাজিয়ে ফেলা হয়। লোহার সাইড বোর্ডগুলো ভর্তি করে রাখেন নানারকমের সুস্বাদু খাবারে,

ফোর্টনাস অ্যাণ্ড ম্যাসন কোম্পানি থেকে সবই স্পেশাল অর্ডার দিয়ে তৈরি। ওয়ালনাট খাটের মাথায় মোজা ইত্যাদি ছড়িয়ে রাখেন। উৎসবের দিনগুলোতে প্রাসাদের বৈদ্যুতিক আয়োজন সরিয়ে ফেলা হয়, পরিবর্তে ঘরে কাঠের আগুনের বন্দোবস্ত করা হয়ে থাকে। সব কিছু পছন্দ মতন হয়ে যাবার পরে তিনি তার বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজনদের ক্রিস্টমাস উৎসবে নিমন্ত্রণ করে ডেকে আনেন। ঘরের কাঠের আগুনের পাশে গোল হয়ে বসে ডিকেন্সিয় সাহিত্য ইত্যাদি নিয়ে আদর্শগত ব্যাপার যতটা পারেন গলাধঃকরণ করিয়ে ছাড়েন। ক্রিস্টমাস ডিনারের পরে উপস্থিত সকলকে বহু পুরনো কয়েকটি খেলা খেলতে হয়, যেমন—'জন্তু, উদ্ভিদ, পদার্থ' (এটা অনুমান করার খেলা), 'পা টেনে টেনে' চলার খেলা কিংবা 'শব্দের পরে শব্দের' খেলা। এগুলো সবই ড্রইংরুমে বসেই খেলা হয়। সবশেষে সারা বাড়ি জুড়ে 'লুকোচুরি' খেলা। যেহেতু স্যার সেপ্টিমাস খুবই অভিজাত এবং ধনী ব্যক্তি সেহেতু তার অতিথি সজ্জনেরা সবাই তার পছন্দ মতন ব্যবস্থা মেনে চলেন নির্দ্বিধায়। হয় তো কারো কারো খারাপ লাগে। কিন্তু খারাপ লাগলেও কোনোদিনই প্রতিবাদ করতে শোনা যায় নি কাউকেই এযাবৎ।

স্যার সেপ্টিমাস এইসব ব্যবস্থা বন্দোবস্ত করা ছাড়াও ক্রিস্টমাস উৎসবের আর একটা অবশ্য কর্তব্য পালন করে থাকেন। সেটি হচ্ছে প্রতি বছর ক্রিস্টমাসের সময় মেয়ে মার্গারেটকে একটি মুক্তো উপহার দেন। মার্গারেটের জন্মদিন ক্রিস্টমাসের দিনটিতেই, ফলে তার এই উপহারের আয়োজন। যখনকার গল্প বলছি তখন পর্যন্ত মার্গারেটের মুক্তোর সংখ্যা হয়েছে কুড়ি। অনেক লোকই এই কুড়িটি মুক্তোর দুর্লভ সংগ্রহ আগ্রহভরে দেখতে আসেন। মুক্তোগুলো খুব বড় নয়। এক-একটি ছোটো স্বাস্থ্যবান মটরদানার মতন হবে কিন্তু অর্থ নৈতিক মূল্য খুবই দামী। মুক্তোগুলো নানা-রকমের উজ্জ্বল রঙের, নিখুঁৎ চুলের সঙ্গে মানানসই করে কাটা। আজকের ক্রিস্টমাস উৎসবে স্যার সেপ্টিমাস একুশতম মুক্তোটি

উপহার দেবেন মেয়েকে, সেই কারণে যথারীতি একটা বিশেষ উৎসরের আয়োজন করা হয়েছে। নাচের বন্দোবস্ত হয়েছে, হয়েছে দুটো-চারটে বক্তৃতার ব্যবস্থাও। বাইরের লোকজন প্রায় নেই বললেই চলে। উপস্থিত আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যেই আজকের উৎসব সীমাবদ্ধ। চিকেন রোস্ট, ভিক্টোরিয়ান যুগের ছেলেমানুষী খেলাধূলার মধ্যেই আজকের উৎসব চলবে। আজ প্রাসাদে সবসুদ্ধ এগারোজন অতিথি উপস্থিত। স্যার সেপ্টিমাস, লেডি শেল আর তাদের মেয়ে মার্গারেট ছাড়া এই এগারোজনের প্রায় প্রত্যেকেই কোনো না কোনো ভাবে শেল পরিবারের আত্মীয়। জন শেল, ওঁদের সম্পর্কে ভাই, তাঁর স্ত্রী আর এক ছেলে এক মেয়ে, বেটি আর হেনরী। বেটির প্রেমিক অসওয়াল্ড ট্রু গুড, একজন তরুণ, পার্লামেণ্টে নির্বাচিত হওয়ার উচ্চাশা রয়েছে তাঁর। জর্জ কমফ্রে, লেডি শেলের সম্পর্কে ভাই, বছর তিরিশ বয়স, এই শহরে সবাই তাঁকে চেনেন, ল্যাভিনিয়া প্রেসকট্, জর্জের খাতিরে তিনি আজ নিমন্ত্রিত। জয়েস ট্রিভেট, হেনরী শেল-এর খাতিরে নিমন্ত্রিত। রিচার্ড আর বেরিল ডেনিসন, লেডি শেল-এর দূর সম্পর্কে আত্মীয়। এই রিচার্ড আর বেরিল ডেনিসন খুবই সচ্ছল অবস্থায় জীবনযাপন করেন কিন্তু তাদের রোজগারটা যে কোথা থেকে হয় সেটা প্রায় কেউই জানে না। লর্ড পিটার উইম্‌সে, মার্গারেটের সঙ্গে তাঁর একটা সম্পর্কের আগ্রহে নিমন্ত্রিত। এছাড়া উইলিয়াম নরগেট, স্যার সেপ্টিমাসের ব্যক্তিগত সচিব আর মিস্ উমকিন্‌স্, লেডি শেলের ব্যক্তিগত সচিব, এরা তো রয়েছেনই। এই দুজন ছাড়া ক্রিস্টমাস উৎসব সুষ্ঠুভাবে হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ

ডিনার শেষ হয়েছে—স্যুপ, মাছ, চিকেন, বীফ রোস্ট, প্লাম পুডিং, ফল, বাদাম, পাঁচ রকমের মদ ইত্যাদির বন্যা শেষ হল। ডিনার টেবিলের মাথায় স্যার সেপ্টিমাস এবং লেডি শেল। স্যার সেপ্টিমাসকে খুবই আত্মতৃপ্ত এবং খুশী দেখাচ্ছে, বদলে লেডি শেল যেন বা কিছুটা চাপা বিদ্রুপে জীবন্ত, এবং হরিণীর মতন কৃশ সুন্দরী মার্গারেট, গলায় ঝুলছে একুশটি মুক্তো দিয়ে তৈরি মালা, বিচিত্র

রঙে আভিজাত্যে জ্বলজ্বল করছে মালাটি। অনেকটা সময় নিয়ে খাওয়ার পরে সবাই যখন একটু গড়িয়ে নেয়ার জন্য ব্যাকুল তখন তাদের যথারীতি ড্রইংরুমে নিয়ে যাওয়া হল। মিস্ টমকিনস বসলেন পিয়ানোতে, খেলা শুরু হল—'মিউজিক্যাল চেয়ার', 'হাণ্ট দি শ্লীপার', মিস টমকিনস যোগালেন শ্লীপার, এবং 'ডাম্ব ক্রাম্বো' (পোশাক যোগালেন মিস্ টমকিনস্ এবং উইলিয়ম নরগেট)। এই ড্রইংরুমটার একধারে একটা ড্রেসিংরুম রয়েছে। সাজপোশাকের যাবতীয় সরঞ্জাম আছে সেখানে। বড় ড্রইংরুমে যেখানে অতিথিরা অ্যালুমিনিয়মের চেয়ারে বসে আছেন, সেই ড্রইংরুমের একধারে ভাঁজ করা পার্টিশন দিয়ে আলাদা করা। অতিথিরা কেউ বসে আছেন চেয়ারে, কেউ বা পা টেনে পা টেনে চলছেন কালো চকচকে আয়নার মতন মেঝেতে, যার উপরে তামার সিলিঙে ঝোলানো বাতি থেকে শতসূর্যের আলো ঠিকরে পড়েছে।

অতিথিরা সবাই খুব ক্লান্ত। উইলিয়ম নরগেটই প্রথম অতিথিদের অবস্থা বিবেচনা করে লেডি শেলকে অনুরোধ করলেন শারীরিক পরিশ্রম বাদ দিয়ে শান্ত ভাবে বসে থাকা যায় এমন কোনো খেলার আয়োজন করতে। লেডি শেল তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেলেন। ব্রীজ খেলার কথা উঠল। কিন্তু শোনামাত্র স্যার সেপ্টিমাস্ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাসির সঙ্গে উড়িয়ে দিলেন প্রস্তাবটি।

'ব্রীজ, সে কি—প্রাণের সাধে সারা জীবন খেলো বাপু তোমরা, আজ ক্রিস্টমাস উৎসব—সবাই একসাথে খেলতে পারি এমন খেলার ব্যবস্থা করাই উচিত, আচ্ছা—'জন্তু-উদ্ভিদ-পদার্থ' খেলা খেললে কেমন হয়?'

স্যার সেপ্টিমাস্ গভীর বুদ্ধির খেলা পছন্দ করেন। তিনি অদ্ভুত সব শব্দ বলতে থাকেন যার একাধিক অন্তর্নিহিত অর্থ রয়েছে। কিছুক্ষণ পরে স্বভাবতই বোঝা যায় যে এই খেলাটা আসলে উৎসবেরই অঙ্গ হিসেবে পূর্বনির্ধারিত। এটা বোঝা মাত্র সকলেই খেলাটিতে বেশি মাত্রায় জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। স্যার

সেপ্টিমাস্ বাইরে গিয়ে খেলাটি সম্পর্কে প্রাথমিক ব্যবস্থা করে আসার জন্যে উঠে পড়েন।

অনেক জিনিস নিয়েই খেলাটি অতঃপর চলতে থাকে। মিস্ টমকিনস্-এর মায়ের ছবিটি নিয়ে,একটি গ্রামোফোনের রেকর্ড নিয়ে। (রেকর্ডটি 'আমি সুখী হতে চাই', অনেক বৈজ্ঞানিক গবেষণা করে এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা বেছে মিঃউইলিয়ম নরগেটের সংগ্রহ), বাগানের এককোণে রাখা ছোটো কৃত্রিম ঝরণার মধ্যে যে পাথরের টুকরোগুলো আছে সেগুলো নিয়ে, নতুন আবিষ্কৃত গ্রহ প্লুটোকে নিয়ে, মিসেস্ ডেনিসন পরিহিত স্কার্ফটি নিয়ে (খুবই বিভ্রান্তিকর, কারণ স্কার্ফটি সিল্কের নয়, হলে জন্তু হত। আবার কৃত্রিম সিল্ক নয়, হলে উদ্ভিত হল, স্কার্ফটাতে কাঁচের গুঁড়ো রয়েছে তাই মিনারেল হবে, খুবই বুদ্ধি খরচ করার মতন বিষয় সন্দেহ নেই), প্রধানমন্ত্রীর বেতারভাষণ কেউ অনুমানই করতে পারল না, ফলে সকলের ভোটে বাতিল হয়ে গেল বিষয়টি কারণ বোঝা গেল না জিনিসটা জন্তু না বায়বীয় কিছু। তখন ঠিক হল ওরা আর মাত্র একটি অনুমানের বিষয় নিয়ে খেলার পরে 'লুকোচুরি' খেলা শুরু করবে। ইতিমধ্যে যতক্ষণ অন্যান্য অতিথিরা ড্রইংরুমে বসে বিষয়-নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করছিল ততক্ষণ অসওয়াল্ড ট্রুগুড ড্রেসিংরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। হঠাৎ স্যার সেপ্টিমাস মেয়ের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন—

'আরে মার্জি, তোমার নেকলেসটা কি করলে ?'

'খুলে রেখেছি বাবা, "ডাম্ব ক্রাম্বো" খেলতে গিয়ে ভেঙে যাবে সেই ভয়ে—ওই তো ওই টেবিলটায় উপরেই রয়েছে তো—না, নেই তো। সে কি ! মা তুমি নিয়ে রেখেছ নাকি ?'

'না তো। দেখতে পেলে তুলে রাখতাম নিশ্চয়ই। মার্জি, তুমি খুবই অসাবধান হয়ে উঠছ।'

'বাবা, তুমি লুকিয়েছ তাহলে। মজা করছো আমাকে নিয়ে— তাই না বাবা'—

স্যার সেপ্টিমাস জোর গলায় প্রতিবাদ করলেন। অবস্থা বুঝে সবাই খুঁজতে শুরু করে। ঘরটাতে এমন কিছু আসবাব-পত্র নেই যে নেকলেসটা হারিয়ে যেতে পারে—মিনিট দশেকের মধ্যে সবাই মিলে ঘরটার আগাপাসতলা তছনছ করে ফেলে। নেকলেসটা নেই। সবাই হতভম্ব হয়ে পড়ে। নেকলেসটা যে টেবিলে রেখেছিল মার্গারেট সেই টেবিলটার সবচেয়ে কাছে বসে ছিলেন রিচার্ড ডেনিসন। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে রিচার্ড অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করে।

'কি বিদঘুটে ব্যাপার রে বাবা' উইম্‌সের দিকে লক্ষ্য করে বলে ওঠে সে।

ঠিক এই সময়ে অসওয়াল্ড ট্রুগুড ড্রেসিং রুমের দরজা খুলে মুখ বাড়ান বাইরে। ড্রেসিং রুমের দরজায় দাঁড়িয়েই খোঁজ করেন অতিথিরা বিষয় নির্বাচন করে উঠতে পারল কিনা ইতিমধ্যে। ট্রুগুডের দিকে তাকাতেই সকলের নজর পড়ল ওই ছোটো ড্রেসিং রুমের দিকে—মার্গারেট নিশ্চয়ই ভুল করেছে। সে ড্রেসিং রুমেই খুলে রেখেছিল নেকলেসটা। জামাকাপড়ের স্তূপে ওটা নিশ্চয়ই লুকিয়ে গেছে। মনে হওয়া মাত্র সবাই ড্রেসিং রুমের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সব কিছু তুলে নেড়ে, দেখা হল। না, কিছু নেই। ব্যাপারটা খুবই ঘোরালো হয়ে দাঁড়ায় এবার। আধঘণ্টা পরে স্পষ্টই বোঝা যায় যে নেকলেসটা অন্তত ঘরের মধ্যে নেই।

'নেকলেসটা এই দুটো ঘরের কোনো একটাতে নিশ্চয়ই আছে।' উইমসে সবাইকে আশ্বস্ত করতে চায়—'পিছনের ড্রেসিং রুমের কোনো দরজা নেই। আর সামনের দিক দিয়ে কাউকে যেতে হলে আমাদের নজরে পড়তই। অবশ্য জানলা দিয়ে যদি……'

—অসম্ভব। সবকটি জানলাতেই ভারি লোহার ফ্রেম আটকানো। ওই লোহার ফ্রেমের যে কোনো একটা নীচে নামাতে দুজন চাকরের দরকার হবে। না সেটা সম্ভব না। মুক্তোগুলো জানলা গলে অদৃশ্য হতে পারে না। অবশ্য নেকলেসটা আদৌ

ঘরের বাইরে চলে গেছে এটা ভাবাই কঠিন মনে হচ্ছে উপস্থিত সকলের কাছে—কারণ—কারণ—এবারেও উইলিয়ম নরগেট যিনি সবসময়েই দক্ষতার প্রমাণে প্রস্তুত, ঠাণ্ডা মাথায় সাহসের সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতিটি মোকাবিলা করার প্রয়াস পান—

'স্যার সেপ্টিমাস, আমার মনে হয় উপস্থিত সকলের মনেই স্বস্তি আসবে, যদি আমরা প্রত্যেকই প্রত্যেককে খানাতল্লাসী করি।'

শোনা মাত্র স্যার সেপ্টিমাস চমকে ওঠেন। কিন্তু অতিথিরা এতক্ষণে একটা করার মতন কাজ হাতে পায়। ফলে সবাই হৈ হৈ করে রাজী হয়ে যায়। বাইরের দরজাটা বন্ধ করে দেয়া হল। সকলকে খানাতল্লাসী করা হবে। ছেলেদের বাইরের দিকে, মেয়েদের ভিতরের দিকে ছোটো ঘরে।

খানাতল্লাসীও শেষ হল। কিছুই পাওয়া গেল না। শুধু পুরুষ কিংবা মহিলারা সবাই যে কি সব অদ্ভুত জিনিসপত্র সঙ্গে রাখেন তার কতকগুলো বিস্ময়কর নিদর্শন ছাড়া। খুবই স্বাভাবিক লর্ড পিটার উইমসের পকেটে পাওয়া গেল একটা ফরসেপ, পকেট লেন্স একটা, ভাঁজ করা ফুটরুল। এগুলো লর্ড পিটার উইমসের পকেটে পাওয়া যেতে পারে, কারণ লর্ড পিটার তো একজন শার্লক হোমস নিজে। কিন্তু অসওয়াল্ড ট্রু গুডের পকেটে পাওয়া কাগজে মোড়া লিভারের অসুখের ট্যাবলেট। কিংবা হেনরী শেল-এর পকেটে **'The Odes of Horace'** নামে বইটা পাওয়া খুবই অপ্রত্যাশিত। জন শেলের ড্রেসিং স্যুটের পকেটে পাওয়া গেল লাল রঙের শিলিং ওয়াক্স এক টুকরো, কুৎসিৎ দর্শন একটা ম্যাসকট আর পাঁচ শিলিং একটা। জর্জ কমফ্রের পকেটে রয়েছে ভাঁজ করা কাঁচি একটা। তিন টুকরো চিনির ডেলা যেমন রেস্তোঁরাতে কিংবা ডাইনিং কারে দিয়ে থাকে। যথেষ্ট প্রমাণ অস্বাভাবিক ধরনের ক্লিপ্টোম্যানিয়ার, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নরগেটের পকেটে যখন পাওয়া গেল এক রিল সাদা তুলো, তিনটি ছোটো ছোটো সুতোর টুকরো, বারোটা সেফটি পিন একটা পিচবোর্ড আটকানো, তখন সবাই

সত্যিই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিল, তারপর হঠাৎ সকলের মনে পড়ল যে আসলে ক্রিস্টমাসের যাবতীয় সাজ সরঞ্জাম, সাজানো গোছানো সবই নরগেটকেই করতে হয়েছে। রিচার্ড ডেনিসনের সম্পত্তি দেখে অত্যন্ত মজা পেল সবাই। এক টুকরো আলু, মেয়েদের গার্টার একটা, একটা পাউডার পাফ্, প্রচণ্ড গোলমালের মধ্যে রিচার্ড ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলেন যে কঠিন রিউম্যাটিসম্ ওষুধ ওই আলুর টুকরো, যে অসুখে রিচার্ড হঠাৎ হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে থাকেন। অন্যদিকে মেয়েদের কাছে আরো অস্বাভাবিক সব জিনিসপত্র পাওয়া গেল। হাত দেখার ছোটো পকেট বই, অদৃশ্য হেয়ার পিন তিনটি, একটি বাচ্চার ছবি (মিস্ টমকিনস্), গোপন খোপ-ওয়ালা চাইনিজ সিগারেট কেস (বেরিল ডেনিসন), একটা গোপন চিঠি, মোজা সারাইয়ের সরঞ্জাম (ল্যাভিনিয়া প্রেসকট) একজোড়া ভুরু আঁকার পেন্সিল, মাথাব্যথার ওষুধ, সাদা পাউডারের প্যাকেট একটা (বেটি শেল)। জয়েস ট্রিভট-এর হাতব্যাগ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল একগুচ্ছ মুক্তো। সবাই হৈ চৈ করে উঠেই থেমে গেল কারণ পরক্ষণেই সকলের মনে পড়ল যে খাবার টেবিলে রুটির ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়েছিল মুক্তোগুলো আর সেগুলো ছিল সবকটাই কৃত্রিম। সব মিলিয়ে খানাতল্লাসী করার উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে গেল। অসময়ে জামাকাপড় পরা ছাড়ার হাঙ্গামাই হল শুধু।

সেই সময়ে পুরো ঘটনাটায় তিতিবিরক্ত হয়ে কেউ বুঝি বা আমতা আমতা করে বলে উঠল—'পুলিস'—শোনামাত্র স্যার সেপ্টিমাস কুঁকড়ে গেলেন। অত্যন্ত বিরক্তির ব্যাপার। না, কোনো অবস্থাতেই তিনি পুলিস ডাকতে রাজী নন। মুক্তোগুলো এখানেই কোথাও আছে নিশ্চয়ই। ঘরগুলো আবার ভালো করে খোঁজা দরকার। লর্ড পিটার তো তাঁর গোয়েন্দাগিরির অভিজ্ঞতা থেকে এই রহস্যময় অন্তর্ধানের ব্যাপারে কিছু সাহায্য করতে পারেন না।

'এটা তো কর্তব্যই বলতে গেলে'—লর্ড পিটার উত্তর দিলেন।

'কিন্তু যদি কেউ, অর্থাৎ, আমি আসলে বলতে চাই, আমার উপরে কারো সন্দেহ নেই তো'—

লেডি শেল ব্যক্তিত্বের সঙ্গে বাধা দেন—

'আমরা মনে করছি না এখানে উপস্থিত কাউকেই সন্দেহ করা যায়। যদি করিও আপনাকে অন্তত নয়। তার কারণ অপরাধ সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা এত বেশি যে এই ধরনের কোনো অপরাধ অন্তত আপনি করবেন না কখনোই'—

'ঠিক আছে তাহলে'—উইমসে বলেন, 'কিন্তু আমরা সবাই মিলে যেভাবে সারা জায়গাটা খুঁজছি'—বলে দুকাঁধ ঝাঁকালেন তিনি।

'হ্যাঁ, আদৌ কোনো সূত্র পাবেন কি না আমার সন্দেহ আছে—হয় তো আমাদের খোঁজায় কিছু ত্রুটি ছিল।' মার্গারেট বলে ওঠে।

উইমসে মাথা নাড়েন।

'তাহলে আমি চেষ্টা শুরু করি একবার। আপনারা সবাই ড্রইংরুমের চেয়ারে গিয়ে অপেক্ষা করুন। শুধু আপনাদের মধ্যে একজন থাকুন আমার সঙ্গে। আমি যা কিছুই করি না কেন একজন সাক্ষী রেখেই করতে চাই। স্যার সেপ্টিমাস, আপনি থাকুন আমার সঙ্গে।'

উইমসে সবাইকে চেয়ারে বসিয়ে রেখে, স্যার সেপ্টিমাসকে সঙ্গে নিয়ে ধীরে সুস্থে দুটো ঘরে ঘুরতে শুরু করেন। সমস্ত জায়গা পুংখানুপুংখ ভাবে অনুসন্ধান করতে থাকেন। শিলিং-এর পালিস থেকে আরম্ভ করে হামাগুড়ি দিয়ে মেঝের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত। যখন উইমসে অবাক হওয়ার মতন মুখ করেন তখন স্যার সেপ্টিমাস অবাক হন, যখন উইমসে হামাগুড়ি দেন স্যার সেপ্টিমাসও হামাগুড়ি দেন। ওঁদের দুজনকে ওইভাবে হঠাৎ দেখলে মনে হতে পারে যে একজন বুঝি তার বিলাসী কুকুরকে নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছেন। সৌভাগ্যবশতঃ লেডি শেল-এর

আসবাবপত্রের সংগ্রহ ওঁদের অনুসন্ধানের কাজ সহজ করে দিয়েছিল। তিনি ঘর দুটো এমন হাল্কাভাবে সাজিয়েছেন যে তেমন ধরনের ফাঁক ফোকর নেই বললেই চলে।

বাইরের ড্রইংরুম থেকে ওঁরা অতঃপর ভিতরের ড্রেসিং রুমে এসে পৌঁছন। উইমসে ড্রেসিং রুমের প্রত্যেকটি জামাকাপড় আলাদা আলাদা করে খুলে ছড়িয়ে পরীক্ষা করেন। হঠাৎ উইমসে ছোটো পায়াওয়ালা স্টীল কেবিনেটের তলায় হামাগুড়ি দিয়ে কি যেন খুঁজতে থাকেন। কিছু যেন দেখেছেন মনে হয়েছে তাঁর ওটার তলায়। সার্টের লম্বা হাতা গুটিয়ে তিনি হাত বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করেন জিনিসটা, মেঝেতে সটান শুয়ে পড়েন, না পেরে পায়ের পাতায় ধাক্কা দিয়ে আরো ভেতরে হাত চালিয়ে দিতে চেষ্টা করেন, তাও সম্ভবতঃ জিনিসটা ধরতে পারেন না তিনি, তাই পকেট থেকে ভাঁজ করা কাঠের রুলটা খুলে সেটা দিয়ে বাইরে টেনে আনতে চেষ্টা করেন জিনিসটা। এবারে সফল হন তিনি। জিনিসটা বাইরে টেনে এনে হাতে তুলে নেন।

অত্যন্ত অবহেলা করার মতন জিনিসটা। একটা ছোটো আলপিন। সাধারণ আলপিন না। বোর্ডের উপরে মথ গেঁথে রাখার জন্যে যে ধরনের বড় পিন ব্যবহার করা হয়, এই পিনটা সেরকমেরই। পৌনে ইঞ্চি মতন লম্বা, সূচের মতো সরু। খুব তীক্ষ্ণ পিনের তলাটা, আর মাথাটা ছোটো।

'কি সর্বনাশ, জিনিসটা কি'—স্যার সেপ্টিমাস চীৎকার করে ওঠেন।

'আচ্ছা স্যার সেপ্টিমাস, আমাদের অতিথিদের মধ্যে এমন কি কেউ আছেন যিনি মথ কিংবা ফুলপাতার দুষ্প্রাপ্য স্পেসিস্ সংগ্রহ করেন।' উইমসে তাঁর নবতম (অথবা বলা যেতে পারে একমাত্র) সূত্র হাতে নিয়ে অত্যন্ত চিন্তিত ভাবে স্যার সেপ্টিমাসকে জিজ্ঞাসা করেন।

'আমি যতদূর জানি সেরকম কেউ নেই তো।' উত্তর দিলেন

স্যার সেপ্টিমাস—'তবুও সাবধান হওয়ার জন্য অন্যদের বরং জিজ্ঞাসা করা যাক'—

'না, না, ওটা করবেন না এখন'—উইমসে মাথা নিচু করে মেঝেটা আর একবার ভালো ভাবে খুঁজতে থাকেন। চকচকে মেঝেতে তাঁর মুখের প্রতিবিম্ব ফুটে ওঠে।

'বুঝেছি'—কিছুক্ষণ পরে উইমসে বলে ওঠেন—'ওঃ, তাহলে এরকম ভাবেই ঘটনাটা ঘটানো হয়েছে। ঠিক আছে স্যার সেপ্টিমাস—আমি বুঝেছি ওই মুক্তোগুলো কোথায় আছে। এখন অবধি অবশ্য বুঝতে পারছি না কে সেগুলো হাতিয়েছিল। যাকগে অন্তত অন্য সকলের মুখ চেয়ে মুক্তোগুলো বের করা যাক, কি বলেন। মুক্তোগুলো এখন অবধি সুরক্ষিতই রয়েছে আমার বিশ্বাস। যাকগে কাউকে বলবেন না যেন স্যার সেপ্টিমাস যে আমরা এই পিনটা খুঁজে পেয়েছি, তেমন কিছু আবিষ্কার আমরা করি নি এখনো। সবাইকে ঘুমোতে যেতে বলুন। ড্রইং রুমটা বরং তালাচাবি বন্ধ করেই রাখা হোক এখন। চাবিটা আপনার নিজের কাছেই রাখবেন, স্যার সেপ্টিমাস। আমরা আসল চোরকে আগামীকাল সকালের প্রাতরাশের সময়ের মধ্যেই ধরে ফেলতে পারব আশা করা যাচ্ছে।

'ঈশ্বর রক্ষে করুন—কী সাংঘাতিক ব্যাপার!' লর্ড পিটার উইমসের কথাবার্তা শুনে স্যার সেপ্টিমাস খুবই বিচলিত হয়ে পড়লেন।

যাই হোক লর্ড পিটার উইমসের পড়াশুনা অনুসারে সবাইকে ঘুমোতে যেতে বলা হল। ড্রইং রুমে চাবি দেয়া হল। চাবিটা স্যার সেপ্টিমাস নিজের কাছেই রাখলেন।

সারা রাত উইমসে ড্রইং রুমের বন্ধ দরজার উপরে নজর রাখলেন। বৃথাই। কেউই তার ধারে-কাছে ঘেঁষল না সেই রাতে। হয় তো চোর একটা ফাঁদ পাতা হয়েছে সন্দেহ করেছে, নয় তো সে এত বেশি নিশ্চিন্ত যে সময় হলেই মুক্তোর মালাটা

হস্তগত করতে পারবে এ ব্যাপারে তার কোনো সন্দেহ নেই। যাই হোক সারারাত জেগে একা পাহারা দিয়ে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলেও মনে হল না যে উইমসে দুঃখিত হয়েছেন। ততক্ষণে তিনি একটা তালিকা প্রস্তুত করে ফেলেছেন। এই তালিকাতে তাঁরাই আছেন যারা 'জন্তু-উদ্ভিদ-খনিজ'—খেলার সময় ভিতরের ড্রইং রুমটিতে বসে ছিলেন। তালিকাটি এইরকম হল।

স্যার সেপ্টিমাস শেল।

ল্যাভিনিয়া প্রেসকট।

উইলিয়ম নরগেট।

জয়েস ট্রিবেট আর হেনরী কোল (একসঙ্গে কারণ তাঁরা দুজনে পরস্পরের সাহায্য ছাড়া অনুমান করতে পারবেন না আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন)

মিসেস ডেনিসন।

বেটি শেল।

জর্জ কমফ্রে।

রিচার্ড ডেনিসন।

মিস টমকিনস্।

অসওয়াল্ড ট্রুগুড।

এই তালিকাটির সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরো একটা তালিকা তৈরি করলেন তাদের নিয়ে যারা বস্তুত লাভবান হবে মুক্তোর মালা-গাছটি হাতাতে পারলে। দেখা গেল যে দ্বিতীয় তালিকাটা প্রথমটার মতনই দীর্ঘ হয়ে পড়েছে। কাকেই বা তেমন সন্দেহ করা যায়।

সেক্রেটারি দুজনের খুব ভালো পরিচয়পত্র রয়েছে। তবে কিনা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ শুরু করলে ভাল পরিচয়পত্র দু-চারখানা তো থাকবেই। ডেনিসনদের জীবনযাত্রার ব্যাপারটা মাথা থেকে পা অবধি সন্দেহজনক। বেটি শেল তাঁর হাতব্যাগের মধ্যে রহস্যময় সাদা পাউডার রেখেছিলেন। তাঁর সঙ্গে শহরের বদ

লোকেদের দহরম-মহরমের কথা সকলেই জানে। হেনরী একজন নিরীহ লোক কিন্তু জয়েস ট্রিবেট-এর ইচ্ছায় সব করতে পারে। কমক্রে ফাটকা খেলায় ওস্তাদ। অসওয়াল্ড এপসম্ আর নিউ মার্কেটর মধ্যে হামেশাই ঘোরাফেরা করে।

ফলে দেখা যাচ্ছে যে উদ্দেশ্য সকলের মধ্যেই বর্তমান।

একসময় রাত্রি শেষ হল। ভৃত্যদের কোয়ার্টার্স থেকে প্রথম একজন এল কাজ করতে। দ্বিতীয়জন এল। ভৃত্যরা এসে উপস্থিত হওয়ার পরে লর্ড পিটার উইমসে তার রাত্রির পাহারা ত্যাগ করলেন। কিন্তু অন্য সকলের চেয়ে আগে তিনি প্রাতরাশের টেবিলে এসে হাজির হলেন। স্যার সেপ্টিমাস স্ত্রী এবং কন্যাকে নিয়ে আগেভাগেই টেবিলে এসে অপেক্ষা করছিলেন। সারা ঘরে একটা অদ্ভুত টান টান পরিস্থিতি। কাঠের আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে লর্ড উইমসে সাম্প্রতিক কালের রাজনীতি আর আবহাওয়া নিয়ে আলোচনা করতে থাকেন।

ধীরে ধীরে অন্য অতিথিরা আসতে শুরু করলেন। যেন কোনো অদৃশ্য হাতের ইসারায় কেউই সেই হারিয়ে যাওয়া মুক্তোর নেকলেস সম্পর্কে কোনো কথাই বলছিলেন না। অবশেষে অসওয়াল্ড ট্রুগুড আলোচনা তুললেন।

'আমাদের ডিটেকটিভ মশাই কতদূর এগোলেন তাহলে। আমাদের চোরটিকে ধরতে পেরেছেন নাকি উইমসে'—

'না, এখনো পারি নি'—সহজভাবেই উত্তর দিলেন উইমসে।

স্যার সেপ্টিমাস একবার উইমসের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে গলা খাঁকারী দিয়ে বলতে থাকেন, বেশ বড়োসড়ো একটা বক্তৃতাই প্রায়—

'কী বিরক্তিকর অবস্থা—খুবই দুঃখজনক, তাই না। মনে হচ্ছে পুলিস ডাকা ছাড়া আর অন্যথা নেই। আর এই ক্রিস্টমাসের দিনে। আমাদের আজকের উৎসবের আয়োজনটাই মাটি হল। এই সব সাজানো সরঞ্জামের দিকে তাকাতেই পারছি না।' ঘরের নানান

রকমের ডেকরেশনের দিকে তাকিয়ে তিনি হাত নাড়েন—'সব নামিয়ে ফেল, একেবারে অসহ্য হয়ে উঠছে। নামিয়ে আগুনে পুড়িয়ে ফেল'—

জয়েস চমকে উঠে বললেন—'কি দুঃখের, এত খেটেখুটে সাজিয়েছিলাম আমরা'—

'—থাক না কাকামণি' হেনরী শেল বলে ওঠে—'আপনি মুক্তোগুলো নিয়ে অযথাই ভাবছেন—নিশ্চয়ই সেগুলো পাওয়া যাবে কোথাও'—

'জেমসকে ডাকব নাকি'—নরগেট জিজ্ঞাসা করেন স্যার সেপ্টিমাসকে। বাধা দিয়ে কমক্রে বলে ওঠেন—'না, থামাতেই যদি হয় অন্য কাউকেই ডাকার দরকার নেই। আমরাই বরং নামাই সকলে মিলে। হাতে অন্তত একটা কাজ থাকবে আমাদের—চাপা পরিস্থিতিটা হালকা হবে কিছুটা'—

'সেই ভালো'—স্যার সেপ্টিমাস বললেন—'এক্ষুনি শুরু করা যাক তাহলে। জঘন্য লাগছে সবকিছু'—

বলতে বলতেই রেগে ওঠেন তিনি। রেগে টান মেরে দেয়ালে সাজানো লতা পাতার একটা ডাল নামিয়ে দেন নীচে। তারপর দুহাতে তুলে আগুনের চুল্লীতে ছুঁড়ে ফেলেন।

রিচার্ড ডেনিসন হাল্কা করতে চেষ্টা করেন ব্যাপারটা—'বাঃ কী চমৎকার আগুন হয় এইসব জিনিসে, দেখেছো। আর একটু তাহলে ভালো আগুন করা যাক।' একলাফে টেবিলের উপরে উঠে আলোর ঝাড়ে আটকানো, সাজানো কাঠপাতাগুলো টেনে আনেন—'এই একটা গেল, আর একটা, দেরী হওয়ার আগে প্রত্যেকের জন্যে এক একটা আদর'—

কেবল মিস টমকিনস্ গাঁইগুঁই করতে থাকেন—'কি সব যাতা ব্যাপার ঘটছে, ক্রিষ্টমাসের আগে এগুলো নষ্ট করে ফেলা একটা অশুভ লক্ষণ নিশ্চয়।

'অশুভ না ছাই। আমরা সবকিছু টেনে নামিয়ে দিচ্ছি।

সিঁড়ি, ড্রইংরুমে যেখানে যা কিছু সাজানো আছে সব—সবকিছু—যাও তো হে ওগুলো নামিয়ে নিয়ে এসো তো'—

'কিন্তু ড্রইংরুমে তালা লাগানো রয়েছে না' ওসওয়াল্ড জিজ্ঞাসা করেন।

'না, তালা খুলে দেয়া হয়েছে কখন। লর্ড পিটার উইমসে বলেছেন মুক্তোগুলো ওখানে নেই। অন্য যেখানেই থাক না কেন ড্রইংরুমে অন্তত নেই সেগুলো—তাই তো উইমসে'—

'ঠিক বলেছেন। মুক্তোগুলো এই ঘর থেকে নিয়ে গিয়েছিল কেউ। ঠিক এখনই বলতে পারছি না কি ভাবে। কিন্তু নিয়ে যে আসা হয়েছে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই আমার।'

'বেশ তো, তাহলে তো নামানোর কোন বাধা নেই। চলে এসো ল্যাভিনিয়া। ডেনিসন তোমরাও। ড্রইংরুমটা পরিষ্কার করে ফেলা যাক। আমি পিছনের ঘরটা দেখছি—কে আগে করতে পারে দেখা যাক'—কমফ্রে বলে ওঠেন। 'কিন্তু সত্যি যদি পুলিশকে খবর পাঠানো হয় তাহলে সব কিছু যেমন ছিল তেমনটি রাখাই তো দরকার, তাই না'—

'চুলোয় যাক পুলিস,'—চীৎকার করে ওঠেন স্যার সেপ্টিমাস,—'পুলিস তো আর সবুজের সমারোহ দেখতে চাইবে না।'

অসওয়াল্ড আর মার্গারিটা ইতিমধ্যেই সিঁড়িতে সাজানো আইভি আর সবুজ লতাপাতার ঝাড় টেনে নীচে নামিয়েছে। ওরা সবাই যেন খুব একটা মজার ব্যাপার পেয়েছে। এমন ভাবে প্রত্যেকে এক একটা জায়গা বেছে নিয়ে প্রায় প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছে। পারস্পরিক হাসি-মস্করার মধ্যে সবাই ছড়িয়ে পড়ল সারা বাড়িতে। সকলেই ছড়িয়ে পড়ার পরে লর্ড পিটার উইমসে শান্তভাবে উপরতলার ড্রইংরুমে এসে ঢোকেন। এখানেও সব সাজানোগুলো ভাঙচূড় চলছে পুরোদমে। জর্জ ইতিমধ্যেই দশ শিলিং বাজী রেখেছে যে ওর অংশটা খুলে ফেলার আগেই তার অংশটা খুলতে পারবে।

উইমসেকে দেখেই হাত নেড়ে মানা করেন ল্যাভিনিয়া, হাসতে হাসতেই বলেন—'না। আপনি কিছুতেই হাত লাগাতে পারবেন না, আমরা তাহলে জিতলেও বাজী পাব না, সেটা ঠিক হবে না'—

উইমসে কোন উত্তরই দেন না। অপেক্ষা করেন ততক্ষণ যতক্ষণ না সারা ঘরটা ফাঁকা হয়ে যায়। তারপর ধীরে ধীরে আবার হলঘরটাতে নেমে আসেন। হলঘরের ফায়ারপ্লেসে শুকনো ডালপালা কাঠের স্তূপ, আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। উইমসে স্যার সেপ্টিমাসের কাছে গিয়ে কানে কানে কি যেন বললেন। স্যার সেপ্টিমাস এক পা এগিয়ে কমক্রের কাঁধে একটা হাত রাখলেন—

'কমক্রে, লর্ড পিটার আপনাকে কিছু বলবেন'—

কমক্রে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফিরে তাকান। খুবই অস্বস্তি অনুভব করছেন তিনি।

'মিঃ কমক্রে'—উইমসে বলেন—'আমার তো মনে হয় এগুলো আপনারই সম্পত্তি'—হাতের মুঠো খুলে দেখান তিনি। হাতের মুঠোয় দেখা যায় বাইশটা পিন রয়েছে।

'খুবই বুদ্ধিমানের মতন কাজ'—লর্ড পিটার উইমসে ব্যাখ্যা করতে থাকেন। 'কিন্তু একটু কম বুদ্ধি খাটালে ভালো করত বেচারা। নেকলেসটা হারিয়ে গেছে এই খবরটা যদি আর একটু পরে আসত তাহলে চোরকে ধরা খুবই কঠিন হত। স্যার সেপ্টিমাস আপনি যে সময়ে লক্ষ্য করেছিলেন নেকলেসটা নেই, মার্গারেটকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন সেটা খুবই মোক্ষম সময়। কিছুক্ষণ পরে নজর গেলেই হয়েছিল আর কি। আমাদের অতিথি চোরটি আশা করেছিলেন যে নেকলেসটা হারিয়ে যাওয়ার খবর অন্তত—'লুকোচুরি' খেলা শুরু হওয়ায় আগে চোখে পড়বে না। 'লুকোচুরি' খেলা শুরু হলে প্রাসাদের মধ্যে হাজারো জায়গা থাকবে যেখানে একবার লুকিয়ে ফেলতে পারলে কোনোদিনই খুঁজে বের করা যাবে না। পরে কোনো একটা সময়ে ধীরেসুস্থে নিয়ে গেলেই

পারবে অতিথি চোরটি। আসলে অতিথিটি যখন এই বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন, তখনই তিনি স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে এসেছিলেন যে নেকলেসটা চুরি করবেন, চুরির একটা পরিকল্পনাও করে রেখেছিলেন তিনি। আর সেই জন্যেই অতগুলো আলপিন নিয়ে এসেছিলেন সঙ্গে করে। মার্গারেট নেকলেসটা খুলে রাখতে ওঁর কাজটা আরো সহজ হয়ে গিয়েছিল।

'উনি তো এর আগেও অনেকবার ক্রিস্টমাসের উৎসব এখানে কাটিয়ে গেছেন। ফলে উনি ভালোই জানতেন যে ক্রিস্টমাস ডিনারের পরে, 'জন্তু-উদ্ভিদ-খনিজ' এই অনুমান করার খেলাটা হবে। খেলাটা কেমন করে হয় সেটাও জানা ছিল। ওর দরকার ছিল টেবিল থেকে নেকলেসটা হাতিয়ে নেয়ার। কারণ এই খেলায় একটা বিষয় নির্বাচন করা এবং অনুমান করে ওঠা পর্যন্ত অন্তত পাঁচটি মিনিট সময় লাগবেই। পকেটে নিয়ে আসা ছুরিটা দিয়ে নেকলেসের দড়িটা কেটে মুক্তোগুলো আলাদা করে রাখা দরকার ছিল। নেকলেসের সুতোটা আগুনে ফেলে দিলেই কারো নজরে পড়ার সম্ভাবনা নেই। ছাদের সিলিং থেকে সাজিয়ে নামানো বেরী ফলের ঝাড় মেঝে থেকে অনেক উঁচুতে। কাঁচের টেবিলে পায়ের দাগও পড়বে না। কারো মনে সন্দেহই হবে না যে সাজানো বেরী ফলগুলোর সংখ্যা একটু বেড়ে গেছে। আমি নিজেও এটা ভাবতে পারতাম না। যদি না একটা পিন খুঁজে পেতাম। পিনটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে ওই সম্ভাবনার কথাটা আসে। আমার মনে হল যে নেকলেসটা থেকে মুক্তোগুলো আলাদা করে ফেলা হয়েছে। আর এটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায় আমার কাছে। আমি গতকাল রাতেই সিলিং-এর লতাপাতার ঝাড়ে ঝুলতে থাকা বেরী ফলগুলোর মধ্য থেকে মুক্তোগুলো খুলে নিই। যেভাবে আটকানো হয়েছিল পিনগুলো তেমনিই রয়েছে—এই সেগুলো—কমক্রে আজ সকালে সকলকে পরামর্শ দিল যে অন্যেরা এখানকার সাজানো

গাছপাতা পরিষ্কার করুক। ও নিজে ড্রইং রুমটার ব্যবস্থা করবে। আজ সকালে ওকে অত্যন্ত বিচলিত দেখে আমি আগেই অনুমান করে নিয়েছিলাম যে কমফ্রেই হচ্ছে আসল অপরাধী। আমার অবশ্য খুবই ইচ্ছে করছিল ওর মুখের চেহারাটা কেমন হয় দেখার জন্যে। 'যখন সে ওই ডালপালার ঝাড় নামিয়ে তার মধ্যে মুক্তোগুলো আর নেই বুঝতে পেরেছিল।

'তুমি বলতে চাও ওই পিনটা পাওয়ামাত্র তুমি সব ব্যাপারটা ধরতে পেরেছিলে'—জিজ্ঞাসা করলেন স্যার সেপ্টিমাস।

'হ্যাঁ, তখনই বুঝতে পারলাম মুক্তোগুলো কোথায় আছে,'—

'কিন্তু আমি তো সারাক্ষণ তোমার সঙ্গেই ছিলাম। তোমাকে তো একবারও আমি উপরের সিলিং-এর দিকে তাকাতে দেখি নি'—

'না, তার দরকার পড়ে নি আমার। আমি চকচকে মেঝেতে বেরী ফলগুলোর প্রতিবিম্ব লক্ষ্য করছিলাম ভালোভাবে। আর তখনই বুঝতে পেরেছিলাম যে আসল বেরী ফলগুলোর সঙ্গে মিশে মুক্তোগুলো কেমন অনায়াসে বেরী ফলের মতনই দেখাচ্ছে। অত্যন্ত তীক্ষ্ণ নজর না করলে বোঝার কোনো উপায়ই নেই।'

মিঃ কুইনের প্রত্যাবর্তন

আগাথা ক্রিষ্টি

সেদিনটি ছিল নববর্ষের সন্ধ্যা।

রয়স্টনের বর্ষিয়ান লোকজনেরা সবাই বড় হলঘরটাতে জমায়েত হয়েছে। মিঃ স্যাটারথ্‌ওয়েইট সত্যিই নিশ্চিন্ত হয়েছেন দেখে যে কমবয়সী ছেলেমেয়েরা সবাই শুতে চলে গেছে। সত্যি কথা বলতে কি তিনি কমবয়সী ছেলেমেয়েদের একটুও ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারেন না। ছেলে ছোকরারা তার কাছে রুক্ষ আর একঘেয়ে মনে হয়, ভেতরে একটুও গভীরতা আছে বলে মনে হয় না। আর যতই বয়স বেড়ে যাচ্ছে ততই তিনি ক্রমশঃ গভীরতার মধ্যে স্ফূর্তি খুঁজে পাচ্ছেন।

মিঃ স্যাটারথ্‌ওয়েইটের বয়স হয়েছে, বাষট্টি বছর। একটু ঝুঁকে চলেন তিনি, ঈষৎ কাঠখোট্টা ধরনের স্বভাব, একটু যেন অদ্ভুত দর্শনের মুখাবয়ব, সত্যিকারের আগ্রহ রয়েছে তাঁর অন্য লোকের ব্যাপারে। সারা জীবনই বলতে গেলে যেন বা প্রথম সারিতে বসে থেকেছেন, দেখেছেন সামনের স্টেজে জীবন তার বিচিত্র রকমের খেলা খেলে চলেছে। জীবনের এই নাটকের অভিনয়ে তাঁর চরিত্র ছিল দর্শকের। শুধু এখন, যখন বয়স দৃঢ়মুষ্টিতে চেপে ধরেছে তার অস্তিত্ব, তখন সম্মুখের পাদপ্রদীপে অভিনীত জীবনালেখ্যের ছোটো বড়ো ঘটনা সম্পর্কে ক্রমশই তীব্রতর সমালোচনা এবং অভিযোগে তিক্ত হয়ে উঠেছেন। এখন যেন সাধারণ সব কিছুর বাইরে অসাধারণ কিছু পেতেই তাঁর তৃপ্তি। কোনো সন্দেহই নেই যে এইসব কিছুর প্রতি তাঁর একটা আকর্ষণও ছিল জন্মাবধি। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের কল্যাণে তিনি জীবনালেখ্যে কখন ঝড় উঠবে, কখন

নাটকের গতি তীব্রতর হয়ে আসছে পূর্বাহ্লেই টের পেয়ে থাকেন। যুদ্ধের ঘোড়ার মতন যেন বা বাতাসে গন্ধ শুঁকেই তিনি বুঝতে পারেন যে বিপদ আসছে। আজ অপরাহ্লে রয়স্টনে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সেই ষষ্ঠেন্দ্রিয় যেন তাঁকে বারবার সাড়া দিয়ে চলেছে—সাবধান হও। সাবধান হও। কোনো অঘটন কোথাও ঘটেছে, কিংবা ঘটতে চলেছে, অতএব সাবধান হও।

এই গৃহের উৎসবে লোকজনের ভিড় খুব একটা বেশি নেই। আজকের উৎসবের আয়োজন করেছেন টম্ ইভ্সাম্, সপ্রতিভ এবং বেশ রসিক গৃহস্বামী, আর তাঁর স্ত্রী যিনি প্রাকবিবাহে লেডি লরা কিইন নামে বিখ্যাত ছিলেন। লেডি লরা কিইন রাজনীতি করেন। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে রয়েছেন স্যার রিচার্ড কনওয়ে, খেলোয়াড়, পর্যটক এবং সৈনিক। তাছাড়া ছ-সাতজন যুবক যাদের নাম মিঃ স্যাটারথ্ওয়েইট ভালোমতন শুনতেই পান নি। তাছাড়া ছিল পোরটালরা।

হ্যাঁ, পোরটালদের সম্পর্কেই মিঃ স্যাটারথ্ওয়েইট কৌতূহল অনুভব করেছেন।

এর আগে আলেকজাণ্ডার পোরটালের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় নি যদিও তবু তিনি তাঁর সম্পর্কে সবই জানতেন। আলেক্স পোরটালের পিতা এবং পিতামহকে চিনতেন তিনি। পোরটাল বংশের ধারাই পেয়েছেন আলেক্স পোরটাল। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, প্রায় চুলই সাদা হয়ে এসেছে। পোরটাল পরিবারের অন্যদের মতনই নীল চোখ, খেলাধুলো পছন্দ করেন যথেষ্ট। ভালো খেলেন, তবে কিনা কল্পনাশক্তির কোনো বালাই নেই তার মধ্যে। না, আলেক্স পোরটালের মধ্যে অস্বাভাবিক কোনো ব্যাপার নেই। একেবারে সাদামাটা ভালোমানুষ ইংলিশম্যান একটি।

কিন্তু তাঁর স্ত্রীটি সম্পূর্ণ অন্য রকমের—মিঃ স্যাটারথ্ওয়েইট জানেন যে উনি একজন অস্ট্রেলিয়ান। বছর দুয়েক আগে পোরটাল অস্ট্রেলিয়াতে গিয়েছিলেন। সেখানেই পরিচয় এবং বিবাহ,

একেবারে জোড়ে দেশে ফিরে আসেন আলেক্স পোরটাল। মহিলাটি তাঁর প্রাকবিবাহে ইংলণ্ডে আসেন নি কখনো। তাহলেও মিঃ স্যাটারথ্ওয়েইট অন্তত যে সব অস্ট্রেলিয়ান মহিলাদের চেনেন, এই মহিলাটি ঠিক সেরকমটি নন।

খুব মনোযোগ দিয়ে তিনি মহিলাটিকে লক্ষ্য করতে থাকেন। হ্যাঁ, বেশ টান আছে বটে মেয়েটির। এত শান্ত অথচ এত সতেজ। প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর। প্রাণপ্রাচুর্য—হ্যাঁ এই কথাটাই যথার্থ মহিলাটি সম্পর্কে। সুন্দরী যাকে বলে তা নয়, তাঁকে সুন্দরী বলা যাবে না। তবে কেমন একটা টানের যাদু আছে মহিলাটির মধ্যে, যা অস্বীকার করা যায় না—যা কোনো মানুষের পক্ষে সেটা অস্বীকার করা সম্ভব না।

মিঃ স্যাটারথ্ওয়েইট-এর পুরুষ সত্ত্বা এরকমই অনুভব করে থাকে, কিন্তু তাঁর নারীসত্ত্বা (তার কারণ মিঃ স্যাটারথ্ওয়েইট-এর মধ্যে নারীসত্ত্বার প্রকাশও কমটি নয়) প্রায় সমান ভাবেই অন্য আর একটা প্রশ্ন করতে চায়। আচ্ছা মেয়েটা তার অত সুন্দর চুলে কলপ লাগায় কেন।

অন্য কোনো লোকের পক্ষে হয় তো সম্ভব নয় বোঝা যে মহিলাটি চুলে কলপ দিয়েছেন, কিন্তু মিঃ স্যাটারথওয়েইট জানেন। তিনি এইসব ব্যাপার ভালোই বোঝেন। ব্যাপারটা তাকে ধাঁধায় ফেলে দিয়েছে। অনেক কালো মেয়েই তো চুল রঙ করে লালচে করে ফেলে। এর আগে এমন কোনো ফর্সা রঙের মেয়েকে তিনি দেখেন নি যিনি তাঁর চুলে কালো রঙের কলপ মাখেন।

আসলে মহিলাটির সবকিছুই তাঁকে কৌতূহলী করে তুলছে। দেখে শুনে তাঁর মনে হয় যে মহিলাটি হয় খুব বেশি সুখী, নয় তো অত্যন্ত অসুখী—তিনি ঠিক করতে পারেন না কোনটি ঠিক। ফলে সেটা না জানার জন্যে নিজের উপরেই বিরক্ত হয়ে ওঠেন। সর্বোপরি মহিলাটি তার স্বামীর উপরে অদ্ভুত এক প্রভাব ছড়িয়ে রয়েছেন সব সময়েই।

'ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রী.ক যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন বোঝা যায়'—নিজের মনেই ভাবতে থাকেন মিঃ স্যাটারথ্‌ওয়েইট। 'কিন্তু কোনো কোনো সময়ে মনে হচ্ছে যেন বা রীতিমতো ভয় পান তাঁর স্ত্রীকে। খুবই কৌতূহল উদ্দীপক সন্দেহ নেই—না, অস্বাভাবিক ভাবেই কৌতূহল কাড়া চেহারা মহিলাটির'—পোরটাল খুব বেশি মদ্যপান করেন ঠিকই। তাছাড়া অদ্ভুতভাবে স্ত্রীর হাবভাব লক্ষ্য করতে থাকেনও, অবশ্য তখনই যখন উনি অন্যদিকে তাকিয়ে থাকেন।

'স্নায়ুরোগ'—মনে মনে বিশ্লেষণ করতে থাকেন তিনি। 'হ্যাঁ, স্নায়ুরোগে আক্রান্ত ভদ্রলোকটি। স্বামীর এই অবস্থা মহিলাটি বোঝেন না যে তা নয়। কিন্তু সে ব্যাপারে কোনো কিছু করবেন বলে মনে হয় না।' এই দম্পতিটি সম্পর্কে তিনি যথার্থই কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন। কিন্তু একটা যে ঘটতে যাচ্ছে যা তিনি বুঝতে পারছেন না।

মিঃ স্যাটারথ্‌ওয়েইটের এই ধ্যানের আচ্ছন্নতা হঠাৎ ভেঙে যায় দেয়ালের বড় ঘড়িটার ঘণ্টা বাজার শব্দে।

'বারোটা বাজল'—ইভ্‌শাম্ বলে ওঠেন—'নতুন বছর শুরু হল। শুভ নববর্ষ তোমাদের সবাইকে। /সত্যি কথা বলতে কি ঘড়িটা পাঁচ মিনিট ফার্স্ট। জানি না বাচ্চারা কেন জেগে থাকে নি নববর্ষের শুরুটা দেখার জন্যে।'

'আমার তো এক মুহূর্তের জন্যও মনে হয় না যে ওরা সত্যি সত্যিই শুয়ে পড়েছে। কে জানে হেয়ার ব্রাশ ট্রাশ আমাদের বিছানায় লুকিয়ে রাখছে কি না। এই সব কাণ্ডকারখানা করে ওরা যথার্থই আমোদ পায়। জানি না কেন। ভেবেই পাই না ছাই। আমাদের ছেলেবেলায় তো এরকম কিছু করার কথা ভাবাই যেত না।'

হাসতে হাসতে বলেন কনওয়ে, 'যখনকার যেমন তখনকার তেমন, তাই না'—

কনওয়ে দীর্ঘদেহী সৈনিকের মতন চেহারার লোক। কনওয়ে

আর ইভ্‌শাম্ দুজনেই প্রায় একরকমের দেখতে। সৎ, সরল, দয়ালু ধরনের লোকজন যাদের মনে ছলছাতুরীর বালাই নেই।

'আমাদের ছেলেবেলায়, সবাই গোল হয়ে হাতে হাত ধরে— 'আলড্-লং-সাইন', গাইতাম, বলতে থাকেন লেডি লরা—'আঃ, সেই সময়ের 'আলড্' সাথী-সঙ্গীদের কি কোনোদিন ভোলা যায়, এত কাছের, এত অন্তরঙ্গ ওই গানের বাণীগুলো।'

ইভ্‌শাম্ অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসেন, তারপর স্ত্রীকে বলেন—'আঃ লরা, থাক না ওই আলোচনা, এখানে এখন'—

বলেই লম্বা পা ফেলে ঘরের অন্য পাশটায় হেঁটে গিয়ে আরও একটা বড় আলো জ্বালিয়ে দেন তিনি।

'কি বোকা আমি',—লেডি লরা অস্বস্তির গলায় বলে ওঠেন— মিঃ কাপেল-এর কথা মনে পড়ে যায় ওঁর। "আরে তোমার খুব বেশি আগুনের তাপ লাগছে না গায়ে।"

এলিয়ানর হাল্কাভাবে নড়ে ওঠে—'ধন্যবাদ, বরং আমার চেয়ারটি আরও একটু পিছিয়ে নিচ্ছি।'

কী সুন্দর গলার স্বর। সেইরকম যেন বা প্রতিধ্বনির মতন গভীর যা মানুষের মনে দীর্ঘকাল দাগ কেটে রাখে, ভাবলেন মিঃ স্যাটারথ্‌ওয়েইট। মহিলাটির মুখ এখন ছায়ার মধ্যে আড়ালে চলে গেছে। কি দুর্ভাগ্য।

ছায়ার আড়াল থেকে মহিলাটিকে বলতে শোনা যায়।

—'মিঃ কাপেল'—

'হ্যাঁ, যিনি আসলে এই বাড়িটার মালিক ছিলেন। নিজের হাতে গুলি করে আত্মহত্যা করেন, জানেন নিশ্চয়ই—আচ্ছা, টম্ যদি তুমি অপছন্দ কর তাহলে এ সম্বন্ধে নাই বা বললাম কিছু। টমের পক্ষে ঘটনাটির স্মৃতি খুবই বেদনাদায়ক। কারণ, ঘটনাটি যখন ঘটে, তখন টম ওখানে উপস্থিত ছিল। আপনিও তো ছিলেন, তাই না স্যার রিচার্ড'—

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন লেডি লরা'—

ঘরের কোণায়' রাখা পুরনো আমলের একটা দেয়াল ঘড়িতে নানান রকম শব্দটব্দ করে বারোটার ঘণ্টা বাজে।

'শুভ নববর্ষ টম—ইভ্‌শাম্ বলে ওঠেন।

লেডি লরা তাঁর বোনার সাজ-সরঞ্জাম গুটিয়ে ফেলে উঠে দাঁড়ান।

'ভালো, নববর্ষ দেখা শেষ'—বলে ওঠেন লেডি লরা সকলের উদ্দেশ্যে। তারপর মিসেস্ এলিওনর পোরটেলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেন—'আপনি কি বলেন'—

এলিওনর তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়।

'তাহলে বিছানায়, কি বলেন—'হাল্কাভাবে উত্তর দেন তিনি।

যথেষ্টই ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে—ভাবতে ভাবতে মিঃ স্যাটারথ্-ওয়েইট উঠে দাঁড়ালেন। মোমবাতি জ্বালাতে চেষ্টা করেন একটা। সাধারণতঃ এতটা ফ্যাকাশে দেখায় না—মোমবাতি জ্বালিয়ে সেটা এলিওনর-এর হাতে তুলে দেন তিনি। বৃদ্ধ লোকদের মতন অদ্ভুত-ভাবে বো করেন একটু। এলিওনর ধন্যবাদ জানিয়ে মোমবাতিটা হাতে নিয়ে দোতলার সিঁড়িতে পা দেন। ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে উপরতলায় উঠতে থাকেন তিনি।

হঠাৎ অদ্ভুত একটা ধারণা পেয়ে বসল মিঃ স্যাটারথওয়েইট-এর মনে। তার খুব ইচ্ছে করে এলিওনরের সঙ্গে যায়, তাকে আশ্বস্ত করে। ভীষণ এক অদম্য অনুভূতি হতে লাগল তার। নিশ্চয়ই এলিওনরের সামনে কোনো না কোনো ভয়ংকর বিপদ আসন্ন! একটু পরেই এই তীব্র ইচ্ছাটা কমে এলে মিঃ স্যাটারথ্‌ওয়েইট খুবই লজ্জিত হয়ে পড়েন নিজের মধ্যেই। একটু নার্ভাসও মনে হচ্ছিল তার নিজেকে। মেয়েটি তার স্বামীর দিকে একবারও তাকায় নি সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠার সময়ে। কিন্তু এখন ঘাড় ঘুরিয়ে একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার স্বামীকে লক্ষ্য করতে থাকে সে, গভীরভাবে যেন কিছু খুঁজছে সে। অস্বাভাবিকভাবে এলিওনরের ওইভাবে তাকানোটা মিঃ স্যাটারথ্‌ওয়েইটকে ভয়ংকর নাড়া দেয়।

অত্যন্ত দ্রুত এবং অন্যমনস্ক ভাবে সকলের কাছ থেকে বিদায় নেন তিনি, গৃহস্বামীর কাছ থেকেও।

'আশা করা যায় নতুন বছর সত্যিই আনন্দের হবে।' লেডি লরাকে বলতে শোনা যায়—'কিন্তু রাজনৈতিক চেহারাটা দেশের খুবই হতাশাব্যঞ্জক আর অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে এখন'—

'আশা করি আমিও, শুভ নববর্ষই হবে নিঃসন্দেহে।' উত্তর দেন মিঃ স্যাটারথ্‌ওয়েইট।

গলার স্বর এতটুকুও না পালটে লেডি লরা বলতে থাকেন—'নিশ্চয় হবে।—আমি আশা করি যে একজন কালো লোকই প্রথম চৌকাঠ মাড়াবে আজ রাতে। আপনি নিশ্চয়ই সেই কুসংস্কারটি সম্পর্কে জানেন তাই না—না, সেকি—আপনি অবাক করলেন। বাড়ির মঙ্গল শুরু হবে তখনই যখন নববর্ষের দিনে কালো আদমি কেউ বাড়ির চৌকাঠ মাড়াবে। আমার বিছানায় ভয় পাওয়ার মতন কিছু থাকবে না আশা করি—বাচ্চা ছেলেমেয়েদের বিশ্বাস নেই বাপু, ওদের হৈ চৈ করার ক্ষমতাও থাকে অসীম।'

—মাথা নাড়তে নাড়তে লেডি লরাও বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে সিঁড়ির দিকে পা বাড়ান। চলার ভঙ্গীটি চমৎকার লেডি লরার।

মেয়েরা সব চলে গেলে উপস্থিত পুরুষেরা তাদের চেয়ার আরও কাছে কাছে টেনে নেয়। হলঘরের বিশাল খোলা আগুনের চুল্লিটা ঘিরে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে এসে বসে সবাই।

'তারপর'—ইভ্‌শাম্ হুইস্কির ডিক্যানটার হাতে নিয়ে সবাই-এর উদ্দেশে বলেন। ইতিপূর্বে যে আলোচনা সকলে সাবধানে এড়িয়ে গেছে সেই আলোচনার সূত্রপাত হয়।

'স্যাটারথ্‌ওয়েইট তুমি তো ডেরিক কাপেলকে চিনতে, তাই না। কনওয়ে জিজ্ঞাসা করেন—

'খুব অল্পই বলতে গেলে।'

'আর তুমি পোরটাল'—

'না, আমার সঙ্গে কখনো দেখা হয় নি'—পোরটাল এতটা

জোরের সঙ্গে যেন আত্মপক্ষ সমর্থন করার ভঙ্গীতে বলে ওঠেন যে সবাই চমকে ওঠে।

ইভ্‌শাম্‌ ধীরে ধীরে বলতে থাকেন—'লরা যখনই আলোচনাটা শুরু করে আমি ভয়ংকর বিরক্ত হই। সেই দুর্ঘটনার পরে এই বাড়িটা বিক্রি হয়ে গিয়েছিল একজন ব্যবসাদারের কাছে। বছরখানেকের মধ্যে ভদ্রলোক সরে পড়েন। তার ঠিক খাপ খাচ্ছিল না। অবশ্য ইতিমধ্যে অসংখ্য গল্পগাছা চালু হয়ে গেছে বাড়িটা সম্পর্কে, ফলে বদনাম হয়ে গিয়েছিল বাড়িটার। তারপর যখন লরার আগ্রহে আমাকে নির্বাচনে দাঁড়াতে হল ওয়েস্ট কিড্‌লবাইতে, তখন কাছা-কাছি একটা বাসস্থান খুঁজতে হল আমাদের, বাড়ি খুঁজে পাওয়া তো চারটিখানি কথা না। রয়স্টনের দাম পড়ে গিয়েছিল, অবশেষে বাড়িটা আমিই কিনে নিলাম। ভূত প্রেতের গল্প নেহাৎই বাজে। তাহলেও যে বাড়িতে তোমার বন্ধু আত্মহত্যা করেছে, সে বাড়িতে বাস করার সময়ে সারাক্ষণ সেই কথাটা মনে পড়লে খুবই খারাপ—ওঃ, অসহায় বন্ধু ডেরিক, আমরা কোনোদিন জানতেই পারব না কেন সে আত্মহত্যা করেছিল'—

'কোনো ব্যাখ্যা না জানিয়ে রহস্যের মধ্যে আত্মহত্যা করেছে বা করবে তার আগে পরে অনেক লোক'—আলেক্স পোরটাল ভারী গলায় বলে ওঠেন—

উঠে দাঁড়িয়ে আর একটু পানীয় ঢেলে নেন তিনি, অনেকটাই হুইস্কি পরিমাণে।

'কিছু একটা গণ্ডগোল ছিল ডেরিক কাপেলের'—প্রায় আপন মনেই বলেন মিঃ স্যাটারথ্‌ওয়েইট—'বেশ বড়রকমের গণ্ডগোল কিছু, আমার ইচ্ছে করে ব্যাপারটা কি জানার'—

'বাবা, বাতাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন, কি দুর্যোগের রাত্তির আজ'—বলেন কনওয়ে।

'হ্যাঁ, ভূত-প্রেতদের বেরিয়ে পড়ার উপযুক্ত রাত্রি বটে'—

বেপরোয়ার মতন হেসে পোরটাল বলেন—'নরকের সব শয়তান-

গুলো আজ রাত্রে উঠে পড়েছে'—

'লেডি লরার মতে ওদের মধ্যে সবচাইতে কুৎসিৎ দর্শন কালো যে কোনো একজন এলেই আমাদের ভাগ্য ফিরে যাবে আজ রাতে। সেটার কথাও ভাবতে হবে তো।' কনওয়ে উত্তর দেন হাসতে হাসতে।

বাইরে ঝড়ের প্রচণ্ড গর্জনে সব কথাবার্তা চাপা পড়ে যেতে থাকে। ঝড়ের প্রচণ্ড শব্দ থাকলে শোনা যায় দরজায় কে যেন জোরে জোরে তিনবার আওয়াজ করছে। সবাই চমকে ওঠেন।

'এই দুর্যোগের রাতে কে আসতে পারে এখন'—ইভ্‌শাম্ বলে ওঠেন—ওরা সবাই পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

'আমি খুলে দিচ্ছি দরজা'—ইভ্‌শাম্ বলেন—'চাকর-বাকরেরা সবাই শুয়ে পড়েছে এতক্ষণ।'

হলঘর পেরিয়ে দরজার কাছে এগিয়ে যান তিনি, দরজার ভারী হাতলটা নাড়াতে একটু অসুবিধা বুঝি হয়। যাই হোক একটু পরেই দরজাটা খুলে ফেলা যায়। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে বরফের মতন ঠাণ্ডা একটা হাওয়ার ঝাপটা সারা ঘরে ছড়িয়ে যায়।

দেখা যায় দরজায় চিত্রার্পিতের মতন দাঁড়িয়ে রয়েছেন একজন ভদ্রলোক। লম্বা, রোগা। মিঃ স্যাটারথ্‌ওয়েইট ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে খুবই অবাক হলেন, কারণ দরজার উপরে লাগানো নানা-রঙের কাঁচের রঙ গায়ে এসে পড়ায় মনে হচ্ছে যেন ভদ্রলোক রামধনুর রঙের সাজপোশাক করে আছেন। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে তিনি ঘরের মধ্যে চলে আসেন। দেখা যায় যে তার রঙ কালো, বাইরে যাওয়ার পোশাক পরে আছেন।

'আমাকে ক্ষমা করবেন, এইরকম অভদ্রের মতন বিরক্ত করতে বাধ্য হয়েছি বলে।' বেশ মিষ্টি গলায় বলতে থাকেন তিনি।

'কিন্তু আমার গাড়িটা খারাপ হয়েছে। তেমন কিছু না। আমার সোফার মেরামত করছে, কিন্তু সব ঠিক করতে আধ ঘণ্টা কিংবা আরও একটু বেশি সময় লেগে যাবে। বাইরে এমন ঠাণ্ডা,

জমে যাওয়ার দাখিল—তাই'—

বলতে বলতে থেমে যান তিনি—তার আগেই ইভ্‌শাম চমৎকার অতিথিবৎসলের মতন আহ্বান জানান আগন্তুককে।

'হ্যাঁ, ভীষণ ঠাণ্ডার রাত্রি আজ—ভিতরে আসুন। একটু কিছু পান করে নিন—গাড়ির ব্যাপারে আমরা নিশ্চয়ই কোনো সাহায্য করতে পারি না। কি বলেন'—

'না, ধন্যবাদ। তার দরকার হবে না। আমার লোকটি কাজ ভালোই জানে। আমার নাম কুইন, হারলি কুইন'—

'বলুন, মিঃ কুইন।' ইভশাম বলেন—'ইনি স্যার রিচার্ড কনওয়ে। উনি মিঃ স্যাটারথ্‌ওয়েইট। আর আমার নাম ইভ্‌ শাম'—

মিঃ কুইন সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়েন। বসে পড়ার সময়টিতে চুল্লীর আগুনের আলো পড়ে তার মুখে। মনে হয় যেন বা একটা মুখোশ পরে আছেন ভদ্রলোক।

ইভ্‌ শাম চুল্লীতে আরও কয়েকটা নতুন কাঠ গুঁজে দিলেন—তারপর জিজ্ঞাসা করেন—'ড্রিংকস্‌?'—

'ধন্যবাদ।'

ইভ্‌ শাম একটা গ্লাসে কিছুটা হুইস্কি ঢেলে নিয়ে আসেন। আগন্তুককে দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করেন—

'তাহলে, মিঃ কুইন এই এলাকার সঙ্গে আপনার যথেষ্ট পরিচয় আছে। কি বলেন'—

'কয়েক বছর আগে এদিকটাতে এসেছিলাম আমি'—

'সত্যি'—

'হ্যাঁ—এই বাড়িটা তখন কাপেল বলে একজনের ছিল'—

'হ্যাঁ, ঠিক তাই'—ইভ্‌ শাম বলেন—'ডেরিক কাপেল—আপনি তাকে চিনতেন'—

'হ্যাঁ, আমি তাকে চিনতাম'—

মনে হল যেন ইভ্‌ শামের মুখের অভিব্যক্তিতে একটু পরিবর্তন হল। সাধারণভাবে নজরে পড়ার মতন নয়। বিশেষতঃ যারা

ঠিক ইংরেজ চরিত্র সম্পর্কে ভালোরকম ওয়াকিবহাল নন। একটু আগে তার মধ্যে আগন্তুক সম্পর্কে যে চাপা ভাবটি ছিল সেটা সরে গেল। আগন্তুক ডেরিক কাপেলের বন্ধু—বন্ধুর বন্ধু যখন তখন তার সঙ্গে সহজ হওয়া যায় এখন অনায়াসে।

'কি সাংঘাতিক ব্যাপারটা ঘটে গেল'—ইভ্ শাম নিশ্চিন্তমনে বলতে থাকেন—'আমরা আলোচনা করছিলাম এতক্ষণ ঘটনাটি নিয়ে। সকলের মতের বিরুদ্ধে আমি এই বাড়িটা কিনেছি। অন্য কোনো বাড়ি প্রয়োজন মতন পেয়ে গেলে কিনতাম না বোধ হয়। কিন্তু প্রয়োজন মতন বাড়ি কোথায় এদিকটাতে। যে রাতে তিনি আত্মহত্যা করেন, আমি উপস্থিত ছিলাম এই বাড়িতে। কনওয়ে ছিলেন—সব সময় মনে হয়েছে কাপেলের ভূত হেঁটে বেড়াবে বুঝি এখানে'—

'একটা রহস্য সন্দেহ নেই'—আগন্তুক বলে উঠেন, তার কথা শুনে মনে হবে যেন এগুলি তিনি অত্যন্ত জরুরী কিছু খবর বলছেন। আগন্তুকের গলার স্বর শান্ত, ধীর কিন্তু অত্যন্ত স্পষ্ট।

'আপনি বলতে পারেন রহস্য, কোনো সন্দেহ নেই'—কনওয়ে বলে উঠেন—'ঘটনাটা কালো রহস্যের পর্দায় আবৃতই রয়ে গেছে—সেরকমই থাকবে বোধহয়'—

'আমিও তাই ভেবেছি'—মিঃ কুইন হাল্কাভাবে বলেন—'আচ্ছা স্যার রবার্ট, আপনি যেন কি বলছিলেন'—

'আশ্চর্য—সেটাই আমার মনে হয়েছে। একজন মানুষ তার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময়ে পৌঁছেছেন, খোলামেলা মনের লোক। পৃথিবীতে কোনো দায় নেই দায়িত্ব নেই। পাঁচ-ছজন পুরনো বন্ধু রয়েছে—ডিনারের সময় চমৎকার মেজাজ, ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় সর্বদাই উজ্জ্বল। ডিনার থেকে সোজা নিজের ঘরে চলে যান দোতলায়, একটা রিভলবার বের করে নিজেকে গুলি করে আত্মহত্যা করেন—কেন—কেউ জানে না, কেউ কোনোদিন জানতেও পারবে না।'

'কেউ জানতেও পারবে না, সেটা কি ঠিক, স্যার রবার্ট'—হাসতে হাসতেই প্রশ্ন করেন মিঃ কুইন।

'কি বলতে চাইছেন আপনি, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না'—

'যেহেতু রহস্যটির সমাধান হয় নি, তার মানে এই নয় যে কোনোদিন সমাধান হবে না, তাই না'—

'ওঃ, এতদিন যখন রহস্যের কোনো সূত্র পাওয়া যায় নি, ভবিষ্যতে কবে আর পাওয়া যাবে বলুন'—

মিঃ কুইন ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়তে থাকেন—

'না, আমি আপনার সঙ্গে একমত নই। ইতিহাসের শিক্ষা আপনার কথার বিরুদ্ধে যায়। সমসাময়িক কালের লেখা ইতিহাস কখনই পরবর্তী কালের লেখা ইতিহাসের মতন সত্য ঘটনা বিবৃত করতে পারে না। আসলে সত্যিকারের মনোভাব থাকাটাই দরকার। বলা যায় ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আপেক্ষিক, তাই না'—

আলেক্স পোরটাল সামনে ঝুঁকে বসেন, তার মুখে অদ্ভুত ব্যাথার অভিব্যক্তি রয়েছে।

'আপনি ঠিকই বলেছেন, মিঃ কুইন। আপনি ঠিকই বলেছেন—সময় কোনো সমস্যার সমাধান করে উঠতে পারে না আপনা-আপনি। শুধু নতুন নতুন সমস্যার জট পাকিয়ে নতুন চেহারা নেয় মাত্র।'

ইভ্‌শাম্ শান্তভাবে হাসতে থাকে।

'তাহলে আপনি কি বলতে চান মিঃ কুইন যে, যদি ধরুন আমরা আজ এখানে একটা বিচারের জন্য আদালতের ব্যবস্থা করি, ডেরিক কাপেলের মৃত্যুর রহস্য নিয়ে, আমরা সমাধানে পৌঁছতে পারব, যে সমাধান আমাদের আগেই পাওয়ার কথা ছিল।'

'সম্ভবতঃ মিঃ ইভ্‌শাম্—ব্যক্তিগত চিন্তা, এ ব্যাপারে তো আর নেই এখন—বরং আপনারা শুধু বিশুদ্ধ ঘটনার বিবরণ মনে করে রেখেছেন, নিজেদের রকমে সেগুলো আর ব্যাখ্যা করতে পারবেন না কোনোদিন যেগুলো, সেগুলোও।'

ইভ্‌শামকে মনে হল চিন্তিত, যেন অস্বস্তিবোধ করছেন তিনি।

'কোনো একটা জায়গায় শুরু করতে হবে তো।' মিঃ কুইন শান্ত ভাবে বলতে থাকেন—'শুরু করাটাই হবে কোনো সমাধানের সূত্রে নির্ভর করে। আমারও তাই মনে—আপনি কি বলেন স্যার রবার্ট।'

কনওয়েকে চিন্তিত মনে হল।

'হ্যাঁ, সে তো নিশ্চয়ই'—ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে বলে উঠেন তিনি। 'আমরা ভেবেছিলাম, সত্যি বলতে কি আমরা সবাই ভেবেছিলাম যে, এই ঘটনার পিছনে কোনো একজন মহিলা নিশ্চয়, আছেন। হয় মেয়ে নয় তো অর্থ, দুটোর একটা তো হবে নিশ্চয় তাই না। এক্ষেত্রে টাকার কোনো ব্যাপারই নেই। সেরকম কোনো অসুবিধার কথা শুনি নি তো আমরা—তাহলে কি হতে পারে তাছাড়া'—

মিঃ স্যাটারথওয়েইট চমকে উঠলেন মনে মনে। কথোপকথনের মধ্যে কিছু একটা বলার জন্যে একটু সামনের দিকে ঝুঁকেছিলেন তিনি চেয়ারে বসে। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল যে দোতলার বারান্দায় একজন কেউ আবছা অন্ধকারে লুকিয়ে রয়েছে। রেলিং এবং থামের আড়ালে বসে কেবলমাত্র তিনি যেখানটিতে বসে রয়েছেন সেখানটি ছাড়া অন্য কোনো জায়গা থেকে চোখে পড়বে না। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে সেই লুকোনো মূর্তিটি কান খাড়া করে শুনছে তাদের কথোপকথন। এমন নিঃশব্দ নিশ্চুপ পাথরের মতন দাঁড়িয়ে রয়েছে সে যে প্রথমে মিঃ স্যাটারথওয়েইট ভেবেছিলেন চোখের ভুল হবে বা। কিন্তু একটু পরেই সেই লুকিয়ে থাকা মানুষটির পোশাক তাঁর নজরে পড়াতেই চিনতে পারলেন তিনি—হ্যাঁ, প্রাচীন সুন্দর ব্রোঞ্জের পোষাক—হ্যাঁ, এবার স্পষ্ট চিনতে পারলেন তিনি, মানুষটি এলিওনর পোর্টাল।

এই ছোট্ট ঘটনাটা ঘটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখের সামনে

একটা পর্দা যেন খুলে গেল। সবকিছু একটা নিজস্ব পরিকল্পনা-মাফিক ঘটছে যেন আজকের সন্ধ্যায়। মিঃ কুইনের আগমনে, হঠাৎ কোনো ব্যাপার নয়। কিন্তু যেন অভিনয়ের ঠিক জায়গাটিতে অভিনেতা স্টেজে দেখা দিলেন। আজ রাতে রয়স্টোন্‌-এ কোনো নির্দিষ্ট নাটক অভিনীত হয়ে চলেছে, খুবই জীবন্ত নাটক, যে নাটকের একটি চরিত্র আজ মৃত। ও, হ্যাঁ, ডেরিক কাপেলেরও নিশ্চয় একটা চরিত্র ছিল আজকের নাটকে। এতক্ষণে মিঃ স্যাটারথওয়েইট একেবারে নিঃসন্দেহ হয়েছেন আজ।

পরক্ষণে আবার নতুন আলোকাপাত ঘটল তাঁর মনে। হ্যাঁ, এই নাটকটি পরিচালনা করছেন মিঃ কুইন স্বয়ং। তিনিই নাটকের লেখক এবং পরিচালক, প্রযোজকও, চরিত্র ভাগ করে দিচ্ছেন তিনিই। তিনিই রয়েছেন রহস্যমঞ্চের মধ্যখানটিতে, তিনিই আড়াল থেকে সূতো নাড়ছেন, সূতোতে বাঁধা চরিত্রগুলো স্টেজে এসে অভিনয় করে যাচ্ছে। তিনি এখানে উপস্থিত সকলকেই চেনেন, এমন কি দোতলার বারান্দায় একাকিনী এলিয়নর পোর্টাল যিনি কাঠের রেলিং-এর আড়ালে লুকিয়ে রেখেছেন নিজেকে। হ্যাঁ তিনি ঠিকই ধরেছেন।

চেয়ারে আবার আরাম করে বসে পড়লেন মিঃ স্যাটারথ্‌ওয়েইট, দর্শকের ভূমিকায় তিনি। সামনে অনুষ্ঠিত নাটকের রহস্য একের পর এক উন্মোচিত হতে থাকুক তাঁর সামনে। শান্ত, স্বাভাবিকভাবে বসেই রইলেন তিনি।

'একজন মহিলা বললেন,—আচ্ছা সেদিনকার ডিনার টেবিলে কাপেল কোনো মহিলার উল্লেখ করেন নি'—

'করেছিলেন তো'—ইভ্‌শাম্‌ বলে উঠেন—'তিনি তাঁর বিয়ে ঠিক হওয়ার গল্প করেছিলেন। আরে সেজন্যেই তো সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন পাগলামির মতন মনে হচ্ছে সকলের। বিয়ে সম্বন্ধে কি উৎসাহ দেখিয়েছিলেন সেদিন। বলেছিলেন ব্যাপারটা এখনই ঘোষণা করবার দরকার নেই। কিন্তু একটা আভাষ দিয়েছিলেন যে

তিনি নির্বাচনে দাঁড়াবেন।'

'আমরা সবাই অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে মহিলাটি কে সেটা আঁচ করে নিয়েছিলাম, সুন্দর মেয়েটি, মারজোরি ডিল্‌কে', কনওয়ে বলেন—

মনে হল যেন মিঃ কুইন কিছু বলবেন, কিন্তু কিছু বললেন না তিনি, কিন্তু তাঁর এই চুপ করে থাকার অর্থ অন্যরূপ দাঁড়ায়। যেন বা তিনি কনওয়ের বক্তব্যের সঙ্গে ঠিক একমত নন। কনওয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের ভঙ্গীতে আবার বলে উঠেন,—

'তা ছাড়া আর কেই বা হতে পারে—বলুন তো ইভ্‌শাম্'—

'আমি জানি না'—ধীরে ধীরে বলে ওঠেন ইভ্‌শাম্—'কি বললেন যেন এক্ষুনি, নির্বাচনে দাঁড়ানোর কথা, তাই না। যে কারণে মহিলাটির নাম সমস্ত কিছু ঠিক হয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত বলাটা উচিৎ হবে না বলেছিলেন। আমার স্পষ্ট মনে আছে তিনি নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান—এরকম কি যেন বলেছিলেন। তাঁর দুজন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে বলতে চেয়েছিলেন যে এক বছরের মধ্যেই তিনি অত্যন্ত সুখী বিবাহিত জীবন যাপন করতে যাচ্ছেন। একথা ঠিকই যে আমরা সবাই ধরেই নিয়েছিলাম যে মহিলাটি মারজোরি ডিল্‌কেই হবেন। ওঁরা দুজনে খুবই বন্ধু ছিলেন পরস্পর, দেখা সাক্ষাৎও ঘন ঘন হত দুজনের—

শুধু 'একটা ব্যাপার'—কি যেন বলতে গিয়েও থেমে গেলেন কনওয়ে।

'ডিক, কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন আপনি'—

'মানে, খুবই অদ্ভুত মনে হবে ভাবলে, যে যদি মারজোরই হত তাহলে তো সঙ্গে সঙ্গে বিয়ের কথা ঘোষণা করতে অসুবিধা ছিল না, তাই না। অর্থাৎ ওই গোপনতার কারণটা আসলে কি? বরং মনে হবে যেন কোনো বিবাহিতা মহিলার সঙ্গে প্রণয়ের ব্যাপার। হয় তো যাঁর স্বামী সদ্য মারা গেছেন, কিংবা বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটতে চলেছে যাঁর'—

'সেটা ঠিকই'—ইভ্‌শাম্ বলেন—'সেরকম একটা ব্যাপার ঘটলে

অবশ্য সব কিছু ঠিক না করে বিয়ের ঘোষণা করা সম্ভব ছিল না। তবে কি জানেন, অতীতের দিকে তাকালে এখন ভাবি যে ওই সময়টাতে কাপেল কিন্তু মারজোরির সঙ্গে খুব একটা ঘনিষ্ঠ ছিল না। যা কিছু ঘনিষ্ঠতা ছিল আগের বছরের। আমার মনে আছে ওদের দুজনের মধ্যে সম্ভবতঃ সম্পর্কটা তেমন উষ্ণ ছিল না সেই সময়ে।'

'বেশ কৌতূহলোদ্দীপক'—মিঃ কুইন বললেন।

'হ্যাঁ, মনে হবে যেন দুজনের মধ্যে অন্য কারও আবির্ভাব হয়েছিল।'

'অন্য কোনো মহিলা কি'—চিন্তিতস্বরে বললেন কনওয়ে।

'আশ্চর্য'—ইভ্‌শাম্ বলেন—'আপনি জানেন, সেদিন ডেরেককে অস্বাভাবিক তৃপ্ত এবং খুশী দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যেন আনন্দের সমুদ্রে ডুবে আছেন! তবুও—ঠিক্ বোঝাতে পারব না, কেমন যেন অন্যরকমও দেখাচ্ছিল। বেপরোয়া ধরনের কী রকম যেন'—

'ভাগ্যকে অস্বীকার করার মতন বেপরোয়া'—ভারী গলায় বলেন আলেক্স পোরটাল।

পোরটাল কি ডেরেক কাপেলের কথাই বললেন, না কি নিজের কথা বললেন—মিঃ স্যাটারথ্‌ওয়েইটের তার দিকে লক্ষ্য করে মনে হল নিজের কথাই বলছেন বুঝি বা পোরটাল। হ্যাঁ ওকে দেখে মনেই হচ্ছে যে তিনি ভাগ্যকে অস্বীকার করে চলেছেন।

মিঃ স্যাটারথ্‌ওয়েইটের কল্পনা ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে যাচ্ছিল—কিঞ্চিৎ মদ্যপানও ইন্ধন যোগাচ্ছিল তাঁর সেই প্রয়াসে। নাটকের এই সময়টিতে যে অভিনয় ঘটে গেল, সেই অভিনয় এতক্ষণ ভুলে থাকা তার গোপন লক্ষ্যের দিকে হঠাৎই টেনে নিয়ে গেল তাঁর দৃষ্টি। মিঃ স্যাটারথ্‌ওয়েইট উপরের দিকে তাকালেন, হ্যাঁ, তিনি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। নিবিষ্টভাবে শুনছেন তাদের কথাবার্তা, নিশ্চুপ, নিস্পন্দ, স্তব্ধ, মৃত মহিলার মতন।

'ঠিকই বলেছেন'—কনওয়ে বলেন, 'কাপেল সেদিন উত্তেজিত

ছিলেন সন্দেহ নেই। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। আমাকে বলতে হলে আমি বলব যে অনেক অসুবিধার মধ্যেই তিনি বাজী ধরেছিলেন এবং জিতেওছিলেন বাজী'—

'হয় তো, খুব শিগগিরই যে কাজটি করতে যাচ্ছিলেন তার জন্যে সাহস সঞ্চয় করছিলেন তিনি'—পোরটাল প্রস্তাব করেন এবং যেন বা নিজের কথার সমর্থনে নিজেই উঠে আর এক পাত্র মদ ঢেলে নেন নিজের গ্লাসে।

'নাঃ, সেরকম ব্যাপারই নয়। আমি শপথ করে বলতে পারি যে ওইরকম কিছু ভাবেন নি তিনি সেই সময়ে। বরং কনওয়েই ঠিক বলেছেন। একজন সফল জুয়ারী তার সাফল্যে নিজেই অবাক হয়ে গেছেন—এইরকম একটা মানসিকতা আর কি'—বললেন দ্রুত ইভ্‌শাম্।

কনওয়ে ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলে ওঠেন—'আর ঠিক তার দশ মিনিট পরেই'—

ওরা সবাই নীরবে বসে রইলেন। ইভ্‌শাম্ টেবিলের উপরে একটা ঘুষি মেরে বলে ওঠেন—'ওই দশটি মিনিটের মধ্যে কিছু একটা ঘটে গিয়েছিল নিশ্চয়ই। নিশ্চয় ঘটেছিল, কিন্তু কি সেটা—আচ্ছা আসুন আমরা সবাই আর একবার সেদিনকার ঘটনাটার পর্যালোচনা করি। আমরা সবাই কথা বলছিলাম সেদিন। কথার মধ্যেই হঠাৎ কাপেল উঠে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন'—

'কেন'—জিজ্ঞাসা করেন মিঃ কুইন।

মিঃ কুইনের প্রশ্নে চমকে ওঠেন ইভ্‌শাম্, 'কি বললেন'—

'না, আমি শুধু জিজ্ঞাসা করেছিলাম—কেন', মিঃ কুইন উত্তর দেন—

ইভ্‌শাম্ সেদিনকার কথা ঠিকমতন মনে করার চেষ্টা করছেন বেশ বোঝা যাচ্ছিল।

'সেদিন অবশ্য ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় নি। হ্যাঁ—ও, সেই চিঠিপত্র—আপনার কি মনে পড়ছে ঝনঝন করে বেলটি বেজে

উঠলে আমরা কেমন উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম। তিনদিন ধরে তুষার পড়ছিল ক্রমাগত, মনে আছে—অনেক বছরের মধ্যে রেকর্ড তুষারঝড় বইছিল। সব রাস্তাগুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কোনো খবর নেই, কোনো কাগজ নেই, চিঠিপত্র নেই। সে একটা আটক অবস্থা বটে। কাপেল বাইরে গিয়েছিলেন দেখতে যে সত্যি কোনো কাগজপত্র এসেছে কি না। ফিরে এলেন একগাদা কাগজ, চিঠিপত্র নিয়ে—প্রথমেই কাগজটা খুলে তিনি কোনো বিশেষ সংবাদ আছে কি না জানার জন্যে। তারপরই উপরতলায় উঠে যান হঠাৎই। মিনিট তিনেকের মধ্যেই আমরা একটা গুলির শব্দ পাই—না, অবর্ণনীয়, কিছুতেই বোঝা গেল না'—

'না বোঝার মতন ব্যাপার নয়'—পোরটাল বলে ওঠন—'নিশ্চয়ই কোনো অপ্রত্যাশিত খবর এসেছিল কোনো চিঠিতে। নিশ্চয়ই এসেছিল আমি বলব'—

'ওঃ, ভাববেন না আমরা অত সহজ একটা সম্ভাবনার কথা ভাবি নি। করোনারের প্রথম প্রশ্নটাই ছিল সেটা। কিন্তু কাপেল একটি চিঠিও খোলেন নি। সব চিঠিপত্রগুলো ড্রেসিং টেবিলের উপরে বন্ধ অবস্থায় পড়েছিল'—

পোরটালকে মনে হল অবাক হয়ে গেছেন।

'আপনারা ঠিক বলছেন যে, একটিও চিঠি তিনি খোলেন নি। হয় তো খুলেছিলেন, তারপর নষ্ট করে ফেলেছিলেন এমনও তো হতে পারে।'

'না, আমি সে বিষয়ে একেবারে নিশ্চিত। অবশ্য তা হলে তো একটা স্বাভাবিক সমাধানের সূত্র পাওয়াই যেত, তাই না। না, সবকটা চিঠি বন্ধ অবস্থায় পড়েছিল। কোনো কাগজ পোড়ানো হয় নি—কিছু ছিঁড়ে ফেলা হয় নি—জানেন ওই ঘরে আগুনের কোনো ব্যবস্থাই ছিল না'—

পোরটাল মাথা নাড়তে থাকেন।

'অস্বাভাবিক'—

'সব মিলিয়ে ব্যাপারটা বীভৎসই বলব আমি।' ইভ্‌শাম্ নিচুগলায় বলতে থাকেন—'কনওয়ে আর আমি গুলির শব্দ শুনে ছুটে উপরে গিয়েছিলাম। ওকে দেখে বলতে গেলে মূর্ছা যাওয়ার মতন অবস্থা হয়েছিল আমার'—

'পুলিসকে টেলিফোন করা ছাড়া আর কিছুই বোধহয় করার ছিল না, তাই না'—মিঃ কুইন বলেন।

'আরে রয়স্টনে তখন টেলিফোন কোথায়। আমি বাড়িটা কেনার পরে তো টেলিফোন আনিয়েছি। ভাগ্য ভালো যে স্থানীয় কনস্টেবলটি তখন আমাদের রান্নাঘরেই উপস্থিত ছিল। কনওয়ে মনে পড়ছে, কাপেলের কুকুরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় কুকুর 'রোভার' আগের রাত্রে চলে গিয়েছিল। রাস্তার একজন ড্রাইভার একটা মৃত কুকুর অর্ধেকটা তুষার স্তূপের নীচে চাপা পড়ে আছে দেখতে পেয়ে থানায় জমা দেন। থানার লোকজনেরা কুকুরটাকে চিনতে পারে কাপেলের বলে। ফলে কনস্টেবলটি ওটা নিয়ে রয়স্টনে আসছিল। গুলির শব্দ হওয়ার মিনিটখানেক আগেই মাত্র সে এসে পৌঁছেছিল রয়স্টনে। সেই কারণেই আমাদের অনেকটা সুবিধা হয়ে গিয়েছিল।'

'ওঃ ঈশ্বর, কি ভয়ংকর তুষার ঝড়'—কনওয়ে স্মৃতি রোমন্থন করতে থাকেন। বছরের এই সময়টাই হবে তাই না, জানুয়ারি মাস'—

'না, ফেব্রুয়ারি হবে। এক মিনিট, তারপরই তো আমরা বিদেশে চলে গিয়েছিলাম তাই না।'

'আমার মনে হয় জানুয়ারি মাসই হবে। আমার শিকারী নেড্, আপনার নেড্ কে মনে আছে তো। জানুয়ারির শেষ দিকটাতেই পা ভেঙে ফেলেছিল। এই ঘটনাটির ঠিক পরপরই ঘটেছিল ব্যাপারটা'—

'তাহলে জানুয়ারির শেষাশেষি হবে। আশ্চর্য না, কয়েক বছরের মধ্যেই দিনক্ষণ কেমন গুলিয়ে যায়'—

'দিনক্ষণ মনে করে রাখাটা খুবই কঠিন ব্যাপার সন্দেহ নেই। যদি না কোনো রাজনৈতিক হত্যা কিংবা খুনের বিচারের সঙ্গে সেটাকে জড়িয়ে না রাখা যায়।'

'সে তো নিশ্চয়ই'—কনওয়ে হঠাৎ আবিষ্কারের মতন চীৎকার করে ওঠেন—'হ্যাঁ, মনে পড়েছে ঘটনাটা আপলটন বিচারের ঠিক আগে'—

'বিচারের ঠিক পরপরই, তাই না'—

'না, না, মনে পড়ছে না আপনার। কাপেল চিনতেন আপলটনদের। বৃদ্ধ আপলটনের সঙ্গে আগের বসন্তেই কয়েকদিন কাটিয়ে এসেছিলেন তিনি। মারা যাওয়ার মাত্র সপ্তাহখানেক আগে মাত্র। একদিন আপলটনদের সম্পর্কে গল্প বলছিলেন কাপেল। বৃদ্ধ মানুষটির নানারকম বদখেয়ালের গল্প, তরুণী মিসেস্ আপলটনের ওই বৃদ্ধকে নিয়ে দিন কাটানো কেমন কষ্টকর এইসব গল্পগাছা করেছিলেন মনে আছে। তখন তো আর কেউ সন্দেহ করে নি মিসেস্ আপলটনকে তার স্বামীর মৃত্যু সম্পর্কে'—

'কি কাণ্ড, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমার স্পষ্ট মনে আছে সেদিনকার কাগজেই একটা খবর ছিল যে বৃদ্ধ আপলটনের দেহ কবর থেকে বের করে পরীক্ষা করার জন্যে আদেশ দিয়েছে আদালত। অবশ্য এক ঝলক দেখেছিলাম খবরটা, কারণ তখন আমার সমস্ত মনোযোগ ছিল মৃত ডেরেক কাপেলের শরীরের দিকে'—

'খুব স্বাভাবিক কিন্তু অদ্ভুত একটা মানসিক অবস্থা সন্দেহ নেই'—মিঃ কুইন বললেন—'যখন মনের উপরে খুব চাপ পড়ে, মন তখন হয় তো কোনো একটা গুরুত্বহীন ব্যাপার লক্ষ্য করে রাখে, যে ব্যাপার দীর্ঘকাল ধরে মনে থেকে যায়। কারণ ওই সময়ের মানসিক চাপের স্মৃতির সঙ্গে জুড়ে থাকে ঘটনাটা। হয় তো খুঁটিনাটি মনে থাকে না কিন্তু মোটামুটি ব্যাপারটা মনে থাকবেই।'

'আপনি অদ্ভুত কথা বলছেন, মিঃ কুইন' কনওয়ে বলেন—'যখন আপনি বলছিলেন, আমি যেন স্পষ্ট নিজেকে দেখতে পেলাম

কাপেলের ঘরে দাঁড়িয়ে আছি—ডেরেক মেঝেতে পড়ে আছেন। মৃত—যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম সেই বড় গাছটা জানলা দিয়ে। সেই গাছের বিশাল ছায়া পড়েছে চারদিকের সাদা বরফের আস্তরণের উপর, আর হ্যাঁ, নেই জ্যোৎস্না, তুষারস্তূপ। গাছের দীর্ঘ ছায়া। সব যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তেও। হ্যাঁ, এত স্পষ্ট যেন পেন্সিল ধরলে হুবহু এঁকে দিতে পারব,। অথচ বুঝতেই পারি নি তখন যে ওই ভয়ংকর পরিস্থিতিতে ওইসবের দিকে আদৌ চোখ গিয়েছিল কি না আমার'—

'ডেরেকের ঘরটা তো, গাড়িবারান্দার উপরের বড় ঘরটা, তাই না',—মিঃ কুইন প্রশ্ন করেন।

'হ্যাঁ, আর বড় গাছ ঠিক কোণায়, যেখান থেকে গাড়ির রাস্তাটা বেঁকে গেছে'—

মিঃ কুইন মাথা ঝাঁকালেন। যেন সন্তুষ্ট হয়েছেন উত্তরটা শুনে। মিঃ স্যাটারথ্‌ওয়েইট ভিতরে ভিতরে অদ্ভুত রোমাঞ্চ অনুভব করলেন। এতক্ষণে তিনি বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন যে, মিঃ কুইনের প্রত্যেকটি কথা, হাবভাব, প্রশ্ন, প্রত্যেকটির কোনো না কোনো বিশেষ অর্থ রয়েছে। কোনো বিশেষ নির্দেশের দিকে চালিত করে নিয়ে যাচ্ছেন সমস্ত কথোপকথন। কিন্তু কি সেই নির্দেশ মিঃ স্যাটারথ্‌ওয়েইট বুঝতে পারছেন না এখনই। কিন্তু কে যে সেই সারথী সেটা অন্তত ধরতে পেরেছেন তিনি।

সব যেন স্তব্ধ হয়ে গেল এক মিনিট, তারপরই আবার ইভ্‌ শাম্‌ আগের বিষয়ে বলতে থাকেন।

—হ্যাঁ, সেই আপলটন বিচার, আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে এখন। কি আলোড়ন ফেলেছিল সেই সময়ে। অবশ্য মিসেস আপলটন ছাড়া পেয়ে গিয়েছিলেন ঠিকই। তাই না, সুন্দরী মহিলা, খুবই সুন্দরী ছিলেন'—

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মিঃ স্যাটারথ্‌ওয়েইটের চোখ উপরের বারান্দার দিকে চলে গেল, যেখানে একটা শরীর অন্ধকারের আড়ালে

চুপটি করে লুকিয়ে রয়েছে। তার কি চোখের ভুল হল দেখতে। নাকি সত্যি সত্যি তিনি দেখলেন যে ইভ্ শামের কথা শুনে শরীরটা যেন কুঁকড়ে গেল একটা। কোনো একটা ভারী বস্তুর আঘাত পেলে যেমন হয়। সত্যি কি তিনি দেখলেন যে একটা হাত বেরিয়ে এসে রেলিংটাকে চেপে ধরল প্রাণপন। না কি চোখের ভুল দেখলেন তিনি।

কাঁচ ভাঙার শব্দে সম্বিত ফিরল তার। আলেক্স পোরটাল আর একবার মদ্যপান করতে গিয়ে মদ ঢালার ডিক্যানটারটা হাত থেকে ফেলে ভেঙে ফেলেছেন।

'খুবই দুঃখিত—কি যে হয়েছে আমার, বুঝতে পারছি না'—

ইভ্ শাম্ পোরটালের ক্ষমাপ্রার্থনা উড়িয়েই দিলেন।

—'ঠিক আছে। ঠিক আছে। আশ্চর্য। এই কাঁচ ভাঙার শব্দে মনে পড়ে গেল আমার। হ্যাঁ, মহিলাটিও তো তাই করেছিলেন। মিসেস আপলটন, মদের ডিক্যানটা ভেঙে ফেলেছিলেন তিনি';—

'হ্যাঁ, বৃদ্ধ আপলটন প্রত্যেকদিন রাত্রে একটু মদ্যপান করতেন। তার মৃত্যুর পরের দিন বাড়িরই একজন ভৃত্য দেখতে পায় যে, মিসেস আপলটন ইচ্ছে করেই ডিক্যানটারটা ভাঙছেন, কানাঘুষা চলতে থাকে সেই থেকেই। সবাই জানত যে মহিলাটির জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে বৃদ্ধের সঙ্গে বিয়ে হয়ে। গুজব ছড়াতেই থাকে। ছড়াতেই থাকে। পরে প্রায় কয়েক মাস পরে আপলটনের একজন আত্মীয় আদালতে নালিশ করে কবর খুঁড়ে মৃতদেহ পরীক্ষা করার আদেশ চান—পরে দেখা গেল সত্যি সত্যি বুড়োকে কেউ বিষ খাইয়েছিল। আর্সেনিক—তাই না'—

'না। স্ট্রিকনিন—আমার তো সেরকমই মনে পড়ছে, যাই হোক না কেন, হ্যাঁ, বিষ পাওয়া গিয়েছিল। আর মাত্র একজনেরই সম্ভাবনা ছিল, বিষ দিতে পারার। মিসেস আপলটন মামলা লড়েছিলেন আদালতে। পরবর্তীকালে ওনাকে ছেড়ে দেয়া

হয়। কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি তো তার বিরুদ্ধে। নির্দোষের হাজারো প্রমাণ ছাড়া। এককথায় বলা যায় মহিলাটি ভাগ্যবতী। আমার নিজের তো কোনো সন্দেহই ছিল না যে মহিলাটিরই কীর্তি। যাই হোক মহিলাটির কি হল পরবর্তীকালে।'

'যতদূর জানি কানাডায় চলে গিয়েছিলেন তিনি। না, কি অস্ট্রিয়ায়, ঠিক জানি না। তার কোন্ কাকা না মামা ওখানে থাকেন যিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন মহিলাটিকে। ওইরকম পরিস্থিতিতে সবচেয়ে ভালো কাজ করেছিলেন সেটা'—

মিঃ স্যাটারথ্‌ওয়েইট মজা পেলেন দেখে যে আলেক্স পোরটাল কত জোরে মদের গ্লাসটি ধরে আছেন—মনে মনে বলেন মিঃ স্যাটারথ্‌ওয়েইট—'সাবধান না হলে দু-এক মিনিটের মধ্যেই ভাঙবে ঠিকই—কি আশ্চর্য সব ঘটনা—বাবা!

ইভ্ শাম্ উঠে নিজের জন্যে একটু মদ ঢেলে নেন।

'না; আমরা ডেরেক কাপেলের মৃত্যুর রহস্য ভেদ করা থেকে একই দূরত্বে থেকে গেছি।' ইভ্ শাম্ বলেন—'অনুসন্ধান যা হয়েছিল তাতে কোনো লাভই হয় নি, তাই না মিঃ কুইন'—

মিঃ কুইন হেসে ফেলেন। একটা অদ্ভুত দর্শনের হাসি, ব্যঙ্গ করছে অথচ করুণ। সবাইকে চমকে দেয় সেই হাসি।'

'ক্ষমা করবেন। আপনি এখনও অতীতের রোমন্থন করেই চলেছেন মিঃ ইভ্ শাম্। আপনি আগে থেকেই ধারণা ঠিক করে বসে আছেন—কিন্তু বাইরের লোক আমি। একজন আগন্তুকমাত্র, আমি শুধু ঘটনাই দেখেছি বাস্তব সম্মতভাবে'—

'ঘটনা বললেন'—

'হ্যাঁ, বাস্তব ঘটনা।'

'কি বলতে চাইছেন আপনি'—ইভ্ শাম্ বলে ওঠেন। 'আমি ঘটনা পরম্পরার একটা সঠিক চিত্রায়ন দেখতে পাচ্ছি। আপনারা সবাই যেভাবে রেখাচিত্র আঁকলেন তার থেকে। আসুন বছর দশেক পিছিয়ে যাই আমরা। সম্পূর্ণ নিরাসক্ত নিরপেক্ষভাবে।' মিঃ

কুইন বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন। উঠে দাঁড়াতেই তাকে অসম্ভব দীর্ঘ মনে হল তাকে। তার পিছনে চিমনিতে আগুন যেন ঝলসে উঠল। দৃঢ়স্বরে বলতে থাকেন তিনি।

'আপনারা সবাই ডিনারে বসেছেন। ডেরেক কাপেল আপনাদের কাছে তার বিয়ের খবর বললেন। আপনারা ভাবলেন মহিলাটি মারজোরি ডিলকে। এখন কিন্তু অতটা নিঃসন্দেহ নন তখন যেমন ছিলেন। কাপেল সেদিন ভাগ্যকে অস্বীকার করার মতন ব্যবহার করছিলেন। উত্তেজিত দেখাচ্ছিল তাকে। আপনাদেরই ভাষায় বলা য়েতে পারে যে অনেক অসুবিধার মধ্যেই বড় বাজী একটা জিতেছেন তিনি। বেশ, তারপর। তারপর বেল বাজল। কাপেল বাইরে গেলেন। প্রত্যাশিত ডাক নিয়ে আসতে। তিনি তার একটা চিঠিও খোলেন নি বলছেন আপনারা। কিন্তু আপনারা সবাই মনে করতে পারছেন যে তিনি খবরের কাগজটি খুলে পড়েছিলেন। এটা দশ বছর আগের ঘটনা সুতরাং এখন জানার উপায় নেই। সেদিনকার কাগজে কোনো বিশেষ সংবাদ ছিল, কোনো ভূমিকম্প, দূরে কোথাও, কিংবা কাছের কোথাও কোনো রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। একটা খবরই আমরা জানতে পারছি যে সেদিনকার কাগজে একটা খবর ছিল যে আদালত আপলটনের কবর খুঁড়ে মৃতদেহ পরীক্ষা করার আদেশ দিয়েছে দিন তিনেক আগে। কেমন'—

'কি বললেন'—

মিঃ কুইন সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বলতেই থাকেন—'ডেরেক তার ঘরে চলে যান। সেখানে জানলা দিয়ে তিনি কিছু দেখতে পান। স্যার রিচার্ড কনওয়ে বলেছেনযে পর্দাটা টানা ছিল না। আর জানলা দিয়ে বাড়িতে ঢোকার রাস্তা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। কি দেখেছিলেন তিনি। কি সেটা, যা দেখে তাকে আত্মহত্যা করতেই হয়েছিল।'

'কি বলতে চান আপনি'—ডেরেক কি দেখেছিলেন জানলা দিয়ে'—

'আমার মনে হয়'—মিঃ কুইন বলেন—'তিনি পুলিসের লোকটিকে দেখেছিলেন—যে পুলিসের লোকটি মৃত কুকুরটা নিয়ে এসেছিল—কিন্তু ডেরেক কাপেল জানতেন না সেটা—তিনি শুধু দেখতে পেয়েছিলেন যে একজন পুলিসম্যান তার বাড়িতে আসছে'—

অনেকক্ষণ কোনো সাড়াশব্দ উঠল না ঘরে। অনেকটা সময় লাগল মিঃ কুইনের বক্তব্য বুঝতে সবাইকে।

'কি সর্বনাশ'—ইভ্ শাম্ ফিসফিস করে বলতে থাকেন—'আপনি নিশ্চয়ই বলতে চাইছেন না যে—আপলটনকে—না, সেই সময়টাতে ডেরেক তো ঘটনাস্থলে উপস্থিতই ছিলেন না যখন আপলটন মারা যান। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে একাই ছিলেন তখন'—

'কিন্তু এক সপ্তাহ আগে তো ছিলেন আপলটনের বাড়িতে। হাইড্রোক্লোরাইড অবস্থা ছাড়া স্ট্রিকনিন বিষ কিন্তু সহজে গলে না। মদের বোতলে মিশিয়ে দিলে, তার বেশির ভাগ অংশটাই হয় তো শেষ গ্লাস মদের সঙ্গেই খাওয়া পড়ে। হয় তো এক সপ্তাহ পরে—ডেরেকের ফিরে আসার পরে।'

পোরটাল এক লাফে মিঃ কুইনের সামনে এসে দাঁড়ান—তার গলার স্বর ভারী হয়ে গেছে। চোখ লাল—

'মিসেস আপলটন ডিক্যানটারটা ভেঙে ফেলেছিলেন কেন তাহলে। সেটা বলুন তো'—

সেদিন এই প্রথম মিঃ কুইন মিঃ স্যাটারথ্ওয়েইট-এর দিকে তাকিয়ে উত্তর দেন—

'আপনার তো জীবনের অভিজ্ঞতা হয়েছে বিরাট। হয় তো আপনি এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে পারবেন আমাদের'—

মিঃ স্যাটারথ্ওয়েইটের গলার স্বর কেঁপে গেল একটু। না, শেষ অবধি নাটকে তার চরিত্রের ডাক পড়ল তাহলে। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সংলাপ বলতে হবে তাকে। এখন তিনি আর দর্শক নন। অভিনেতা একজন—

'আমার যা মনে হচ্ছে'—বিনীতভাবে শান্ত ভাষায় বলতে থাকেন তিনি—তিনি ডেরেক কাপেলকে ভালোবাসতেন। মহিলাটি ভালোমানুষ ছিলেন, ডেরেককে বাড়িতে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। স্বামী মারা গেলে তিনি সন্দেহ করতে শুরু করলেন। ফলে যাকে তিনি ভালোবাসতেন তাকে বাঁচানোর জন্যে তার বিরুদ্ধে যেতে পারে এমন সূত্র নষ্ট করে দিতে চেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে কাপেল হয় তো তাকে বিশ্বাস করতে পেরেছিলেন যে তার সন্দেহটা অমূলক এবং বিবাহের সম্মতিও নিশ্চয় আদায় করেছিলেন। কিন্তু তা সত্বেও ব্যাপারটা ঝুলিয়ে রাখছিলেন—মহিলাদের আমার যা ধারণা ষষ্ঠেন্দ্রিয় খুঁব তীক্ষ্ণ থাকে'—

মিঃ স্যাটারথ্‌ওয়েইট তার সংলাপটি পাঠ করলেন। হঠাৎ তিনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনতে পেলেন।

'হায় ভগবান—শব্দটা কিসের।' মিঃ স্যাটারথ্‌ওয়েইট বলে দিতেই পারতেন যে সেটি এলিয়নর পোরটালের দীর্ঘনিঃশ্বাস উপরের বারান্দা থেকে আসছে। কিন্তু যাই হোক বোধ তার খুবই সূক্ষ্ম, ফলে এটা বলা সম্ভব হল না তার ক্ষেত্রে।

মিঃ কুইন হাসছিলেন—

'যাকগে যাকগে, এতক্ষণে আমার গাড়িটা মেরামত হয়ে ফিরে এসেছে। অনেক ধন্যবাদ আপনাদের, মিঃ ইভ্‌শাম্! আমি আশা করি আমার বন্ধুর জন্যে কিছু অন্তত করে গেলাম'—

উপস্থিত সকলে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন তার দিকে।

'আরে ঘটনার সেই দিকটা কি সত্যিই আপনারা খেয়াল করেন নি। ডেরেক কাপেল মহিলাটিকে যথার্থই ভালোবাসতেন। এত গভীর ছিল ভালোবাসা যে খুন করতেও দ্বিধা করেন নি। যখন সেই অপরাধের কারণে শাস্তি ভোগ করার সময় হয়েছে বলে মনে হয়েছে তার, অবশ্য ভুল করে যে পুলিস তাকে ধরতে আসছে, তখন

আত্মহত্যা করেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মহিলাটিকে ফেলে যান যাবতীয় গণ্ডগোলের সম্মুখীন হতে।'

'মহিলাটি তো ছাড়া পেয়েছিলেন'—বিড়বিড় করেন ইভ্‌শাম্‌। 'হ্যাঁ, তার কারণ কোনো কিছুই প্রমাণ করা যায় তার বিরুদ্ধে—তবে সে তো তিনি মুক্তি পেয়েছিলেন আদাতলের কাছ থেকে। আমার মনে হয়, আজ অবধি নিশ্চয় তাকে সন্দেহের অভিশাপ বহন করতে হচ্ছে।'

পোরটাল দুহাতে মুখ ঢেকে একটা চেয়ারে বসে পড়েন।

কুইন স্যাটারথ্‌ওয়েইট-এর দিকে তাকিয়ে থাকেন কিছুক্ষণ। তারপর বলেন,—

'মিঃ স্যাটারথ্‌ওয়েইট—আমি আপনাকে সুপারিশ করব মূকাভিনয়ের দিকে নজর রাখুন। এই শিল্পের ধারাটি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আজকাল, মুছে যাচ্ছে। কিন্তু লক্ষ্য করার মতন বিষয়টি। মূকাভিনয়ের ভিতরের বক্তব্য বুঝে ওঠা হয় তো একটু কঠিন। কিন্তু জানেন তো যা শাশ্বত তা চিরকালই শাশ্বত। আপনাদের সকলের কাছে বিদায়—শুভরাত্রি।'

ওরা দেখতে পেলেন ঠিক যেমনভাবে এসেছিলেন তেমনভাবেই মিঃ কুইন অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেলেন। ঠিক আগের মতনই দরজার উপরের রঙিন কাঁচের প্রতিফলনে রঙের বিচ্ছুরণ ঘটে গেল তার অবয়বে। রামধনুর মতন—

মিঃ স্যাটারথ্‌ওয়েইট উপরতলায় তাঁর নিজের জন্য নির্দিষ্ট ঘরটিতে উঠে আসেন।

ঘরে ঢুকে জানলাটা বন্ধ করতে চান তিনি কারণ বাইরে ভীষণ ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। জানলা বন্ধ করতে গিয়ে তিনি দেখতে পান মিঃ কুইন গাড়ি চলার রাস্তা দিয়ে বাড়ির বাইরে চলে যাচ্ছেন। আর তখনই বাড়িব ভিতরে পাশের একটা দরজা দিয়ে একজন মহিলা ছুটে বেরিয়ে এলেন। মিঃ কুইনের সামনে এসে দাঁড়ালেন সেই মহিলাটি। এক মুহূর্ত কি যেন কথা বললেন দুজনে, তারপরই

মহিলাটি আবার বাড়ির ভেতরে ফিরে গেলেন। মহিলাটি এলেনও ছুটতে ছুটতে চলেও গেলেন তেমনি।

ফিরে আসার সময়ে মহিলাটি মিঃ স্যাটারথ্‌ওয়েইটের জানলার নিচে দিয়েই বাড়ির ভেতরে ফিরছিলেন। পূর্ণ জ্যোৎস্নায় মিঃ স্যাটারথ্‌ওয়েইট চিনতে পারলেন আনন্দ-উদ্ভাসিত মুখটি। কী জীবন্ত, অফুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্যে টলটল করছে। তার গমন-ভঙ্গী দেখে মনে হল যে একজন সুখী এবং আনন্দময় মূর্তি ফিরে চলেছেন তার গৃহে।

'এলিওনর'—

বাড়ির অন্য কোন্‌খান থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন আলেক্স পোরটাল।

'এলিওনর, ক্ষমা কর তুমি আমাকে। তুমি আমাকে সত্যি ঘটনাটাই বলেছিলে, কিন্তু ঈশ্বর কৃপা করুন—আমি না, ঠিক বিশ্বাস করতে পারি নি, তোমার গল্প'—

মিঃ স্যাটারথ্‌ওয়েইট যথার্থই অন্য লোকদের সম্পর্কে জানতে কৌতূহলী। কিন্তু যতই কৌতূহল থাক তিনি একজন ভদ্রলোক তো বটে। তার মনে হল, না, এইবার জানলাটা বন্ধই করে দেয়া উচিত। জানলাটা বন্ধই করে দিলেন তিনি।

কিন্তু জানলাটা বন্ধ করতে অনেকক্ষণ সময় লাগল তার।

তিনি স্পষ্ট শুনতে পেলেন মহিলাটির গলা। সুমিষ্ট, আকর্ষনীয় গলার স্বর—

'জানি। আমি বুঝতেই পারছিলাম—তোমার মানসিক অবস্থা কেমন হচ্ছে। আমারও হয়েছিল একটা সময়। ভালোবাসা, কিন্তু পরমুহূর্তেই সন্দেহ করা, অবিশ্বাস করা, এই বিশ্বাস অবিশ্বাস। সন্দেহ ভালোবাসার টানাপোড়েনে কী নরকময় হয়ে ওঠে জীবন—আমি জানি আলেক্স। আমি জানি—কিন্তু এ সব কিছুর চাইতেও আরও ভয়ংকর নরকযন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে আমাদের একসাথে। আমি বুঝতে পারছিলাম তোমার সন্দেহ আমাকে নিয়ে—আমার

প্রতি তোমার ভয়—আমাদের সব ভালোবাসাই বিষাক্ত করে দিচ্ছেন। ওই লোকটি—ওই ঈশ্বরপ্রেরিত আগন্তুকটি বলা যেতে পারে বাঁচালেন আমাদের। তুমি জানো, আমি আর এক মুহূর্ত সহ্য করতে পারছিলাম না—আজ রাত্রিই। হ্যাঁ, আজ রাতেই আমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলাম—আলেক্স—আলেক্স'—

মাইণ্ড্ রিডার্স

এড্গার ওয়ালেস

'যাই বলুন না কেন, সত্যিকারের একজন বুদ্ধিমান অপরাধীকে ধরা পৃথিবীর কোনো পুলিসেরই কর্ম নয়'—এরকম কিছু একদা লিখেছিলেন বিখ্যাত লেন্ উইটলন তার আমেরিকান এক্সপ্রেসের প্রবন্ধে—'যদি সেই অপরাধী ঠিকমতন পরিকল্পনা করে একটু অদলবদল না করে সেই পরিকল্পনা অনুসারে অপরাধ করে'—

লেন্ উইটলন পাঁচটি ভাষায় পারদর্শী। অসংখ্য বন্ধু-বান্ধব তার। অন্তত ইয়োরোপের একডজন জেলখানায় তার চেনা লোকজন রয়েছে। অনেকবারই ধরা পড়েছেন তিনি। হাজতবাসও যে হয় নি তা নয়, কিন্তু একবারও তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যায় নি। তার সম্মান সেই অর্থে নষ্ট করতে পারে নি এযাবৎ।

লেন্ উইটলনকে হামেশাই দেখা যাবে প্যারিসের আমেরিকান বার, ক্লারিজ্-এ, ডিনারের আয়োজনে ব্যস্ত। মাঝে মধ্যেই তিনি ভিকি কিংবা জার্মানীর বাদেন বাদেন-এর প্রাকৃতিক খনিজ জলে উষ্ণ প্রস্রবনে শরীর সারাতে এসে থাকেন। চেকোশ্লাভাকিয়ার কিছু কিছু উষ্ণ স্নানের জায়গায়ও তাকে দেখা যাবে কখনও কখনও। লেন্ উইটলন একটু হামবড়াই গোছের লোক, অত্যন্ত বুদ্ধিমান। তার নিজের এই সাহসের গল্প সম্পর্কে অত্যন্ত স্পর্শকাতর।

'ডাকাতির ব্যাপারে সফল হতে হলে অপরাধীদের মনস্তত্ব সম্পর্কে ভালোভাবে ওয়াকিবহাল দরকার। কোন্ জায়গায় বিপদ আসতে পারে সেটুকু জানাই যথেষ্ট নয়। বিরুদ্ধে যারা তাদের মনের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে জানতেই হবে তাকে। হ্যাঁ, সৈন্যাধ্যক্ষ হওয়ার জন্যে এইসব গুণ থাকা জরুরি। সাফল্য তখনই

আসবে যখন নেতা তার সংগঠন তৈরির ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গীদের প্রশ্নহীন আনুগত্য ঐক্যবদ্ধ করতে পারে।'

ইনস্‌পেকটর ও রেটার, লেন্ উইটলনের এই প্রবন্ধটি এতবার করে পড়েছেন যে প্রতিটি শব্দ তার মুখস্থ হয়ে গেছে। প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রবন্ধটি তিনি কাগজ থেকে কেটে রেখে দিয়েছেন। একটা এক্সারসাইজ বুকের পাতায় আঠা দিয়ে আটকে রেখে দিয়েছেন সেই দিনের জন্যে যেদিন লেন্ উইটলন ইংলণ্ডে তার জারিজুরি খাটাতে আসবে।

'আপনার বন্ধুকে বলবেন যে লণ্ডনে যদি কখনও সে তার জারিজুরি খাটাতে আসে তাহলে আগামী চৌদ্দ বছরের মধ্যে প্রবন্ধ লেখার সুযোগ পাবে না আর'—ও রেটার বলেছিলেন লেন্ উইটলনের একজন পরিচিত ব্যক্তিকে।

একদিন লেন্ এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন—

একজন পুলিশ বারফোর্ড স্কোয়ারের মধ্য দিয়ে অলসভঙ্গীতে কানফোর্ড স্ট্রিটের দিকে হেঁটে যাচ্ছিল সেদিন। বিটের অন্য পুলিশটির সঙ্গে ঠিক ছিল এগারোটার সময়ে দেখা করে একটু গল্প-গাছা করবে দুজনে। জামাইয়ের অসুবিধাজনক ব্যবহার, তিনজন ছেলেমেয়ে আর বউকে রেখে শ্যালকটি হঠাৎই কানাডাকে চলে গিয়ে বসে রয়েছেন সেখানে। এখন হ্যাপা সামলাতে হচ্ছে তাকে। এইসব আর কি—

ঠিক সময় অন্য পুলিসটির সঙ্গে দেখা হয় তার নির্দিষ্ট স্থানে—পুরনো আলোচনার জের টানা শুরু হয়—

—হ্যাঁ, আমি আমার বোনকে বলেছি, এ সবের জন্যে তুমি নিজেই দায়ী'—

কথা শেষ করতে না করতে প্রচণ্ড আর্তনাদ থেমে যায়। সে—চৌমাথার কোণের এক অন্ধকার বাড়ির ভিতর থেকে আর্তনাদ এসে পৌঁছয়—খুব দূরে নয় একটা—'খুন—খুন'—

দুজন পুলিসই একসঙ্গে দৌড়তে শুরু করে। ৯৫ নম্বর বাড়ির

দরজায় একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রাস্তার আবছা আলোয় মেয়েটির সাদা নাইট-গাউনটি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল ওরা। 'বাঁচাও—বাঁচাও—ওঃ, ভগবানের কৃপা যে আপনারা এসে গেছেন।' মেয়েটি ওদের আগেই খোলা দরজা দিয়ে অন্ধকার হলঘরে ছুটে যায়। ছুটতে ছুটতেই মেয়েটি ওদের উদ্দেশ্য করে বলতে থাকে—

'আমি চিৎকার শুনতে পেয়েছিলাম—ধস্তাধস্তির শব্দ—ঘরের মধ্যে ঢোকার চেষ্টাও করেছি আমি'—

মেয়েটি মনে হল আলোর সুইচটা হাতড়ে বেড়াচ্ছে। একটু পরেই খুঁজে পেল সুইচটা—উঁচু সিলিং থেকে ঝোলানো বড় কাঁচের ঝাড়ে আটকানো বাতিদান থেকে সোনালী আলো ছড়িয়ে পড়ল সারা ঘরে—

'ব্যাপারটা কি মিস্—কোন্ ঘরটার কথা বলছেন?'

মেয়েটি কাঁপা কাঁপা হাতে সিঁড়ির দিকে নির্দেশ করে।

মেয়েটি খুবই সুন্দরী। পুলিস অফিসারটি লক্ষ্য করে, যদিও সাদা দেখাচ্ছে এখন সম্ভবতঃ ভয়ে।

'হ্যারী, মহিলাটিকে একটা হাউসকোট খুঁজে দাও।' বলে সে একটা র‍্যাকের দিকে আঙুল দেখায়, যেটাতে হ্যাট আর কোট টাঙানো রয়েছে—তারপর আবার বলে—'এখন চলুন মিস। আপনাকেই নিয়ে যেতে হবে ওই ঘরটাতে।'

মেয়েটি মাথা নাড়ে। তার চোখ দুটি ভয়ে বিস্ফারিত দেখায়— 'না-না-না। আমি পারব না—দোতলায়। স্কোয়ারের দিকটার ঘরটা'—

পুলিস অফিসার দুজনেই ছুটে উপরে উঠে যায়—দোতলায় গিয়ে স্কোয়ারের দিকটাতে আসতে আসতেই একটা আলো জ্বলে ওঠে। সম্ভবতঃ আলোটা একতলার সুইচ থেকেই নিয়ন্ত্রিত করা যায়, তার কারণ দোতলার ল্যাণ্ডিং-এর দেয়ালে পুশ বাটন একটা সুইচ রয়েছে দেখা গেল। তাদের অলক্ষ্যে সেই সুইচে হাত দেয়ার

উপায় নেই। ওদের সামনে মেহগনী কাঠের সুন্দর পালিস করা দরজা। দরজায় নানাবিধ অলংকরণ, হাতল আর এনামেলের ডোর নব।

পি. সি. সিম্পসন (সেই যার বোনই জামাইয়ের অসুবিধাজনক ব্যবহারের জন্যে দায়ী) হাতল ঘোরায়। দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করা রয়েছে। হাতলটা ধরে জোরে টানাটানি করতে থাকে· সিম্পসন আর চিৎকার করতে থাকে—

'দরজা খোল। দরজা খোল'—নিষ্ফল প্রচেষ্টা। অন্য কোনো পরিস্থিতিতে হাস্যকরই মনে হবে। কারণ ডোর নবটা ঘোরাতেই দরজাটা খুলে যায়।

ঘরটা বেশ বড়। প্রায় সারা বাড়ির একটা অংশ জুড়ে। একটা ক্রিস্টাল বাতিদান থেকে আলো আসছে। পি. সি. সিম্পসনের চোখে পড়ে মেহগনী কাঠের অলংকৃত একটি লেখার টেবিল। টেবিলের পিছনে মার্বেল পাথরের ফায়ারপ্লেস। সাদা চুল্লীতে ইলেকট্রিকের আগুন গনগন করে জ্বলছে। টেবিলটা ঘুরে এগোতেই ওদের চোখে পড়ে একটা নিশ্চল দেহ পড়ে আছে। মুখটা উপরের দিকে করা। সান্ধ্য পোষাকে সজ্জিত দেহটি। একটা হাত জোরে চেপে রয়েছে ফায়ারপ্লেস ঘেরা মার্বেলের দেয়াল। অন্য হাতটি একটু তোলা, যেন বা কোনো আঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টায়।

সিম্পসনের সঙ্গীটি হাত দিয়ে দেখায় লোকটার বুকের তাজা রক্তের দাগ—'মারা গেছে—গুলি—দেখ, দেখ'—

পি. সি. সিম্পসন বিস্ফারিত চোখে তার প্রথম হত্যা রহস্যের দিকে তাকিয়ে থাকে, যে রহস্য তার চাকরিগত ব্যাপারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আবছাভাবে তার স্মৃতিশক্তি ঝালিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছিল সে। এরকম অবস্থায় একজন পুলিস অফিসারের কি করা উচিত সে সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশ যা যা তাদের দেয়া হয়েছিল।

'কাউকে ঢুকতে দিও না এখন।' কর্কশ গলায় বলে ঘরটার

চারদিকে তাকাতে থাকে। একটা লম্বা জানলা খোলা রয়েছে। সেই খোলা জানলা দিয়ে বাইরের ব্যালকনীতে নেমে আসে সিম্পসন। রেলিং বরাবর ইলেকট্রিক টর্চের আলো ফেলে ফেলে খুঁজতে থাকে সে। একটা দড়ি ব্যলকনীর রেলিং-এ বাঁধা। দড়ি বরাবর আলো ফেলে সিম্পসন দেখে যে দড়িটা বাড়ির সামনের সিঁড়ি পর্যন্ত নেমে গেছে। দড়িটা ছিল না যখন ওরা বাড়িতে ঢুকেছিল। কিংবা থাকলেও ওরা লক্ষ্য করে নি।

'আমরা আসার পরই পালিয়েছে, হ্যারী। আমার সঙ্গে নীচে এসো।'

ওরা নিঃশব্দে ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়। এই সময়ে ওরা মেয়েটাকে দেখতে পায় না। মেয়েটা নিশ্চয়ই নিজের ঘরে চলে গেছে। বাড়ির সামনের দরজাটা বন্ধ রয়েছে। পি. সি. সিম্পসন নিশ্চিন্তমনে দরজাটা খোলার জন্যে টান দেয়। কিন্তু দরজাটা খোলে না। হাতলটা ঘুরিয়ে আবার টানে সে। কিন্তু দরজাটা খুব ভারী। লোহার ফ্রেমে আটকানো। একটুও নড়ল না সেটা ওদের টানাটানিতে।

'নিশ্চয়ই ডাব্‌ল লক লাগানো আছে। ওই মেয়েটা নিশ্চয়ই তালা লাগিয়ে দিয়েছে ভিতর থেকে। হ্যারী, যাও তো মেয়েটার কাছ থেকে চাবিটা নিয়ে এসো।'

হ্যারী সবচেয়ে কাছের দরজাটাতে ধাক্কা দেয়। তালা লাগানো। দ্বিতীয় দরজাও তাই। কেবল বাড়ির পিছনে যাওয়ার দরজাটা খোলা। সেই দরজা দিয়ে রান্নাঘরে পৌঁছে যায় সে। ইলেকট্রিক টর্চের আলোয় আর একটা দরজা দেখা যায়। খোলা। তার মনে হল সেটা গ্যারেজের দরজা। বড় খোলা দরজাটা হাওয়ায় দুলছে। ওই দরজা দিয়ে শ্রেণীবদ্ধ গ্যারেজের দিকে যাওয়া যায়।

আর না এগিয়ে হ্যারী তার সঙ্গীর কাছে ফিরে যায়।

'তুমি এখানে অপেক্ষা কর'—পি. সি. সিম্পসন রুদ্ধনিঃশ্বাসে

বলেই সিঁড়ি দিয়ে সার সার গ্যারেজের সামনে খোলা জায়গায় নেমে যায় মুহূর্তের মধ্যে।

কাঁপা হাতে পোষাকের মধ্য থেকে দ্রুত হুইস্‌লটা বের করে সে প্রাণপনে বাজাতে থাকে। তারপর বাড়ির চারদিকে চক্কর মারতেই দেখে যে তিনজন পুলিস ছুটে আসছে। সঙ্গে একজন বলিষ্ঠ লম্বা লোক।

ইনস্‌পেকটর ওরেটারের সে রাতে কাছাকাছি অঞ্চলে অন্য কাজ ছিল। হুইস্‌লের আওয়াজ শুনে অন্য সব কাজ ফেলে ছুট আসার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। হাঁফাতে হাঁফাতে সিম্পসন গ্যারেজের দিকে ছুটতে ছুটতেই ঘটনাটা যতটা সম্ভব বলতে থাকে।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে'—অধৈর্যভাবে রেটার বলে ওঠেন—

'একজন কেউ বাড়ির সদরটা পাহারা দাও, নড়বে না সেখান থেকে।'

সিম্পসনের পিছনে তিনি বাড়িটার মধ্যে প্রবেশ করেন। একতলা পর্যন্ত—সিঁড়ির নিচে হ্যারী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে।

'মেয়েটা কোথায়—দেখতে পাও নি তাকে।'

না হ্যারী তাকে দেখতে পায় নি। কোনো আওয়াজও পায় নি মেয়েটার। হ্যারী জানায় যে মেয়েটা নিশ্চয়ই অজ্ঞান হয়ে গেছে কোথাও। কারণ হ্যারী একজন গৃহস্থ লোক আর ভালোই জানে যে এরকম পরিস্থিতি মেয়েদের কেমন নার্ভাস করে দেয়। ততক্ষণে ওরেটার সিঁড়ি দিয়ে অর্দ্ধেক উপরে উঠে গেছে। হ্যারীর মতামত শোনার সময় নেই তার।

'ওই ঘরটা—স্যার'—

ইনস্‌পেকটর ওরেটার হ্যাণ্ডল ঘুরিয়ে ধাক্কা দেন দরজাটায়।

'তালা লাগানো'—বলেই চাবির ফুটোয় চোখ লাগান তিনি। দেখা যায় যে ঘরটার জানলা খোলা ব্যালকনীর দিকটাতে। দেখেই প্রশ্ন করেন সিম্পসনকে—

'আমি খুলেই চলে এসেছিলাম স্যার। একটা দড়ি ঝুলছিল ব্যালকনীর রেলিং-এ—খুনী নিশ্চয়ই ওই পথ দিয়েই পালিয়েছে স্যার'—

'দেখ, কাঁধ দিয়ে দরজাটা ভাঙা যায় কি না'—বলেন ওরেটার—দুজন পুলিস কাঁধ দিয়ে জোরে চাপ দেয় দরজায়। একবার। বারবার তালাটা শব্দ করে ভেঙে যায়—দরজাটা খুলে যায়—

'কোথায় সেই দেহটা'—

পি. সি. সিম্পসন স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে। না, যেখানে মৃত লোকটি পড়ে ছিল, সেখানে কিছুই নেই। ফাঁকা। ঘরটাই ফাঁকা, কেউ নেই।

ওরেটর সিম্পসনের দিকে তাকান একবার। মেঝের দিকে তারপর জানলার দিকে। পরের মুহূর্তেই তার মন চলে যায় মার্কুইস পারেল্লার বাড়ির দিকে। চত্তরটার ঠিক উল্টো দিকেই সেই বাড়ি। তার চিন্তা মার্কুইস পারেল্লার বাড়ির দিকে দুটো কারণে চলে যায়—এক লেন্ উইটলন এখন শহরে রয়েছে। দুই মার্কুইসের বাড়ির সেফ-এ, যে সেফটি একটুও নির্ভরযোগ্য নয়। চার প্যাকেট এমারেল্ড রয়েছে। কয়েকদিন আগে মাত্র লণ্ডনে আনা হয়েছে সেগুলো। অনেক দামে আরজেন্টিনাতে কেনা হয়েছে এমারেল্ড-গুলো। যাবে ইটালীর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছে, যে ভদ্রলোক এমারেল্ডের খুব ভক্ত। মার্কুইস পুলিসকে আগে ভাগেই জানিয়ে রেখেছিলেন এবং ইনস্পেকটর ওরেটার ইউনিফর্ম পরিহিত পুলিসকে পাহারায় রেখেছিলেন একজনের বাড়ির সামনে, অন্যজন পিছনে। প্রত্যেক পুলিস অফিসারেরই নাম তার জানা। ব্যালকনী দিয়ে উঁকি মেরে নিচে জটলা করতে থাকা পুলিসদের ডেকে জিজ্ঞাসা করেন—

'ওয়ালটন ওখানে আছো না কি।'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'আর মার্টিন'—

'হ্যাঁ স্যার'—

'তাহলে'—শান্তভাবেই জিজ্ঞাসা করেন ওরেটার, 'কিসের জন্যে তোমরা এখানে এসেছ'—

খুবই আহত মনে হচ্ছিল তাকে তার কারণ তিনি ভালোই জানেন কত দ্রুত লেন্ উইটলন কাজ সারেন। দরজা খোলার সময়টুকু দেয়ার অপেক্ষা না করেই দড়ি বেয়ে নিচে নেমে যান তিনি। নেমেই ছুটতে থাকেন, পাঁচ মিনিটের মধ্যে মার্কুইস পারেল্লোর দরজায় আওয়াজ তোলেন তিনি। বেশ অনেকটা সময় ধরেই দরজা ধাক্কাতে হল তাকে। মার্কুইস তার স্ত্রীকে নিয়ে থিয়েটার দেখতে গেছেন। ফেরেন নি তখনও। দোতলার একটা ঘরে তিনজন পরিচারিকা তালাবন্ধ অবস্থায় বন্দী—সশস্ত্র যে চাকরটার ওই সেফটা পাহারা দেয়ার কথা তাকে পাওয়া গেল প্রচণ্ড প্রহারে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছে ড্রইংরুমে—আর সেফটা খোলা।

'লোকটার চারজন সাকরেদ থাকে'—প্রায় দার্শনিকের মতন ওরেটার বলে ওঠেন।

ঠিকই, লেন্ উইটলন সাধারণতঃ চারজন সাকরেদকে সঙ্গে নিয়ে কাজে নামে। সুতরাং এটা আর ওরেটারের এমন কিছু নতুন আবিষ্কার নয়। কাজ হয়ে গেলে চারজনই চারদিকে আলাদা হয়ে পাড়ি জমাবে ইংলণ্ডের বাইরে নতুন নতুন সব পথ দিয়ে। যেমন ধরা যাক ডানডি থেকে হলাণ্ডের দিকে একটা স্টিমার ছাড়ে, আবার আর একটা স্টিমার ছাড়ে প্লিমাউথ থেকে ফ্রান্সের বন্দরগুলির দিকে—লেন্ কখনই ভুল করবে না সোজাসুজি কোনো পথ বাছতে, যেগুলো পুলিস সহজে অনুসরণ করতে পারে। লেনের পরিকল্পনা নিখুঁৎ। লেন্ ছাড়া আর কারই বা মাথায় আসবে একটা গোটা বাড়ি ভাড়া করে, আসবাবপত্রে সাজিয়ে, চতুর অভিনয়ের মধ্যে এলাকার সব পুলিসগুলোকে সেই বাড়িতে জুটিয়ে আনতে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে মিলিয়ে যখন সে যে বাড়িটার উপর নজর

দিয়েছে সেটি অরক্ষিত অবস্থায় যাতে থাকে।

বাড়িটা তন্নতন্ন করে সার্চ করেও কিছুই উল্লেখযোগ্য পাওয়া গেল না। ডাইনিং রুমের ফায়ার প্লেসে কয়েকটা পোড়া কাগজ ছাড়া। একটা লাল মতো কাগজ আধপোড়া অবস্থায় পাওয়া গেল। কাগজটা দেখে মনে হল সেটা কোনো জাহাজের যাত্রীর সঙ্গে কাস্টমসের লোকদের মতান্তর সংক্রান্ত কোনো কাগজ। ওরেটার সন্তর্পণে কাগজটা পকেটে পুরে ফেলে বাড়িটা আর একবার পরীক্ষা করতে লেগে পড়েন। বৃথা।

পরের দিন সকালে ওই ঘটনার একটি মাত্র সূত্র তিনি পান—সিটি পুলিসের একজন কনস্টেবলের কাছ থেকে। কনস্টেবলটি কুইন ভিক্টোরিয়া স্ট্রিট আর ক্যাননা স্ট্রিটের মোড়ে পাহারায় ছিল। কনস্টেবলটি গাড়িতে করে একজন মহিলাকে যেতে দেখেছিল। অবশ্য কনস্টেবলটি শপথ করে বলতে পারছে না যে সে একজন মেয়ে—কারণ তার মাথা আর শরীরের উপরের দিকটা একটা ফ্রক দিয়ে ঢাকা ছিল। সেই মুহূর্তে যখন কনস্টেবলটি দেখতে পায় তখন মেয়েটি পোষাক পাল্টাছিল।

ক্যানান স্ট্রিট স্টেশনে কিছুই পাওয়া গেল না। ওইরকম সময়ে স্টেশনে কোনো মেয়েকে দেখা যায় নি। মনে হচ্ছে মেয়েটি ক্যানন স্ট্রিটের পূবদিক দিয়ে চলে গেছে।

ওরেটার নিজে মনস্তাত্বিক ব্যাপারে ওয়াকিবহাল। তিনি জানেন লেন্ উইটলনের মোটামুটি কাজের ধরন-ধারণ। তিনি বেশ বুঝতে পারছিলেন যে লেন্ প্রথমেই নিশ্চিত হবে যাতে তার মহিলা সাকরেদটি নিরাপদে চলে যেতে পারে। সব রকম ব্যবস্থা আগে থাকতেই করে রাখবে লেন্। ওরেটার পি. সি. সিম্পসনকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করেন। হতভম্ব সিম্পসনকে অত্যন্ত অসুখী দেখাচ্ছে। জীবনের প্রথম সুযোগ তার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে দুঃখিতও মনে হচ্ছে তাকে।

'হ্যাঁ, স্যার, বিদেশীরা যেমন টেনে টেনে কথা বলে মেয়েটি

সেইরকম ভাবেই কথা বলছিল।'

'তুমি ভালো করে মনে করার চেষ্টা কর, মেয়েটি যা যা বলেছিল, খুঁটিনাটি সবকিছু।'

পি. সি. সিম্পসন মাথা চুলকাতে চুলকাতে, মনে করার চেষ্টা করে আদ্যোপান্ত। মেয়েটির সঙ্গে যা কথাবার্তা হয়েছিল মনে হচ্ছে যেন প্রায় অর্ধেকটাই ভুলে গেছে সে।

'মনে করতে পারছি না মেয়েটির কথাবার্তা তেমন কিছু স্যার। যেটা আমার খুব অবাক লাগছিল সেটা হচ্ছে মেয়েটা আর্তনাদ করছিল, হা-হুতাশ করছিল, কিন্তু মাঝে মাঝেই হাতঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিল ঘনঘন। অন্তত দুবার যে তাকিয়েছিল সেটা আমার মনে আছে।'

'তখন এগারোটা, না কি'—

না, সিম্পসনের মনে আছে এগারোটার একটু পরে হবে সময়টা।

'আমার কাছে পুরো ব্যাপারটা দিনের আলোর মতন পরিষ্কার।' ওরেটার বলে ওঠেন।

তারপর পি. সি. সিম্পসন চলে গেলে ওরেটার পকেট থেকে একটা খাম বের করেন, খাম থেকে সেই আধপোড়া ছাপা কাগজের টুকরোটা, যেটা ডাইনিং রুমের ঝাঁঝরিতে পাওয়া গিয়েছিল, সেটা বের করে অর্থ কিছু বোঝা যায় কিনা পড়তে চেষ্টা করতে থাকেন।

—পরবর্তী কয়েকদিনের মধ্যে খুব সকালবেলায় বে অব বিসকে উপসাগরের কোনো একটা জায়গায় একটা বৃটিশ ডেস্ট্রয়ার ধীরে ধীরে 'এমিল' নামে একটা জাহাজের পিছনে এসে অল্প দূরত্ব থেকে অনুসরণ করতে থাকে, ডেস্ট্রয়ার থেকে সংকেত পাঠান হয় 'এমিল' জাহাজের ক্যাপ্টেনকে যেন জাহাজটি থামানো হয়। 'এমিল' ছোটো একটা জাহাজ, ছুটির মেজাজে স্ফূর্তি করতেকিছু যাত্রী সেই জাহাজে বেড়াতে বেরিয়েছে মরোক্কোর বন্দরে কিংবা মাদেইরায়। জাহাজটি

গভীর রাতে লণ্ডন থেকে ছেড়েছিল, সেই রাতে যখন এমারেল্ড ডাকাতিটা হয়েছিল। সুন্দরী অ্যাংলো স্প্যানিশ মেয়েটি জাহাজ নোঙর তোলার কয়েক মুহূর্ত মাত্র আগে এসে জাহাজে উঠে পড়ে লণ্ডন বন্দরে। মেয়েটি ইতিমধ্যেই জাহাজের অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে ভালোই জমিয়ে নিয়েছে। মিস্ আভিলেজ তার গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে জোরগলায় প্রতিবাদ করতে থাকে। কিন্তু একটা ছোটো প্যাকেট রেলিং ডিঙিয়ে সমুদ্রের জলে ফেলার চেষ্টা করতেই মেয়েটি অজান্তেই নিজের সর্বনাশ নিজে ডেকে আনে, তার কারণ ওই ছোটো প্যাকেজটিতে সতেরটা সুন্দর এবং নিখুঁত ভাবে কাটা এমারেল্ড পাওয়া গেল, যার প্রত্যেকটাই অনেক মূল্যবান, কোনোটাই দশ ক্যারেটের কম নয়।

ডেস্ট্রয়ারে অবস্থানকালীন যে মেট্রনটি মেয়েটির উপর নজর রেখেছিল সেই মেট্রনটিই মেয়েটিকে লণ্ডন-এ নিয়ে আসে, তারপর ওরেটারের হাতে সঁপে দেয়। জিজ্ঞাসাবাদের সময়ে মেয়েটিকে স্পেনের নিম্নতম অভিজাতশ্রেণীর মধ্যে যে ধরনের ঔদ্ধত্য সাধারণতঃ বর্তমান, সেই রকমের ঔদ্ধত্যের সঙ্গেই উত্তর দিতে দেখা গেল।

পরের দিন সকালবেলায় 'লণ্ডন প্রেস' খবরের কাগজে একটি খবর প্রকাশিত হল। খবরটি ওরেটারের নিজের হাতে তৈরি করা—কথা বলার ধরনের চাইতে অনেক বেশি সময় নিয়ে তিনি লিখলেন—

'বারফোর্ড স্কোয়ারের ডাকাতিতে চুরি যাওয়া জিনিসের অধিকাংশই উদ্ধার করা হয়েছে ইনেজ আভিলেজ নামক একজন মহিলাকে গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে। চতুর পরিকল্পনামাফিক এই ডাকাতির সম্ভাব্য নেতাটি নিজের চামড়া বাঁচানোর তাগিদে শুধুমাত্র যে অত্যন্ত সহজ একটি পালানোর পথে ঠেলে দিয়েছে তার সঙ্গিনীটিকে তা নয়, ডাকাতির কতকগুলি সূত্রও পিছনে রেখে যেতে বাধ্য করে, যাতে সমস্ত অপরাধের সঙ্গে মেয়েটি জড়িয়ে যায় আর নেতাটির উপর থেকে অনুসন্ধানকারী পুলিসদের নজর সরে ওই

মেয়েটির দিকেই ধাবিত হয়।'

তার পরের দিন সেই সুন্দরী অ্যাংলো স্প্যানিয়ার্ড মহিলাটির শাস্তি ঘোষিত হওয়ার পরে আর একটি অনুরূপ খবর 'লণ্ডন প্রেস' কাগজটিতে প্রকাশিত হল।

'—এই মহিলাটিকে, সুচতুর পরিকল্পনা অনুসারে তার নেতা, যিনি আসলে ডাকাতির পরিকল্পনা করেছিলেন। জেনে শুনেই জেলের ঘানি টানতে পাঠিয়েছিলেন।'

বড্ড অগোছালোভাবে লেখা খবরটা। অন্তত এক ডজন সাব এডিটর, হাতে পেলেই লেখাটা পরিমার্জিত করেই ছাপতে পাঠাত। কিন্তু ওরেটার যাকে উদ্দেশ্য করে খবরটা তৈরি করেছিলেন, তাকে খুব ভালোভাবেই চেনেন। মিঃ লেন্ উইটলনই যে প্রকৃত অপরাধী সে ব্যাপারে নিঃসন্দেহ না হলেও মানসচক্ষে ওরেটার দেখতে পাচ্ছিলেন লোকটা তার আইস-এর মূল্যবান স্যুইটে ক্রমাগত পায়চারী করে চলেছেন, ক্রোধে প্রায় উন্মাদ হয়ে গেছেন তিনি। মনে মনে হাজারো ফন্দী আঁটছেন কী ভাবে তাকে শাস্তি দেবেন যে তাকে এই অপমানকর পরিস্থিতিতে ছুঁড়ে দিয়েছে।

'এবার আমি উইটলনকে বাগে পেয়েছি'—ওরেটার উৎসাহ উদ্বেল হয়ে বলে ওঠেন।

পুলিসের উপরওয়ালারা অবশ্য ভালোমতই জানেন এই ডাকাতির সঙ্গে, এমন কি ওই মেয়েটির গ্রেপ্তারের সঙ্গে লেন্ উইটলনকে জড়িয়ে দেয়ার সামান্যতম সূত্রও পাওয়া যায় নি এখন পর্যন্ত। লোকটির যথেষ্ট সাক্ষী রয়েছে, দরকার হলেই যারা নির্দ্বিধায় সাক্ষ্য দেবে যে যখন এমারেল্ডগুলো ডাকাতি হচ্ছিল ঠিক তখন সে অতি মাত্রায় উপস্থিত ছিল অন্যত্র, হয় তো ফ্রান্সের কোনো জায়গায়।

'আমিও একজন মাইণ্ড্ রিডার'—উপরওয়ালারা ওরেটারকে প্রশ্ন করলে উত্তর দেন তিনি। 'ঠিক এই মুহূর্তে উইটলনের মনে কি হচ্ছে হুবহু বুঝতে পারছি আমি। এই মুহূর্তে সে আমার সম্বন্ধে

যা ভাবছে সেই ভাবনাতে কোনো কাজ হলে সোজা কবরে চলে যেতে হত আমাকে এখন—শুধু ভাবনাতে কাজ হয় না এই যা'—

মিঃ লেন উইটলনের একজন সহকারী, নাম জন বি. স্টিমিংস নেতার ডাক পেয়ে আইক্স শহরে এসে উপস্থিত হয়েছেন সম্প্রতি, লেন্ উইটলনের মানসিক বিপর্যয়ের কোনো আভাসই তিনি পান নি আগে'—

'ইনেজের ব্যাপারটা খুবই দুঃখজনক।' লেনের বাড়িতে বসার ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বললেন মিঃ স্টিমিংস—'লোকটা চতুর সন্দেহ নেই। আমার ধারণা রেটার কোনো না কোনো অপরাধ ঠিকই মেয়েটার বিরুদ্ধে সাজিয়ে ফেলেছে'—

'এই রেটার লোকটা কিছুই সাজাতে পারবে না'— গর্জে ওঠে লেন্, তার ভালোমানুষি মুখের চেহারা রাগে লাল হয়ে ওঠে, 'রেটার, ওরা সবাই তো ওকে ওরেটার বলে ডাকে তাই না। হ্যাঁ বক্তৃতাবাজকে কথা বলিয়ে ছাড়ব আমি—এইগুলো দেখেছ'—

দুটো কাগজের টুকরো বের করে দেখায় সে, খবরের কাগজের দুটো কাটিং। 'আমাকে জড়ানোর মতন কোনো সূত্রই তার হাতে নেই। ফ্রান্সের গুপ্তচররা পরের দিন সকালেই আমার বাড়িতে এসেছিল। কি দেখতে পেল তারা—উতেউইল-এর বাড়িতে বিছানায় শুয়ে আছি আমি'—

'প্যারিসের লোকজনেরা বলাবলি করছে যে তোমার বোধহয় এখন ফ্রান্স ছেড়ে যাওয়া উচিত হবে'—

'কোনো দরকার নেই। সবাই জানে যে ফ্রান্সের মাটিতে কোনো অপরাধ আমি কোনোদিন করব না। না, আমি বরং ইংলণ্ডে যাব এই রেটার লোকটার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে।'

মিঃ স্টিমিংস কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে লেনের দিকে।

'আমাকে বাদ দাও'—বলে স্টিমিংস—'আমি যাচ্ছি না, একটা টিকিট কিনবে বুঝলে—তুমি ডোবার তাল করছ'—

স্টিমিংস-এর কথায় লেনের ইংলণ্ডে যাওয়ার পরিকল্পনা যে খুব

একটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না এটা বোঝাতেই আরও রেগে ওঠেলেন্।

'শোনো। তুমি তো আমাকে চেন। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি ওই রেটার লোকটা কি ভাবছে। ওর মনের খুঁটিনাটি সব ব্যাপারই ধরা পড়ছে আমার কাছে। জন, তোমার মনে আছে সেই ইনফাণ্টার রত্নগুলো হাতানোর সময়টা। ঘটনার চারদিন পরেই আমি মাদ্রিদে গিয়েছিলাম। কেউ কি আমাকে চিনতে পেরেছিল। তোমাকে বলছি এবার আমি আমার সবচেয়ে বড় খেলটি দেখাব'— কথাটা অবশ্য লেন্ ঠিকই বলতে পারে। বরং কুৎসিততম খেল বললেও ক্ষতি ছিল না। কারণ একরাত্তির জেগে তার অপরাধী জীবনের সবচাইতে সাহসী ডাকাতিটি অনুষ্ঠিত করেছিল সে। এই বারাফোর্ড স্কোয়ার ডাকাতি।

সপ্তাহ খানেক পরে একজন ইংলিশ ভদ্রলোকের আবির্ভাব ঘটল, একটু বয়স্ক ধরনের লোক। লণ্ডনের বেশ নামী হোটেলের রেজিস্টারে নাম উঠল কর্নেল পারসিন। ব্রিটিশ পাসপোর্টই রয়েছে তার—একটু রাগী, বদমেজাজী ধরনের লোক, জীবন সম্পর্কে তার ধারণাটাই আলাদা। উইদাম্ হোটেলে বাসা নিলেন তিনি, লণ্ডনের সবচেয়ে কেতাদুরস্ত আর ধনী হোটেল উইদাম্। ভদ্রলোকটিকে দেখা গেল খবরের কাগজ আদ্যোপান্ত পড়তে আগ্রহী সবসময়।

দিনকয়েক পরে মিঃ রেটার একটা চিঠি পেলেন। চিঠিতে আতরের গন্ধ রয়েছে। একজন মহিলার লেখা, নাম নেই, নিচে স্বাক্ষর করা—'যে জানে' শুধু। চিঠিটা এইরকম—

> 'আপনি যদি জানতে চান কোথায় পারেল্লো এমারেল্ডগুলোর বাকী অংশ রয়েছে তাহলে সেই হদিশ আমি দিতে পারি। অবশ্য আমি চাই আপনি প্রতিজ্ঞা করবেন যে আমাকে গ্রেপ্তার করা চলবে না। আবার একজন পুলিস অফিসারের পক্ষে এরকম কথা দেয়াও আইনসঙ্গত নয় এটাও জানি বলে

আপনাকে লিখিত কোনো প্রতিশ্রুতি দেয়ার কথাও বলছি না আমি। আগামী শনিবার সন্ধ্যা আটটা নাগাদ আমি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে আসতে পারি—আপনি কি আপনার ঘরে অপেক্ষা করবেন?'

ওরেটার বারবার চিঠিটা পড়লেন। মেয়েরা যেখানেই রয়েছে সেখানে অবিশ্বাস্য সব ঘটনা ঘটতে পারে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। তবু কোথাও মনের গভীরে তিনি নিঃসন্দেহ যে এই চিঠিটা লেন্ উইটলনেরই পরিকল্পনা মাফিক। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে তিনি তার ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে রইলেন। নদীর ধার, একস্রোতা নদীর ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে অনেকটা সময় কাটালেন তিনি, চেষ্টা করলেন তার শত্রুর মনের মধ্যে কী ধরনের আক্রমণের প্রস্তুতি চলছে ভাবতে।

সেই সময়ে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে একজন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার ছিলেন অত্যন্ত অপ্রিয় স্বভাবের। কেউ তাকে পছন্দ করেন না। তিনি আবার মিঃ ওরেটারকে দুচক্ষে দেখতে পারেন না। মেজর ডাওলটন তার পুলিসি শিক্ষা নিয়েছিলেন ভারতবর্ষে। লোকটি অদ্ভুত সব ধারণার বশবর্তী হয়ে চলাফেরা করেন। আর সব সময়েই তার অধস্তনদের কাজে নাক গলাতে চান। ওরেটারকে তিনি ডেকে পাঠালেন নিজের ঘরে।

'আসুন, আসুন, মিঃ রেটার'—বেশ ব্যঙ্গসুলভ ভাষাতেই বলতে থাকেন মেজর ডাওলটন—'এভাবে তো চলতে পারে না। আপনাকে বিশেষভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এমারেল্ডগুলো রক্ষা করতে। অথচ পুলিসের চোখের সামনেই সেগুলো চুরি হয়ে গেল, বহু টাকা মূল্যের সম্পত্তি। আজকের খবরের কাগজগুলো দেখেছেন নাকি'—

অত্যন্ত অস্বস্তিকর ভাবে ধীরে ধীরে ওরেটার উত্তর দেন—'আসলে আমি—'মেজর ডাওলটন, অ্যাসিস্টাণ্ট কমিশনার অফ্ পুলিস যতক্ষণ না ক্ষেপে যাওয়ার মতন অবস্থায় পৌঁছে যান ততক্ষণ

অপেক্ষা করে ধীরে ধীরে শেষ করেন—'হাতে কাজ থাকলে কাগজ পড়ার সময় পাই না।'

'এটা খুবই লজ্জার বিষয় হয়ে যাচ্ছে—মিঃ রেটার'—দেখুন ক্লাবে আমার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করাটাই লজ্জার হয়ে উঠছে আমার পক্ষে। ওরা দেখা হলেই জিজ্ঞাসা করে, কেন আমি বাইরে থেকে ডিটেকটিভ আনছি না। আমার তো মনে হয় বাইরে থেকে ডিটেকটিভ আনার ধারণাটা চমৎকার'—

'লেন উইটলনকে ধরার জন্যে বাইরে থেকে ডিটিকটিভের বদলে মাইল্ড্ রিডার জোগাড় করতে হবে'—ওরেটার উত্তর দেন—

'যতসব আজগুবি ধারণা'—মেজর ডাওলটন বলেন। সেই শনিবারের বিকেলটা খুব শান্ত ছিল। বেশ গরম বলে বড় জানলাগুলো বন্ধ থাকলে নদীর গর্জন শুনতে পাওয়া যায় না। এখন থেমস্-এর পারের হাজারো হট্টগোল ভেসে আসছে। দক্ষিণের পারে উজ্জ্বল রোদ এসে পড়েছে এখন নির্জন নদীর ঘাটগুলো। সারি সারি ওয়েরহাউসগুলোর উপর। নদীর জলে রোদ এখন তরল সোনার রূপ নিয়ে কলকল করে বয়ে চলেছে সমুদ্রের দিকে।

ট্রামগুলো ঝন ঝন শব্দ তুলতে তুলতে চলে যাচ্ছে। যাত্রীর ভিড় কমে আসছে ক্রমশই। একটু দূরে নগর দুর্গের সন্নিহিত তৃণাচ্ছাদিত ময়দানে অলস সন্ধ্যায় বেড়াতে আসা কতিপয় লোকজন। তাদের কেউ কেউ আবার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে একটু বা বেড়াতে এসেছে।

ইনস্পেকটর রেটার তার চশমাটা টেবিলের উপর থেকে তুলে নেন। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তিনি চশমটা ভাঁজ করে প্লাস্টিক ফোল্ডারে পুরে ফেলেন। খোলা জানলা দিয়ে বিষণ্ণমনে তাকিয়ে থাকেন বাইরে। ধীরে ধীরে একটা স্টিমবোট কয়েকটা গাধাবোটকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে উজানের দিকে। গাধাবোটগুলোতে কাঠের গুঁড়ি অনেক উঁচু পর্যন্ত সাজানো। তীরে কয়েকজন পথচারী রেলিং-এ ঝুঁকে নদীর স্রোতের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

ঘরের দরজা খোলার শব্দে মুখ ফিরিয়ে রেটার দেখতে পান মেজর ডাওলটন ঘরে ঢুকছেন। কোনো কথা না বলে রেটার তার উপরওয়ালার হাতে চিঠিটা এগিয়ে দেন। মেজর চশমা ঠিকঠাক করে চিঠিটা পড়তে থাকেন। পড়া হয়ে গেলে মুখ বাঁকান একটু'—

'হ্যাঁ, এই তাহলে অপরাধীকে ধরার কৌশল'—পরিহাস করার ভঙ্গীতে বলেন তিনি—না, ওরেটারই সম্ভবতঃ এখন সবচেয়ে অপ্রিয় লোক। 'স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অর্ধেক সাফল্যই সাধারণ ইনফরমারদের কৃতিত্ব। মেয়েটি যখন আসবে আমি থাকতে চাই এখানে'—

'যদি আসে'—নরম গলায় বলে ওঠেন ওরেটার।

'আপনি ভাবছেন চিঠিটা ফালতু। না আমি আপনার সঙ্গে একমত নই। হয়ত ওদের দলেরই কেউ লিখেছে ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে যার সঙ্গে বনিবনা হয় নি বলে। আমি যতদিন আছি এই স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে এরকম খবর প্রায় প্রতিদিনই একটা না একটা এসে থাকেই।'

'হ্যাঁ, আমি যতদিন আছি, প্রত্যেকদিনই এরকম খবর এসেছে কিছু না কিছু। আর আমি তো প্রায় সতেরো বছর আছি এখানে'—ওরেটার বলেন।

তার অনভিজ্ঞতার কথা যে ওরেটার ঘুরিয়ে বললেন শুনে মেজর বিরক্ত হলেন খুবই।

'না মেয়েটা আসবে না ঠিকই। কিন্তু লোকটি আসবেই।'

'কি বললেন—উইটলন আসবে—রাবিশ। সে এখন রয়েছে ফ্রান্সে। ওর মতন পাজি লোক ইংলণ্ডে নাক গলাতে আসবে না কক্ষনো। যদি আসেও ওকে শাস্তি দেবার মতন যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে আমাদের। আমি আটটার সময়ে আসব এখানে।'

'পৌনে আটটা করলে ভালো হয়'—পরামর্শ দেয় ওরেটার। তার চোখে বিষ ঝরছে।

মেজর ডাওলটন চেয়ারে বসে আগাগোড়া ভাবছেন। বলেন, 'মেয়েটা আপনাকে ডোবাল।'

'আমি আপনাকে বলেছিলাম না আসতে'—মিঃ রেটার শান্তভাবে উত্তর দেন।

দেয়ালে হেলান দিয়ে ওরেটার অ্যাসিস্টাণ্ট কমিশনারের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন। তাকে চিন্তিত দেখাচ্ছে খুব। মেজর তার হাতঘড়ির দিকে ঘন ঘন তাকাতে থাকলেন।

'আর আধঘণ্টাটাক অপেক্ষা করা যাক'—

'হুই-ই-স্ম্যাক'—

অদ্ভুত শব্দ করে কিছু একটা যেন মেজরের মাথার উপর দিয়ে উড়ে যায়। পিছনের দেয়ালে আটকানো একটা ছবি ঝনঝন করে ভেঙে নিচে পড়ে।

কিন্তু কোনো গুলির শব্দ, না কিছু না।

এক মুহূর্তের মধ্যে লাফ দিয়ে মেজর খোলা জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ান।

যেখানে জানলার কাঠে তিনি হাত রেখেছিলেন কিছু একটা সেই কাঠে এসে আঘাত করে, পাথরের দেয়ালে গভীর দাগ কেটে প্লাস্টার কেটে নিচে নেমে যায়।

'আমি হলে জানলা থেকে সরে দাঁড়াতাম।' ওরেটার শান্তভাবেই বলে ওঠেন—'লোকে বলে ওর রাইফেলের নিশানা অব্যর্থ—অবশ্য আমি ভেবেছিলাম যে লেন্ কাউনসিল বিল্ডিং-এর উপর থেকেই আক্রমণ করবে। কিন্তু গাধাবোটের উপর থেকে আক্রমণ করা—বাঃ বেশ চমৎকার বুদ্ধিমানের মতন কাজ'—

মেজর ডাওলটনের মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেছে ততক্ষণে।

'গুলি—আমাকে লক্ষ্য করে'—

'আমাকে লক্ষ্য করে'—বিষণ্ণভাবে বলে ওঠেন ওরেটার।

'আশা করি আমার লোকজন ধরতে পারবে ওকে যথাসময়ে—মনে তো হয় ধরতে পারবে'—

তার কথা শেষ হতে না হতেই দুটো মোটরলঞ্চকে দেখা গেল প্যারাপেটের আড়াল থেকে দ্রুত বেরিয়ে এসে গাধাবোটটাকে তাড়া করছে। লঞ্চে ভর্তি পুলিসের লোকজন।

'ঠিক আছে—এখন অন্তত আমাদের হাতে একটা প্রমাণ হল লোকটাকে অভিযুক্ত করার জন্যে'—ওরেটার বলে ওঠেন।

'ওরা আমার দিকে গুলি ছুঁড়ছিল'—মেজর জোর করতে থাকে।

'আমি আপনাকে না আসতেই বলেছিলাম।' মিঃ রেটার খুশীগলায় বলে ওঠেন। তার স্বরে মেজরের প্রতি সহানুভূতি ফুটে ওঠে।

চিফ্ কমিশনারের সঙ্গে কথা বলছিলেন ওরেটার—'পরিকল্পনাটা ছিল চমৎকার। উইটলন ভালোভাবেই জানত খোলামেলা হাওয়ার প্রতি আমার দুর্বলতা। খোলা জানলা দিয়ে আমাকে লক্ষ্য করা কত সহজ, সেটা সে নিশ্চয় অনেক আগেই দেখে রেখেছিল। ও, হ্যাঁ, আমি জানতাম, লেন্ ইংলণ্ডে এসেছে। আমার একজন লোক সাউদাম্পটনে লেন্ নামার সঙ্গে সঙ্গে নজর রাখতে শুরু করে—হাভ্রে থেকে এসেছিল সে।

চিফ্ কমিশনার একদৃষ্টিতে ওরেটারের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

'কিন্তু তুমি নিশ্চয় তোমার ঘরে গুলি করবে এটা স্বপ্নেও ভাবো নি। না হলে মেজরকে নিশ্চয়ই ঘরে আসতে দিতে না, কি বল'—জিজ্ঞাসা করেন তিনি—

ওরেটার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন না কথাটার। তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন একটা—তারপর বলেন—'না, মনে তো হয় না'—

বিচিত্রদর্শন পা

জি. কে. চেস্টারটন

'দি টুয়েলভ্ ট্রু ফিসারম্যান' নামধারী বিশেষ ক্লাবের একজন বিশিষ্ট সভ্যের সঙ্গে যদি বাৎসরিক নৈশভোজের নিমন্ত্রণে ভারনন হোটেলে আপনার দেখা হয়ে যায়, আর যদি আপনি লক্ষ্য করেন যে কালো কোটের বদলে তিনি সবুজ রঙের সান্ধ্য পোষাক পরেছেন, যদি আপনার অদম্য সাহস থাকে প্রশ্ন করার, এবং যদি আপনি প্রশ্ন করেন যে সবুজ কোট কেন তাহলে সম্ভবতঃ তিনি উত্তর দেবেন যে হোটেলের বেয়ারাদের সঙ্গে কেউ যাতে তাকে গুলিয়ে না ফেলে সেইজন্যে। ফলে আপনি ধ্বসে গিয়ে পালাতে পথ পাবেন না। কিন্তু নিজের কাছে রহস্যের একটা অমীমাংসিত প্রশ্ন থেকেই যাবে আপনার। আর যদি সেই এই রকমের কৌতূহল নিয়ে আপনি যদি বিনীত অথচ বেশ পরিশ্রমী যাজক ফাদার ব্রাউনকে জিজ্ঞাসা করেন তাঁর জীবনের বিশেষ শুভ ঘটনাটির কথা, তাহলে সম্ভবতঃ তিনি উত্তর করবেন যে অনেক ঘটনার মধ্যে ভারনন হোটেলের একটি ঘটনাই উল্লেখযোগ্য যেখানে তিনি একটি অপরাধের সম্ভাবনা ব্যহত করতে পেরেছিলেন এবং সেক্ষেত্রে একটি জীবনও সম্ভবতঃ রক্ষা করা গিয়েছিল আর সেটা সম্ভব হয়েছিল শুধুমাত্র বারান্দায় পায়ের একটি বিশেষ শব্দ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বলে। ফাদার ব্রাউনের কথায় আত্মতৃপ্তির ভাব থাকতেও পারে, ওই অসম্ভব ব্যাপারটা আঁচ করতে পারার দরুন। বললে হয়ত তিনি পুরো ঘটনাটা আবারও বলতে রাজী হয়ে যাবেন। কিন্তু যেহেতু আপনি কোনোদিনই ওই 'The twelve true fishermen' নামক ক্লাবটিতে ঢোকার মতন কৃতিত্ব অর্জন করতে পারবেন না,

কিংবা ফাদার ব্রাউনের সঙ্গে দেখা হওয়ার মতন বস্তি বা অপরাধ জগতের মধ্যে নেমে যেতে পারবেন না। তাই গল্পটি আপনার আর কোনোদিনই শোনা হবে না, যদি না আপনি আমার কাছ থেকে শোনেন।

ভারনন হোটেলটি যেখানে 'The twelve true fishermen' ক্লাবটি তাদের বাৎসরিক নৈশভোজের আয়োজন করে থাকে। এমন একটি সংস্থা, যেটি একধরনের সমাজের মধ্যেই থাকতে পারে যে সমাজ ভদ্র ব্যবহার করে পাগল হয়ে গেছে। হোটেলটি ওই রকমেরই একটা এলোমেলো ব্যাপার, যার বাণিজ্যিক মূল্য বেশ উঁচুদরের। অর্থাৎ হোটেলের লোকজনদের ডেকে নিয়ে আসার বদলে ফিরিয়ে দেয়াটাতেই তাদের কায়দা। বড়লোকদের রাজত্বে ব্যবসাদারদের সাধারণ লোকেদের চাইতে আরও বেশি বাছবিচার করার ধূর্ততা জন্মে যায়। হিসেব করেই তারা যত রাজ্যের অসুবিধা তৈরি করে থাকে যাতে যাদের টাকা আছে তারা সেই টাকা খরচ করে সেইসব অসুবিধাগুলো ডিঙোতে পারে। লণ্ডন শহরের কোনো হোটেলে যদি এমন কোনো নিয়ম করে দেওয়া হয় যে ছ-ফিট লম্বা না হলে কেউ সে হোটেলে ঢুকতে পারবে তাহলে দেখা যাবে যে সারা-বছর ধরে যথেষ্ট লোকজন রয়েছে যারা বেছে বেছে ছ-ফিট লোক-জনদের নৈশভোজের ব্যবস্থা করছে। যদি কোনো রেস্তোঁরা থাকে যেটা বৃহস্পতিবার বিকেলে শুধু খোলা থাকবে তাহলে দেখা যাবে বৃহস্পতিবার বিকেলে সেই রেস্তোঁরায় ভয়ংকর ভিড় লেগেই রয়েছে। এই ভারনন হোটেলটি বেলগ্রাভিয়ার চৌমাথার উপরে নেহাৎই কোনো কার্যকারণ ছাড়াই অবস্থিত। হোটেলটি ছোটো—বেশ অসুবিধাজনকই বলা যেতে পারে। কিন্তু সেই অসুবিধাগুলোই আবার বিশেষ এক শ্রেণীর লোকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে রেখেছে। একটা অসুবিধা বিশেষ করে খুবই গুরুত্বপূর্ণ—সেটা হচ্ছে যে মাত্র চব্বিশজন লোক একত্রে নৈশভোজে মিলিত হতে পারে। একটাই মাত্র বড় ডিনার টেবিল, যেটা বারান্দার মতন

খোলা আকাশের নিচে পাতা যে জায়গাটা থেকে লণ্ডনের অতি সুন্দর প্রাচীন বাগানের দৃশ্য উপভোগ করা যায়। ফলে ব্যাপারটা এখন দাঁড়ায় যে এমনকি চব্বিশ জনকে একত্রে বসতে হলে উষ্ণ আবহাওয়াতে ছাড়া সেটা সম্ভবই না। এই যে একটা বড় ধরনের অসুবিধা এটাই আবার লোকজনদের বেশি আকৃষ্ট করে থাকে। লেভার নামে একজন ইহুদি এই হোটেলটার বর্তমান মালিক। সে ভদ্রলোক এই রকম নানানধরনের অসুবিধা তৈরি করে অন্তত পক্ষে কয়েক লক্ষ টাকা রোজগার করেছেন। এইসব অসুবিধাগুলোর পরিবর্তে হোটেলের সার্ভিসের ক্ষেত্রে অবশ্য পুষিয়ে দিয়েছেন। রান্না আর মদের ব্যাপারে হোটেলটি ইয়োরোপের যে কোনো হোটেলের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে, এত ভালো। তাছাড়া ইংরেশ আভিজাত সমাজের সহবৎ-এর হুবহু প্রতিফলন হোটেলটির এ্যাটেনডেণ্টর ব্যবহারে। মালিক লেভার সব কটি ওয়েটারকেই নিজের হাতের আঙুলের মতন ভালোরকমই চেনেন। সবশুদ্ধ পনেরজন তো মাত্র। পার্লামেণ্টের মেম্বার হওয়া বরং সহজ কাজ ভারনন হোটেলের ওয়েটারের কাজে লাগার চাইতে। প্রত্যেক ওয়েটারকে নির্মমভাবে আস্তে আস্তে কথা বলতে এবং নিখুঁৎভাবে কাজ করতে শিখতে হবেই যেন একবার দেখেই মনে হয় যে সে একজন বিশিষ্ট বাড়ির চাকর। তাছাড়া সাধারণতঃ মাথাপিছু প্রত্যেকটি ভদ্রলোকের জন্যে যিনিই রাতের আহার সারতে আসেন এই হোটেলে অন্ততঃ একজন করে ওয়েটার বরাদ্দ থাকেই।

এইরকম একটা হোটেল ছাড়া অন্য কোথাও The club of the twelve true fiishermen-এর সদস্যরা যে নৈশভোজে মিলিত হতে রাজী হবেন না সেটাই স্বাভাবিক। কারণ ওই ক্লাবের সদস্যরা বিলাসবহুল একান্ত পরিবেশ পছন্দ করেন, এমন কি অন্য কোনো সংস্থার সদস্যেরা একই সময়ে নৈশভোজে মিলিত হচ্ছেন সেখানে জানতে পারলেই অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। বাৎসরিক মিলনের দিনে নৈশভোজের সময়ে সদস্যরা তাদের

মূল্যবান জিনিসপত্র সব সবাইকে দেখিয়ে থাকেন। মনে হবে যেন তারা তাদের বাড়িতেই অতিথি আপ্যায়ন করছেন—বিশেষ করে তাদের সেই বিখ্যাত মাছ মার্কা কাঁটাচামচ ছুরি, যেগুলো ঠিক মাছের মতন দেখতে আর প্রত্যেকটির হাতলের সঙ্গে লাগানো বড় একটি মূল্যবান মুক্তো। এই কাঁটাচামচ-ছুরিগুলো মাছ পরিবেশন করার সময়েই টেবিলে আনা হয়ে থাকে। মাছের রান্নাটাই এই বাৎসরিক নৈশভোজের অত্যন্ত লোভনীয় একটি পদ। এই সংস্থাটির যথেষ্ট উৎসব আয়োজনের ব্যবস্থা আছে। অভিজ্ঞতাও আছে কিন্তু কোনো ঐতিহ্য নেই উদ্দেশ্যও কিছু নেই। আর সেজন্যেই সংস্থাটি বেশি বনেদি। বারোজন ফিসারের একজন হতে হলে আপনাকে বিশেষ কিছু হতে হবে এমন কোনো কথা নেই, কারণ আপনি বিশিষ্ট না থাকলে আপনি সংস্থাটির নামই শুনতে পেতেন না। সংস্থাটির বয়স বছর বারো—এর সভাপতি মিঃ অড্‌লি, সহ সভাপতি ডিউক অব চেস্টার—আমি যদি ঠিক ঠিক মতন ভারনন হোটেল-এর এবং The club of the twelve fishermen-এর সম্পর্কে ছবি তুলে ধরতে পারি তাহলে পাঠকেরা ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই ভাবতে শুরু করেছেন যে আমি নিজে কেমন করে জানতে পারলাম, কিংবা ফাদার ব্রাউনের মতন একজন সাধারণ ভদ্রলোক ওই সংস্থার সঙ্গে ওই নৈশভোজের সোনালী সম্মানের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন। এ ব্যাপারে আমার ব্যাখ্যা খুবই সরল, বলা যায় অশ্লীল কিছুটা। এই পৃথিবীতে এমন একজন গোলমাল পাকানোতে ওস্তাদ আছেন প্রায় ঈশ্বরপ্রতিমই বলা যেতে পারে। যিনি সেই ভয়ংকর খবরটি পরিবেশন করেছিলেন যে সব মানুষ ভাই ভাই, শুধু মার্জিত পলায়নের পথ তৈরি করতে, আর এই গোলমেলে ওস্তাদ লোকটি যেখানেই যাবেন, ফাদার ব্রাউনকে নিঃসন্দেহে সেখানেই দেখা যাবে। এখন ভারনন হোটেলের একজন ইটালিয়ন ওয়েটার পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে একদিন বিকেলে, আর তার ইহুদি মালিকটি এই অশুভ সংকেতের কারণেই নিকটস্থ ধর্মযাজককে ডেকে পাঠানোর প্রস্তাবে

রাজী হয়ে যান। ওয়েটারটি ফাদার ব্রাউনের কাছে কি স্বীকারোক্তি করেছিল জানার কোনো সম্ভাবনা নেই। তার যুক্তিসঙ্গত কারণ এই যে ফাদার ব্রাউন কথাগুলি নিজের কাছেই রেখেছিলেন, বাইরের কাউকে বলেন নি। কিন্তু এই ব্যাপারে ফাদারকে কিছুটা লিখতেই হচ্ছিল হয় তো কাউকে খবর পাঠানেরে দরকার, কিংবা হয় তো কোনো পাপস্খালনের বিবৃতি লিখতে। যাই হোক দেখা গেল ফাদার ব্রাউন তার স্বভাবসিদ্ধ বিনীত অথচ দৃঢ় ভায়ায়, যে ভাষা স্বভাবতই তিনি বাকিংহাম প্যালেসেও ব্যবহার করতেন। একটি ঘর আর লেখার সাজ-সরঞ্জাম চেয়ে বসলেন। ফাদার ব্রাউনের এই অনুরোধে মিঃ লেভার যথেষ্ট অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। মিঃ লেভার বেশ সহানুভূতিশীল ভদ্রলোক, আর সহানুভূতির যে খারাপ প্রভাব থাকে কোনো অসুবিধা, উচ্চরোল কিংবা কথা কাটাকাটি ইত্যাদিতে অনীহা, সেই অনীহাও মিঃ লেভারের যথেষ্টই ছিল। আবার সেই সঙ্গে সেদিন সন্ধ্যাবেলাতেই একজন অপরিচিত লোকের উপস্থিতি সদ্য পরিষ্কার করা জায়গায় একটুকরো নোংরা থাকার মতনই বিসদৃশ হয়ে উঠছে। ভারনন হোটেলে আলাদা কোনো ঘরের বন্দোবস্ত নেই। হলে অপেক্ষা করার মতন কোনো আয়োজন নেই। কোনো খরিদ্দারের হঠাৎই এসে পড়ারও প্রশ্নই ওঠে না। সবশুদ্ধ পনেরজন ওয়েটার রয়েছে হোটেলে। মাত্র বারোজন অতিথি। ফলে হোটেলে নতুন একজন অতিথির উপস্থিতি কতকটা নিজের পরিবারে চা খেতে গিয়ে নতুন একজন ভাইয়ের উপস্থিতির মতনই চমকানির সৃষ্টি করবে। তাছাড়া ধর্মযাজকটির চেহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর, জামাকাপড় তেমন পরিষ্কার নয়। একঝলক তার দিকে তাকালেই ক্লাবের সদস্যদের মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। অনেক ভেবে চিন্তে মিঃ লেভার একটা উপায় ঠাওরালেন যাতে এইসব অসুবিধা হয় তো দূর করা যেতে পারে। আপনি যখন ভারনন হোটেলে ঢুকবেন (যেটা আপনি কোনোদিনই করতে পারবেন না) দেখবেন প্রথমে একটা সরু প্যাসেজ,

প্যাসেজের দেয়াল খুব দামী কয়েকটি ছবিতে সাজানো, তারপর মূল বাড়িটা, আর লাউঞ্জ, লাউঞ্জের পরই আর একটা প্যাসেজ যার ডানদিকে প্রাইভেট ঘরগুলো রয়েছে, বাঁদিকে রান্নাঘর ইত্যাদি। বাঁদিকে ঢুকেই দেখা যাবে একটা কাচের ছোটো ফালি-মতন ঘর লাউঞ্জের সঙ্গে লাগানো, বলা যেতে পারে ঘরের মধ্যে ঘর। হোটেলে সাধারণতঃ যে রকম বার থাকে, হয় তো বা বারই ছিল জায়গাটা একসময়।

অফিস ঘরটাতে বসে থাকেন মালিকের লোক একজন, যে জায়গায় পারলে সহজে কেউ আসতেই চায় না। অফিসঘরের ঠিক পিছনে চাকরদের ঘরগুলোর দিকে যেতে ক্লোক রুম। এই ঘরটাই ভদ্দরলোকদের চলাফেরার শেষ গণ্ডীসীমা। কিন্তু ক্লোক রুম আর অফিসঘরের মধ্যখানে একটা ছোট্ট ঘরমতন জায়গা যেটা থেকে বাইরে যাওয়ার কোনো আলাদা দরজা নেই। মালিক কখনও সখনও গোপন আর জরুরী আলোচনার জন্যে ঘরটা ব্যবহার করে থাকেন, এই যেমন হয় তো দরকার পড়ল কোনো ডিউককে এক হাজার পাউণ্ড ধার দিতে রাজী হওয়া, কিংবা ছাপনী ধার দিতে অস্বীকার করা। মিঃ লেভার যখন এই পবিত্র ঘরটি আধ ঘণ্টার জন্যে একজন ধর্মযাজককে এক টুকরো কাগজে কিসব লেখার জন্যে ব্যবহার করতে দিতে রাজী হলেন তখন বলা যেতে পারে অসাধারণ সহ্যশক্তিরই পরিচয় রেখেছিলেন তিনি। যে গল্পটা ফাদার ব্রাউন লিখছিলেন কোনো সন্দেহই নেই যে সে আমার এই গল্পটার চাইতে অনেক গুণে ভালো, শুধু সেই গল্পটা আর কোনোদিনই জানা যাবে না। আমি শুধু বলতে পারি যে কলেবর গল্পটা আমারটার মতনই হবে তবে শেষের দু-তিনটে স্তবক আমারটার মতন এতটা উত্তেজনা কিংবা চমকপ্রদ নয়।

যতক্ষণ মিঃ লেভার-এর সময় লাগছিল উপরোক্ত সীদ্ধান্তে আসতে ততক্ষণে এই পরিবেশে ফাদার ব্রাউনের পাশবিক ঘ্রাণশক্তি ক্রমশঃ জেগে উঠছিল। বলা বাহুল্য ফাদারের ঘ্রাণশক্তি স্বাভাবিক

ভাবেই খুব প্রখর। অন্ধকার ততক্ষণে ঘনিয়ে আসছে। ডিনারের সময়ও। তাকে যে ঘরটাতে বসতে দেয়া হয়েছে সেই ঘরটার কথা সবাই নিশ্চয়ই ভুলেই গেছে কারণ সেই ঘরে একটা আলো দেবার কথা কেউ ভাবেও নি। ফলে চারদিকের এই রকমের একটা ভারী আর মনমরা ভাবের মধ্যে পড়ে সম্ভবতঃ ফাদারের শব্দ-সচেতনতা আরও বেড়ে গিয়েছিল। ফাদার যখন তার লেখার শেষ এবং কম গুরুত্বপূর্ণ অংশটুকু লিখছিলেন তখন বাইরের একটা ছন্দময় ধ্বনি তার কানে এল, কতকটা রেলগাড়ি যাওয়ার মতন শব্দ। যখন তিনি শব্দটার উৎস সম্পর্কে সত্যি সত্যিই কৌতূহলী হয়ে উঠলেন তখন তিনি বুঝতে পারলেন শব্দটা কোথা থেকে আসছে—দরজার পাশ দিয়ে বারবার কেউ যাতায়াত করছে তার শব্দ, যেটা এই ধরনের হোটেলে খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। তা সত্ত্বেও ফাদার ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শব্দটা শুনতে থাকেন। কয়েক সেকেণ্ড শোনার পরে তিনি দাঁড়িয়ে উঠে শুনতে লাগলেন এক কান খাড়া করে। তারপর আবার বসে পড়ে গালে হাত দিয়ে শব্দটা শুনতেই থাকেন এবার অবশ্য তার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাও করতে থাকেন একটু।

বাইরের শব্দটা হঠাৎ শুনলে মনে হবে হোটেল বাড়ির খুবই স্বাভাবিক চলাফেরার শব্দটব্দ হবে। কিন্তু কিছুক্ষণ শুনলে সব মিলিয়ে শব্দটা খুব আশ্চর্য ধরনের। অন্য কারো পায়ের শব্দ কোথাও শোনা যাচ্ছে না। এই হোটেলটা সাধারণতই একটু বেশি নিস্তব্ধ। পরিচিত অতিথিরা যে যার ঘরে চলে গেছেন আসামাত্র। ওয়েটারদের ভালো করে শেখানো হয়েছে যে দরকারে কেউ না ডাকলে যতটা সম্ভব আড়ালে থাকতে। এরকম একটা পরিবেশে কোনো অস্বাভাবিক ঘটনার কথা মাথায়ই আসবে না কারও। কিন্তু এই পায়ের শব্দটা এমন অদ্ভুত ধরনের যে এটাকে স্বাভাবিক বলা চলে না, আবার অস্বাভাবিকও নয়। ফাদার ব্রাউন টেবিলে আঙুল নেড়ে শব্দটার ছন্দ ধরার চেষ্টা করতে লাগলেন এমনভাবে

যেন কেউ দেখলে ভাববে যে তিনি পিয়ানোতে সুর শেখার চেষ্টা করছেন।

প্রথমে হাল্কা পায়ে খুব দ্রুত ছুটে যাওয়ার শব্দ। একজন হাল্কা গোছের মানুষ হাঁটার প্রতিযোগিতায় যেমন করে হেঁটে থাকে কতকটা সেই রকম। একটা সময়ে সেই শব্দটা বদলে গিয়ে আস্তে লাফিয়ে চলার শব্দ বলে মনে হবে। প্রথমটা শেষ হতেই দ্বিতীয় ধরনের শব্দ, দ্রুত চলা, থামা, লাফানো তারপর আবার ভারী পায়ে হাঁটা, এই রকম। একজনেরই পায়ের শব্দ সন্দেহ নেই। সেটা বোঝা যাচ্ছে অংশত এই কারণে যে অন্য কোনো পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে না। অংশত একটা বিশেষ মচমচ শব্দ জুতোর। ফাদার ব্রাউনের আবার এমন একখানা মাথা যেটা সব ব্যাপারে মাথা না ঘামিয়ে পারেন না। তিনি দেখেছেন মানুষকে লাফ দেয়ার জন্যে দৌড়ে যেতে, কাউকে দেখেছেন পাশ কাটানোর জন্যে দৌড়ে যেতে। কিন্তু এখন যে প্রশ্নটা তার মাথায় কিলবিল করছে সেটা হচ্ছে যে একজন মানুষ কেনই বা হাঁটার জন্যেই দৌড়ে যাবে অথবা উল্টো করে যেতে পারে কেনই বা সে দৌড়নোর জন্যেই হাঁটছে। অদৃশ্য একজোড়া পায়ের চলাফেরার শব্দ আর অন্য কোনো রকমেই ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। হয় লোকটা খুব দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে বারান্দার অর্ধেক রাস্তা বাকী অর্ধেকটা খুব আস্তে হেঁটে যাওয়ার জন্যে। না হয় তো প্রথমদিকে খুব আস্তে হেঁটে যাচ্ছে যাতে অন্য অর্ধেকটা পথ জোরে যেতে পারে। এ দুটো ভাবনার কোনোটারই কোনো মানে হয় না। ফাদারের মাথাটায় অন্ধকারের ভূত আবার ভালো করে চেপে বসে ঘরটার মধ্যেও।

তা সত্বেও ফাদার স্থিরভাবে চিন্তা করতে চেষ্টা করলে এই অন্ধকার খুপরিমতন ঘরটি তার চিন্তাধারাকে যেন আরো স্বচ্ছ করে দেয়। ফাদার যেন মানসচক্ষে স্পষ্ট দেখতে পান ওই অদ্ভুতদর্শন পা দুটি করিডোর দিয়ে দৌড়ে, হেঁটে অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে কোনো বা প্রতীকমূর্তি ধারণ করে। তাহলে কি কেউ

ওখানে ধর্মীয় কোনো আদিম নৃত্য করে চলেছে। না কি সম্পূর্ণ নূতন ধরনের কোনো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপার। ফাদার ব্রাউন ব্যাপারটা সঠিক কি হতে পারে সেটা ভাবতে চেষ্টা করতে থাকেন। আচ্ছা হাল্কা পায়ের চলন নিয়ে ভাবা যেতে পারে প্রথমে। নিশ্চয়ই সেটা হোটেল মালিকের নয়। মালিকের মতন চেহারার লোকজনেরা হয় খুবই তাড়াহুড়ো করে চলাফেরা করে নাহয় তো একজায়গাতেই বসে থাকে। হতে পারে কোনো পরিচারক কিংবা কোনো পত্রবাহক মালিকের নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করছে। কিন্তু সেরকম মনে হচ্ছে না। বনেদি বংশের শেষ তলানির কেউ কেউ অবশ্য কিঞ্চিৎ মদ্যপান করলেই টালমাটাল হয়ে ওঠে, কিন্তু সাধারণতঃ তারা তো বিশেষ করে এমন সব হোটেল একটু মাতাল হলেই তারা হয় চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়ে নাহয় তো উদাসভাবে বসে থাকে এক জায়গায়। না!—ওই ভারি অথচ স্প্রিং-এর মতন চলাফেরা কেমন যেন চঞ্চল, ঠিক উচ্চগ্রামে নয়, ছন্দবদ্ধ শব্দ সম্পর্কে ঠিক সচেতন নয়। হ্যাঁ অনেকের মধ্যে পৃথিবীর এক ধরনের জন্তুর পক্ষেই সম্ভব। পশ্চিম ইয়োরোপের কোনো ভদ্রলোক হবেন, যাকে সম্ভবতঃ বেঁচে থাকার জন্যে কোনোদিন কাজ করতে হয় নি।

এরকম একটা সঠিক সীদ্ধান্তে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওই পদধ্বনি হঠাৎই খুব দ্রুত বদলে গিয়ে, ছুটন্ত ইঁদুরের মতন দরজা পেরিয়ে চলে গেল অন্যদিকে।

ফাদার ব্রাউন লক্ষ্য করলেন জিনিসটা ছুটে চলে গেল বটে অন্যদিকে কিন্তু খুবই নিঃশব্দে, পা টিপে, পা টিপে হয় তো। ব্যাপারটার সঙ্গে গোপনীয়তা জড়িয়ে থাকতে পারে মনে পড়ল না তার, মনে হল অন্য কোনো কারণ সম্ভবতঃ, যা কিছুতেই মনে আসছে না। কথা পেটে আসে অথচ মুখে আসে না এমন অবস্থায় যেরকম প্রাণান্তকর অবস্থার তৈরি তিনি সেইরকমই অনুভব করতে থাকেন। নিশ্চয়ই তিনি আগে কোথাও না কোথাও এইরকম শব্দ

শুনতে পেয়েছেন। একটা নতুন ধারণা মাথায় আসতেই এক লাফে তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন তারপর দরজার দিকে হেঁটে গেলেন। এই ঘর থেকে সরাসরি বাইরে করিডোরে যাওয়ার কোনো দরজা নেই। একদিকে কাঁচের অফিস ঘরটার মধ্যে রাস্তা অন্যদিকে পিছনের ক্লোকরুমে। অফিসঘরটার দিকের দরজাটা তিনি খোলার চেষ্টা করলেন, দরজাটা তালা দেয়া। তিনি জানলার দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করলেন যে সূর্যাস্তের পূর্বাভাসে লালচে মেঘের ছায়া পড়েছে কাঁচে আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি সন্দেহের গন্ধ পেলেন কুকুর যেমন ইঁদুরের গন্ধ পেয়ে থাকে।

বুদ্ধিমান হন বা নাই হন যুক্তিবাদী মন ফাদারের কৌতূহলের উপরে প্রাধান্য পেল। তার মনে পড়ল যে মালিক তাকে বলেছিলেন যে দরজাটা তিনি তালা দিয়ে যাবেন এবং পরে এসে খুলে দেবেন। ফাদার নিজেকে আস্বস্ত করলেন এই বলে যে আরো বিশ-ত্রিশটা সম্ভাবনার কথা তিনি ভাবেন নি ওই শব্দটির উৎস সম্পর্কে। ফাদার লক্ষ্য করলেন যে আলো খুব দ্রুত কমে আসছে, যেটুকু লেখা বাকি আছে সেটুকু শেষ হওয়ার আগেই না অন্ধকার নেমে আসে এই ভয়ে তিনি তার কাগজপত্র জানলার খুব কাছে নিয়ে এসে তিনি যতটা পারেন দ্রুত অপস্রিয়মান ঝড়ো সন্ধ্যায় আলোটুকু ধরার চেষ্টা করলেন যাতে প্রায় শেষ করে আনা লেখাটা শেষ করতে পারেন। প্রায় মিনিট কুড়ি ধরে তিনি লিখলেন কাগজটা চোখের কাছে ক্রমশঃ আরো টেনে এনে তারপর কি মনে করে তিনি হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে বসলেন। হ্যাঁ এই অদ্ভুত পায়ের শব্দটা আবার শোনা যাচ্ছে যে।

এইবারের শব্দে তৃতীয় একটি লক্ষণ বেড়ে গেছে। আগের বারে ওই অপরিচিত পায়ের শব্দটি বিদ্যুতের মতন দ্রুতগতিতে চলছিল বটে কিন্তু হেঁটেই যাচ্ছিল বোধহয়। এবারে শব্দটি দৌড়াচ্ছে। একটি পলায়মান চিতার পায়ের দ্রুত ধাবমান শব্দ। সেই শব্দের যিনিই জনক ভদ্রলোক শক্তিশালী সন্দেহ নেই, খুব কর্মঠ এবং অত্যন্ত

উত্তেজিত। আর করিডরের একটা অংশ পর্যন্ত ছুটে চলে সেটা অফিসঘরের কাছে এসে খুব শান্ত আস্তে হাঁটার মতন হয়ে গেল।

ফাদার ব্রাউন তার কাগজপত্র মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। অফিসের দিকের দরজাটা বন্ধ আছে তিনি জানতেন তাই সেদিকে না গিয়ে অন্য পাশে ক্লোকরুমের দরজাটার দিকে ছুটে গেলেন। ক্লোকরুমের পরিচারকটি নেই, সম্ভবতঃ কাছেই কোনো কারণে গেছে কোথাও, কারণ হোটেলের অতিথিরা তখন ডিনারে বসেছেন, ক্লোকরুমটা ফাঁকা। ওভারকোটের সারি ভেদ করে একটু এগোতেই তিনি লক্ষ্য করলেন যে ক্লোকরুমের দরজাটা খুলে করিডোরে একটা আলোকিত অংশে যাওয়া যায়। করিডোর আর ক্লোকরুমের মাঝখানের দরজাটা আধকাটা যেমন ছাতা আর ওভারকোট রাখায় হাজারো ক্লোকরুমের দরজা হয়ে থাকে তেমনিই। এই আধকাটা দরজাটার ঠিক মাথায় একটা বড় আলো জ্বলছে। সেই আলোতে ফাদার ব্রাউনের চেহারা অল্পই স্পষ্ট হল বরং পিছনের অস্তায়মান সূর্যের লালচে আলোতে অন্ধকার ছায়ার মতন দেখাচ্ছিল। কিন্তু করিডোরে ক্লোকরুমের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটির উপরে ওই আলোটা সোজাসুজি এসে পড়ায় লোকটিকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

সান্ধ্যপোষাকে আগাগোড়া সজ্জিত পরিপাটি একজন ভদ্রলোক। লম্বা, কিন্তু খুব হাল্কা ধরনের চেহারার, তার উপস্থিতি ছায়ার মতন সকলের নজর এড়িয়ে যাবে যদিও লোকটির চাইতে ছোটোখাটো চেহারার কেউ সেখানে নজরে পড়তে বাধ্য। লোকটির মুখ আলোতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, বিদেশীর মুখ সন্দেহ নেই, শরীরের গঠন ভালো, ব্যরহার ভালো, অত্যন্ত আত্মবিশ্বাস আছে বোঝাই যায়। খুব নজর করে দেখলে কেবল মনে হবে যে কালো কোটটা কেমন যেন একটু বেমানান, কোটটাও মাঝে মাঝে কেমন ফুলে রয়েছে। লোকটি দিনশেষের লালচে আলোর আভায় আচ্ছন্ন আবছা ফাদার ব্রাউনের ছায়া দেখতে পাওয়া মাত্র পকেট থেকে

একটা কার্ড বের করে চেনা আদেশের সুরেই বলে—'আমার টুপি আর কোটটা তাড়াতাড়ি চাই, আমাকে এক্ষুনি চলে যেতে হচ্ছে।'

ফাদার কোনো কথা না বলে কার্ডটা হাতে নিয়ে কর্তব্যপরায়ন ভৃত্যের মতনই ক্লোকরুমের ভিতরে কোট আর টুপি খুঁজতে লেগে পড়লেন। এরকম কাজ যে জীবনে এই প্রথম করছেন তা নয়। যাই হোক খুঁজে পেয়ে কোট আর টুপিটা তিনি নিয়ে এসে কাউণ্টারের উপরে রাখলেন। ওই লোকটি ইতিমধ্যেই তার ওয়েস্টকোটের পকেট হাতড়ে হাসতে হাসতে বলে—'রুপোর পয়সা নেই—এটাই রেখে দিন'—এই বলে একটা স্বর্ণমুদ্রা ছুঁড়ে দেয় ফাদারের দিকে।

তখন পর্যন্ত ফাদার ব্রাউনের চেহারাটা অন্ধকারে শান্ত এবং স্থির দেখাচ্ছে, কিন্তু সেই মুহূর্তেই তাঁর মাথা খারাপ হয়ে গেল। এরকম মুহূর্তেই সাধারণতঃ তিনি দুই-এর সঙ্গে দুই যোগ করে চার মিলিয়নের হিসেব পান। সাধারণতঃ ক্যাথলিক চার্চ (সাধারণ জ্ঞানের সঙ্গেই যাদের বন্ধুত্ব) ফাদারের এই ধরনের কাজ সমর্থন করে না। অনেক সময়ে তিনি নিজেই নিজের এরকম কাজ সমর্থন করেন না। কিন্তু ঘটার তীব্রতা এমন যে সেই সময়ে যার মাথা খারাপ হবে সেই হয় তো তার নিজস্ব মাথাটা বাঁচাতে পারবে।

'আমার মনে হয় মহাশয়—যে আপনার পকেটে রুপো রয়েছে' —ভদ্রতার সঙ্গেই বলেন ফাদার।

লম্বা লোকটি অনেকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকে—'চুলোয় যাক'—চিৎকার করে ওঠে সে—'আমি যদি আপনাকে স্বর্ণমুদ্রা দিই তাতে আপনার আপত্তির কারণ কি'—

'কারণ অনেক সময়ে সোনার চেয়ে রুপো বেশি মূল্যবান হয়ে দাঁড়ায় কি না। অর্থাৎ অনেকগুলো যদি থাকে'—আস্তে আস্তেই উত্তর দেন ফাদার ব্রাউন।

আগন্তুক বেশ কৌতূহলের সঙ্গেই ফাদারকে দেখতে থাকে। তারপর একবার প্যাসেজের আর সদর দরজার দৈর্ঘটা মনে মনে

জরীপ করে নেয়। তারপর ফাদার ব্রাউনের দিকে তাকায়, ফাদারের পিছনের কাঁচের জানলাটার দিকেও লক্ষ্য করে। তারপর যেন হঠাৎই মনস্থির করে ফেলে সে। এক হাত কাউন্টারের উপরে রেখে চকিতে লাফ দিয়ে ক্লোকরুমের ভিতরে চলে আসে সে তারপর এক হাত দিয়ে ফাদারের কলার চেপে ধরে বলে ওঠে—'চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো'—ফিসফিস করে বলে ওঠে লোকটি—'আমি ভয় দেখাতে চাই না—কিন্তু'—

'আমি আপনাকে ভয় দেখাতে চাই'—বজ্রের মতন কঠিন গলায় বলে ওঠেন ফাদার ব্রাউন।—'আমি আপনাকে সাবধান করে দিতে চাই সেই ক্ষয়হীন আত্মা এবং অনির্বাণ অগ্নির নাম করে'—

'ক্লোকরুম ক্লার্ক, তুমি আবার কি বলবে হে'—

'আমি একজন ধর্মযাজক, মঁসিয়ে ফ্লাম্‌বিয়ু'—উত্তর দিলেন ফাদার ব্রাউন—'আপনার আত্মস্বীকৃতি শোনার জন্যে আমি তৈরি'—

লোকটি হাঁ করে রইল কয়েক মুহূর্ত তারপর ধপাস করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল—

বেশ সাফল্যের সঙ্গেই টুয়েলভ্ ট্রু ফিশারমেনদের নৈশভোজের আয়োজন এগিয়ে চলছিল—দুটো পদ পরিবেশন হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। আমার কাছে অবশ্য মেনুকার্ড নেই—থাকলেও আপনারা তার থেকে কিছুই বুঝতে পারতেন না অবশ্যই। ওখানকার মেনুকার্ড রাঁধুনিদের বিচিত্র ফ্রেঞ্চ ভাষায় লেখা—সাধারণ ফ্রেঞ্চম্যানদের পক্ষে বোঝা অসম্ভব। ঐতিহ্য ক্লাবটির এমন যে এই নৈশভোজে নানান ধরনের এবং নানান রকমের খাদ্যবস্তুর আয়োজন করা হবে। এই নৈশভোজ কিংবা এই ক্লাবটি যেমন-তেমনিই বেশির ভাগ পদই বাহুল্যভাবে গৃহীত হয়ে থাকে। স্যুপের কোর্সটি খুব হাল্কা হবে সব সময়েই এমন ভাবেই ঠিক করা থাকে কারণ তারপর মাছের রান্না পরিবেশন করা হবে, এই মাছের রান্নাটাই হবে জবরদস্ত, অত্যন্ত উপাদেয়। কথাবার্তাগুলো হবে

সেরকমই অদ্ভুতধরনের, হাল্কা কথায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য শাসিত হয়ে যায়, বেশ গোপন সব কথাবার্তা, যেগুলো শুনলে অবশ্য কোনো ইংরেজের পক্ষেই কিছু মাথামুণ্ডু বোঝা সম্ভব হবে না। মন্ত্রীদের সম্পর্কে আলোচনা ডাকনাম ধরে যেন তাঁরা সব এদের কত না জানি আপনজন বন্ধুবান্ধব সব। মোদ্দা কথা আলোচনার ধারা শুনলে বোঝা যাবে যে এদের কাছে রাজনীতি যারা করে থাকেন তারা খুবই বিশিষ্ট অথচ অন্য হাজারো বিষয় সম্পর্কে এরা সতর্ক কেবল রাজনীতি ছাড়া। এই ক্লাবের চেয়ারম্যান মিঃ অড্‌লি একজন বয়স্ক ভদ্রলোক প্রায় আধিভৌতিক অথচ বাস্তব জগতের বাসিন্দা তাকে বলা চলে। জীবনে কোনোদিন কিছু করেছেন কিনা সন্দেহ এমন কি কোনো অন্যায় পর্যন্তও নয় বোধহয়। চটপটে নন একেবারেই, এমন কিছু বড়লোক নন। শুধু সব বিষয়ের মধ্যেই তিনি আছেন আর সেটাই সব। কোনো নিমন্ত্রণে তাকে বাদ দেয়া চলে না। সবচেয়ে বড় কথা যদি তিনি কেবল ইচ্ছে করেন যে মন্ত্রী হবেন তো হয়ে যেতে পারেন অনায়াসেই। ভাইস প্রেসিডেণ্ট হলেন ডিউক অব চেস্টার, তরুণ বয়স্ক উঠতি রাজনীতিবিদ। তার মানে বেশ সপ্রতিভ মধুরস্বভাবের তরুণ, পাট করা ধূসর চুল, কুঞ্চিত মুখ, অল্পসল্প বুদ্ধি-বিবেচনা আছে আর আছে অনেক জমি-সম্পত্তি। সমাজে তার যথেষ্ট সাফল্য রয়েছে, আর আদর্শের ব্যাপারে খুবই স্পষ্ট। কোনো হাসির কথা বলতে ইচ্ছে হলে বলেই ফেলেন আর লোকজনেরা মজাও পায় খুব। যখন হাসির কথা মনে পড়ে না তখন বলেন এটা তামাশার সময় নয় আর লোকজনেরা তাকে তখন খুবই সচেতন ভেবে থাকে। ব্যক্তিগত আড্ডায় খুব সরল এবং বোকার মতনই খোলামেলা কথা বলেন তিনি প্রায় স্কুলের ছাত্রের মতন। মিঃ অড্‌লি জীবনে কোনোদিন রাজনীতি করেন নি বলে রাজনীতি সম্পর্কে গুরুগম্ভীর ধারণা পোষণ করেন। কখনও কখনও উপস্থিত সকলকে অত্যন্ত লজ্জার মধ্যে ফেলে দেন তিনি এমন সব কথা বলে—লিবারেল আর কনজারভেটিভদের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য

আছে এরকম একটা খবর গম্ভীরভাবে যখন পরিবেশন করেন সেরকম। পিছন থেকে দেখলে বেশ ধূসর মনকাড়া রাজনৈতিক নেতার মতন চেহারা তার যেমন চেহারা রাজসভা সাধারণতঃ পছন্দ করে থাকে। সামনের দিক থেকে দেখলে মনে হবে মৃদুভাষী, স্ব-ইচ্ছায় অবিবাহিত পুরুষ। আলবেনিতে তার ফ্ল্যাট আছে কয়েকটি ঘরের এবং অবিবাহিত সন্দেহ নেই।

যেমন আগে বলেছিলাম বারান্দায় ডিনার টেবিলটিতে চব্বিশ জনের বসার জায়গা রয়েছে। আর আজকের অতিথির সংখ্যা মাত্র বারো। ফলে সকলে বেশ ফাঁকা ফাঁকা, বসার বিলাসিতা উপভোগ করতে পারছে। একদিকে মুখ করেই তাঁরা বসতে পেরেছেন যাতে সামনের বাগানটা সকলের সামনেই স্পষ্ট। বাগানে ফুলগুলোর তাজা রঙ তখনও আবছা বোঝা যাচ্ছিল যদিও বিকেল হয়ে এল। বছরের এই সময়টিতে সন্ধ্যে বুঝি বা একটু আগেই নামে। চেয়ারম্যান সকলের মাঝখানে আসন নিয়েছেন, ভাইস প্রেসিডেণ্ট ডানদিকের কোণটাতে। প্রথা হচ্ছে যে এই বারোজন অতিথি যখন আসন গ্রহণ করতে ঢুকবেন তখন, কি কারণে ভগবান জানেন, হোটেলের পনেরজন পরিচারক সার বেঁধে দাঁড়াবে ঘরের একটা দিকে এবং মোটা হোটেল মালিকটি যেন বা কৃতার্থ হওয়ার মতন মুখ করে আভূমিপ্রায় বো করে দাঁড়াবেন। কিন্তু ছুরি কাঁটা স্পর্শ করার আগেই সকলেই মন্ত্রের মতম ডাইনিং হল থেকে নিঃশব্দে সরে যাবেন দু-একজন পরিচারক শুধু নিঃশব্দে খাবার আনা কিংবা টেবিল থেকে প্লেট তুলে নেয়ার কাজ বিচক্ষণ পারদর্শিতার সঙ্গে করে চলবে। মিঃ লেভার হোটেল মালিক যিনি তিনি নৈশভোজ শুরু হওয়ার অনেক আগেই অকুস্থল থেকে সরে পড়বেন। বলা যেতে পারে অপ্রয়োজনীয় কিংবা বাহুল্যই তার পক্ষে আবার ডাইনিং হল-এ উপস্থিত হওয়া। কিন্তু মাছের কোর্স'টি পরিবেশন করার আগে, তিনি কিভাবে বলা যায়, হ্যাঁ, এর ভারি ছায়াটি দেখা যাবে কিংবা বোঝা যাবে যে তিনি নিকটেই আছেন। এই পবিত্র মাছের পদটি

হুজনের চোখে মনে হবে একটা দৈত্যসদৃশ পুডিং-এর পাহাড়ের মতন যার ভিতরে অনেক ধরনের মাছ পোরা রয়েছে, যে মাছগুলির অবশ্য ইতিমধ্যেই তাদের ঈশ্বরদত্ত চেহারা লুপ্ত হয়ে গেছে। দি টুয়েলভ ট্রু ফিশারমেনরা ভয়ংকর গম্ভীরভাবে এই মাছের কোর্সটি শুরু করবেন যেন মনে হবে যে ওই পুডিং-এর পাহাড়ের একটি কণাও রুপোর কাঁটাচামচগুলোর মতনই সদৃশ মূল্যবান। যতদূর আমি জানি, এরকমই করা হয়ে থাকে সেখানে। সূচীবিদ্ধ নৈঃশব্দের মধ্যে অন্তত এই মাছের পদটি খাওয়া চলতে থাকবে এবং শেষ হয়ে গেলে ডিউক তার স্বভাবসিদ্ধ স্বরেই শুধু বলে উঠবেন যে,

'এরকম রান্না এখানেই শুধু সম্ভব। পৃথিবীর অন্য কোথাও হয় না'—

'না কোথাও নয়।' উত্তর দেবেন মিঃ অড্‌লী। গভীর ভাঙা গলায় বেশ কয়েকবার মাথা ঝাঁকিয়ে বক্তার দিকে মুখ ফিরিয়ে—'কোথাও নয় এখানে ছাড়া। কাফে এ্যাংগেলিস্-এ আমাকে অবশ্য বেশ কয়েকবারই বলেছিল'—এই সময়টিতে তার সামনের খালি প্লেট তুলে নেয়ার জন্য পরিচারক একজন এগিয়ে আসতে তিনি বাধা পান। কিন্তু একটু পরেই আবার কথার খেই ধরেন।

'আমাকে ওরা বলেছিল যে কাফে এ্যাংগেলিস্-এ নাকি এরকম রান্না পাওয়া যায়। কিন্তু দেখেছি এরকমটা কখনোই না—কখনোই না। বলতে পারি'—প্রায় আদালতের বিচারকের মতন মাথা ঝুঁকিয়ে রায় দেবার মতন করে বলতে থাকেন মিঃ অড্‌লি।

'হ্যাঁ, বড্ড বেশি বলা হয় জায়গাটা সম্পর্কে'—কর্নেল পাউণ্ড বললেন—তার কথা শুনে মনে হবে বেশ কয়েক মাস তিনি কোনো কথাই উচ্চারণ করেন নি।

'না, তা ঠিক বলতে পারি না আমি'—ডিউক অব চেস্টার উত্তর দেন। ডিউক আসলে সবসময়েই খুব আশাবাদী। 'কয়েকটা বিষয়ে জায়গাটা মন্দ নয়—তবে কিনা এই ব্যাপার'—

একজন পরিচারক দ্রুত ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। খুবই

নিঃশব্দে তার আসা এবং দাঁড়িয়ে পড়া। তবে উপস্থিত অতিথিরা এই জায়গাটার নিখুঁত নৈঃশব্দ এবং কাজকর্মের ব্যাপারে এত বেশি অভ্যস্ত যে কোনো পরিচারক একটু অস্বাভাবিক কিছু করলেই প্রায় চমকে ওঠেন, নজরে পড়ে যায় তাদের। আপনার আমার ক্ষেত্রে স্থির পৃথিবী নড়ে উঠলে যেমন হবে—ধরুন আমাদের চেয়ারটা যদি সরে যায়—সেইরকমই আর কি।

পরিচারকটি কয়েক সেকেণ্ড স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অতিথিদের সকলের মুখেই বিস্ময়কর অভিব্যক্তি প্রকাশ হতে থাকে। আধুনিক মানবিকতার সঙ্গে বীভৎস মানিয়ে চলার আধুনিক মানসিকতা ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে যেরকমটা হয়ে থাকে সেরকম ভাবটাই স্পষ্ট ফুটে ওঠে অতিথিদের সকলের মুখে। সত্যিকারের বনেদি কেউ হলে ওই পরিচারকটির মুখের উপর জিনিসপত্র ছুঁড়ে দিতেন তারা। সম্ভবতঃ খালি বোতল দিয়ে শুরু করে টাকা দিয়ে শেষ করতেন। সত্যিকারের ডেমোক্রেট যদি তারা হতেন তাহলে পরিচারকটিকে ডেকে কমরেডসুলভ ভঙ্গীতে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। কিন্তু আমাদের আধুনিক অতিথিদের একজন গরীব পরিচারকের উপস্থিতি সহ্য করা সম্ভব নয়, চাকর হিসেবেই বলুন কিংবা বন্ধু হিসেবেই বলুন। পরিচারকদের মধ্যে কোনো গোলমাল হয়েছে এটাই তাদের পক্ষে অপ্রস্তুত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। এই অতিথিরা নিষ্ঠুর হতে চান না আবার দয়ালু হওয়াতেও দারুণ ভয় পান। যেমন করেই হোক গোলমালটার দ্রুত নিষ্পত্তিই চান তারা। নিষ্পত্তিই হয়ে গেল। পরিচারকটি কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে পাগলের মতন ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তারপর আবার যখন সে ফিরে এল, ঘরের ভিতরে নয়, দরজার বাইরে তখন দেখা গেল অন্য আর একজন পরিচারককে সঙ্গে নিয়ে এসেছে সে, আর তাকে অনর্গল কি সব বলছে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে। তারপর প্রথম পরিচারকটি চলে গেল। দ্বিতীয়জন দাঁড়িয়ে রইল। প্রথমজন তৃতীয় আর একজনকে ডেকে নিয়ে এল। এইভাবে

চতুর্থজন এসে পড়ার মধ্যেই মিঃ অড্‌লী আবার কথা বলতে চেষ্টা করলেন। তার সভাপতির হাতুড়ি টেবিলে না ঠুকে কয়েকবার কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে তিনি বলতে শুরু করেন—

'বার্মাতে এই তরুণ মুচারটি বেশ ভালো কাজই করছে বলা যেতে পারে। এখন কথা হচ্ছে—পৃথিবীর অন্য কোনো জাতির পক্ষে'—

এই সময়ে পঞ্চম একজন পরিচারক তীরের মতন ছুটে এসে তার কানে কানে জিজ্ঞাসা করে—'অত্যন্ত দুঃখিত—ভয়ংকর জরুরি ব্যাপার—মালিক কি আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারেন'—

সভাপতি হতভম্ব হয়ে চেয়ার ঘুরিয়েই দেখতে পান মিঃ লেভার এগিয়ে আসছেন তার দিকে। স্বাভাবিক যেমন তেমনিই হোটেল মালিকের চেহারা শুধু মুখের রং যেন বা একটু বদলে গেছে। সাধারণতঃ কপার ব্রাউন রং-এর চেহারার হলদেটে ভাব স্পষ্ট ফুটে উঠেছে।

'ক্ষমা করবেন মিঃ অড্‌লি'—প্রায় নিঃশ্বাসরুদ্ধ করে বলে ওঠেন তিনি—'আমার কাজটা খুবই জরুরি—আপনাদের মাছের কাঁটা প্লেট সবই কি পরিচারক তুলে নিয়ে গেছে'—

'হ্যাঁ, মনে তো হয় তাই'—একটু যেন উৎসাহ পেয়ে বলেন মিঃ অড্‌লি।

'তাকে দেখেছেন নাকি—পরিচারকটিকে'—প্রায় হাঁফাতে হাঁফাতে জিজ্ঞাসা করেন মিঃ লেভার—'অ্যাঁ—যে নিয়ে গেছে তাকে দেখেছেন আপনারা—চিনতে পারবেন তাকে'—

'পরিচারককে চিনতে পারব কি—না অসম্ভব'—অত্যন্ত গম্ভীর-ভাবে উত্তর দেন মিঃ অড্‌লি—

মিঃ লেভার তার দুটো হাত তুলে অসহায় ভঙ্গীতে বলে ওঠেন—'আমি ওকে পাঠাই নি—আমি জানি কেন কিংবা কখন সে এল। আমি যখন আমার পরিচারককে প্লেটগুলি নিয়ে যেতে পাঠালাম, সে এসে দেখে ওগুলো আগেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে'—

মিঃ অড্‌লি হাঁ হয়ে লেভারের উত্তেজিত কথাগুলো শুনতে থাকেন। অতিথিদের কেউই কোনো কথা বলতে পারেন না কর্নেল পাউণ্ড ছাড়া। পাথরের মানুষ বটে কর্নেল পাউণ্ড অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে যাঁর প্রবণতা রয়েছে। সকলকে স্তম্ভিত বসা অবস্থায় রেখে পাউণ্ড ধীরে ধীরে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ান, তিনি চোখে প্যাঁসনেটা লাগান—তারপর কেউ কথা বলতে ভুলে গেলে তারপর যেরকম করে কথা বলতে থাকে প্রথম সেইরকম একটা দুর্বোধ্য ভাবে আস্তে আস্তে বলতে থাকেন—

'আপনি কি বলতে চান যে কেউ আমাদের রুপোর বাসনগুলো চুরি করেছে।'

হোটেল মালিক অসহায় ভাবে দুহাত উপরে তুলে এমন একটা হতাশার ভঙ্গী করে যে অতিথিদের সকলেই একমুহূর্তে বিষয়টির গুরুত্ব বুঝতে পেরে একলাফে দাঁড়িয়ে পড়ে।

'আপনার সব কটি পরিচারকই কি উপস্থিত আছে এখানে'—কর্নেল জানতে চান তার স্বভাবসিদ্ধ ধীর গম্ভীর স্বরে।

'হ্যাঁ—ওরা সকলেই এখানে আছে নিজে আমি দেখেছি'—তরুণ ডিউক আলোচনার গণ্ডীর মধ্যে গলা বাড়িয়ে দেন—'যখনই আসি একবার অন্তত গুণে দেখে আসি। দেয়ালের পাশে এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকে যে আমার অদ্ভূত লাগে।'

'কিন্তু কারো পক্ষে মনে করে রাখাটা কি সম্ভব'—মিঃ অড্‌লি ইতস্তত করে বলে ওঠেন।

'আমি বলছি আমার স্পষ্ট মনে আছে।' উত্তেজিত হয়ে উত্তর দেন ডিউক—'এই জায়গায় পনেরো জনের বেশি পরিচারক কোনোকালে ছিল না। আজ রাত্তিরেও পনেরো জনের বেশি কেউ ছিল বুঝলে শপথ করতে পারি দরকার হলে, একজন বেশিও নয়, একজন কমও নয়।'

হোটেল মালিক বেশ বিস্মিত হয়েছে এমন ভাবে ডিউকের দিকে তাকিয়ে থাকে—'আপনি বলছি—মানে আপনি বলছেন যে,

আপনি আমার পনেরো জন পরিচারককেই দেখেছেন'—

'খুবই স্বাভাবিক'—উত্তর দেন ডিউক—'কিন্তু তাতে কি এল গেল।'

'না, কিছু না'—কণ্ঠস্বর আরো গভীর করে উত্তর দেন মিঃ লেভার—'শুধু এই যে আপনি দেখেন নি—কারণ উপরতলায় একজন মরে পড়ে আছে'—

একমুহূর্তের মধ্যে সমস্ত ঘরটা স্তব্ধ হয়ে যায়। হয় তো (মৃত্যু শব্দটা এত বেশি অস্বাভাবিক) উপস্থিত প্রত্যেকটি অলস লোকই নিজের দিকে একবার তাকিয়ে দেখতে চেষ্টা করে, দেখতে পায় ছোটো শুকনো একখণ্ড বাদাম। একজন আবার ওই ডিউক ভদ্রলোকটি—বোকার মতন দয়া দেখাতে জিজ্ঞাসা করে।

'আমরা কি কিছু করতে পারি'—

'না একজন ধর্মযাজক তো ডাকাই হয়েছে'—অপ্রতিভ না হয়ে উত্তর দেয় হোটেল মালিক।

তারপর সকলেরই যেন সম্বিত ফেরে। কয়েকমুহূর্ত সকলের মনে হয় যে ওই পনেরো নম্বর পরিচারকটি কি তাহলে মৃত পরিচারকের ভূত। কারও মুখে কথা ফোটে না। কারণ ভিখিরিদের মতন ভূতও তাদের কাছে একটা লজ্জার ব্যাপার। কিন্তু রুপোর বাসনের কথা মনে হতেই সকলেরই সার আবার ফিরে আসে। চমকে যেন একসাথে সকলেই তৎপর হয়ে ওঠে। কর্নেল এক ঝটকায় চেয়ার ঠেলে দরজার দিকে ছুটতে ছুটতে বলতে থাকে—'যদি পনেরো নম্বর পরিচারক বলে কেউ এখানে থেকে থাকে, তাহলে সেই নিশ্চয়ই চোর। সামনের আর পিছনের দরজায় চলে আসুন সকলেই, দরজা দুটো ভালো করে বন্ধ করে তারপর কথা বলা যাবে। চব্বিশটা মুক্তো—উদ্ধার করাটা কর্তব্য।'

এত দ্রুত কোনো কাজের মধ্যে নেমে যেতে যথারীতি মিঃ অড্‌লি ইতস্তত করছিলেন একটু—কিন্তু ডিউককে ছুটে নিচের দিকে দৌড়তে দেখে তিনিও তাকে অনুসরণ করতে থাকেন।

ঠিক সেই সময়ে ষষ্ঠ একজন পরিচারক এসে জানায় যে, একগোছা প্লেট পাওয়া গেছে সাইডবোর্ডে, কিন্তু কোনো রুপার লক্ষণ নেই কোথাও একেবারেই।

পরিচারকরা এবং অতিথিরা সবাই প্যাসেজের ইতস্ততঃ ছোটাছুটির পরে দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যায়। ফিসারম্যানদের প্রায় সকলেই হোটেল মালিকের সঙ্গে সদর দরজার দিকে এগিয়ে যায়, বাইরে যাওয়ার রাস্তাটা পরিষ্কার কিনা জানতে। কর্নেল পাউণ্ড, চেয়ারম্যান, ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং আরও দু-একজন চাকরদের কোয়ার্টারের দিকে এগোতে থাকেন, খুব সম্ভবতঃ যেদিক দিয়ে পালানোটাই স্বাভাবিক। সেদিকে যেতে যেতে ক্লোকরুমের আধা-অন্ধকারের মধ্যে ছোটোখাটো দেখতে একটা শরীর তারা লক্ষ্য করেন আড়ালে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ডিউক লোকটিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন—'কাউকে এদিক দিয়ে যেতে দেখেছ'—

লোকটি ডিউকের প্রশ্নের সরাসরি জবাব দিল না, কেবল বলল—'মহাশয়রা, আপনারা যা খুঁজছেন হয় তো বা সেটার খোঁজ আমি দিতে পারি।'

সকলেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে সেই লোকটি ভিতরে চলে গিয়ে আবার ফিরে এসে কাউন্টারের উপরে সেলস-ম্যানের ভঙ্গীতে কয়েকটি জিনিস ছড়িয়ে রাখে। জিনিসগুলো সকলেই চোখ বড় বড় করে দেখে বারোটা করে কাঁটা আর চামচ।

'আপনি—আপনি'—বেসামাল হয়ে চিৎকার করতে যান কর্নেল। তারপরই আবছা আলোয় ঘরটার দিকে ভালো করে একবার তাকিয়ে দেখেন তিনি। দুটো জিনিস তার নজরে—একটা হচ্ছে যে লোকটার পোষাক ধর্মযাজকদের মতন আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে যে পিছনের কাঁচের জানলাটা পুরোপুরি ভাঙা, মনে হচ্ছে দেখে যে কেউ হঠাৎই জানলা ভেঙে পালিয়েছে।

'ক্লোকরুমে জমা দেয়ার পক্ষে খুবই মুল্যবান সব জিনিসপত্র—

তাই না'—ধর্মযাজকটি বেশ হাসিখুশির ভাষাতেই বলে ওঠেন।

'আপনি—মানে আপনি কি এগুলো চুরি করেছেন'—বিস্ফারিত চোখে আমতা আমতা করে মিঃ অড্‌লি জিজ্ঞাসা করেন।

'যদি করেও থাকি'—বেশ খুশি খুশি গলায় উত্তর দেন ধর্ম-যাজক—'তাহলে তো আবার ফিরিয়েও দিলাম।'

'কিন্তু আপনি চুরি করেন নি'—কর্নেল পাউণ্ড ভাঙা জানলার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ধীর গলায় বলে চলেন।

'সত্যি কথা বলতে কি, না আমি চুরি করি নি'—বেশ মজা পেয়েছেন এমন গলায় বলে ওঠেন তিনি। তারপর একটা টুল টেনে নিয়ে বসে পড়েন নিশ্চিন্তভাবে।

কর্নেল তার দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন—'কিন্তু আপনি জানেন কে চুরি করেছে'—

'না, তার নামটা সঠিক জানি না। কিন্তু আমি লোকটির লড়াই করার ক্ষমতা আছে জানি। আত্মিক সমস্যাও যে তার আছে সেটা জেনেছি। শারীরিক ক্ষমতার ব্যাপারটা আমি জেনেছি তখন যখন সে আমার গলা টিপে ধরেছিল আর মানসিক অবস্থার কথাটা বুঝলাম যখন সে অনুতাপ প্রকাশ করল'—

'হ্যাঁ—অনুতাপ'—বেশ বিদ্রূপের ভাষায় চেঁচিয়ে ওঠেন কর্নেল।

ফাদার ব্রাউন উঠে দাঁড়ান। তারপর দু-হাত পিছনে রেখে বলে ওঠেন—'হ্যাঁ, অদ্ভুত, তাই না—একজন চোর কিংবা ভবঘুরে অনুতাপ করছে ব্যাপারটা বেশ মজার—যখন ধনী কিংবা সার্বিক নিরাপত্তার মধ্যে রয়েছে এমন একজন বেশ কঠিনভাবেই জীবনযাপন করছেন, অনুতাপের বালাই নেই তার, নেই ঈশ্বরের জন্যে কিংবা মানুষের জন্যে কোনো অবদান তার। কিন্তু ওই জায়গাটাতে, ক্ষমা করবেন বলতে বাধ্য হচ্ছি আপনি আমার এক্তিয়ারের মধ্যে পা বাড়াচ্ছেন। যদি অনুতাপ করার ব্যাপারটাতে আপনাদের সন্দেহ থাকে তাহাল ওই তো রয়েছে আপনাদের কাঁটা চামচ—আপনারা তো দি টুয়েলভ্‌ ট্রু ফিসারমেন। ওই তো রয়েছে

আপনাদের রুপোর কাঁটা-চামচ। কিন্তু তিনি তো আমাকে মানুষ ধরার জেলে তৈরি করেছেন।'

'আপনি কি লোকটাকে ধরতে পেরেছিলেন'—লজ্জা পেয়ে জিজ্ঞাসা করেন কর্নেল।

ফাদার ব্রাউন সোজাসুজি কর্নেলের লজ্জিত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন একটু, তারপর বলেন—'হ্যাঁ—আমি তাকে ধরতে পেরেছিলাম। একটি অদৃশ্য সূতো বঁড়শী দিয়ে, এই সূতোটা এত লম্বা যে সারা পৃথিবী চরে বেড়ানোর মতন জায়গা পাবে লোকটি কিন্তু ইচ্ছে করলেই সূতোর একটি ছোট্ট টানে ওকে ফিরিয়ে আনতে পারব আমি'—

দীর্ঘ সময় ধরে সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। অন্য সবাই ফিরে পাওয়া রুপোগুলো নিয়ে গেল অন্যদের কাছে। কেউ বা মালিকের কাছে এই অদ্ভুত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে গেল। কিন্তু গম্ভীরভাবে কর্নেল কাউন্টারের একটা ধারে চুপটি করে বসেই থাকে, পা নাচায় আর নিজের গোঁফজোড়া চিবোতে থাকে।

অনেকক্ষণ পরে কর্নেল্ আস্তে আস্তে ধর্মযাজককে লক্ষ্য করে বলে ওঠেন—'লোকটা চালাক সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার ধারণা আরো বেশি চালাক একজনের সন্ধান পেয়েছি আমি'—

'হ্যাঁ লোকটা চালাক একথাটা ঠিকই। কিন্তু অন্য কার কথা বলছেন বুঝতে পারলাম না ঠিক।'

'আপনার কথাই বলছি।' হাসি চেপে কর্নেল বলেন—'আরে লোকটাকে জেলে পাঠাব না কথা দিচ্ছি—চিন্তা করবেন না আপনি—কিন্তু অনেকগুলো রুপোর কাঁটা-চামচ হারাতে আমি রাজি আছি শুধু শুনতে যে আপনি কিভাবে ব্যাপারটায় জড়িয়ে গেলেন, কিভাবেই বা জিনিসগুলো উদ্ধার করলেন তার হাত থেকে। তবে যাই হোক না কেন উপস্থিত আমাদের সকলের মধ্যে আপনার মতন তৎপর শয়তান দুটো দেখছি না।'

কথাগুলো শুনে সম্ভবতঃ ফাদার ব্রাউনের কর্নেলকে পছন্দই হচ্ছিল। হাসতে হাসতে তিনি জবাব দিলেন—'হুঁ—লোকটার পরিচয় সম্পর্কে কোনো কিছু বলতে পারি না আমি—অথবা লোকটার নিজের দুঃখের গল্প—কিন্তু ঘটনাটার বাইরের দিকটা না বলার তেমন কোনো কারণ দেখছি না, বিশেষ করে আমি যেরকম দেখেছি'—

অপ্রত্যাশিত দ্রুততায় তিনি একলাফে কাউণ্টারটা পার হয়ে এসে কর্নেল পাউণ্ডের পাশে বসে পড়লেন, তারপর তার ছোটো ছোটো পা দুটো স্কুলবয়ের মতন করে ছড়িয়ে দিলেন। ক্রিস্টমাস ফায়ারের পাশে বসে বন্ধুদের কাছে গল্প করছেন যেন এমনি হাল্কাসুরে গল্পটা শুরু করলেন তিনি।

'দেখুন কর্নেল—ওই ছোটো ঘরটার মধ্যে আটকে ছিলাম আমি, একটু লেখালেখির কাজ করছিলাম সেখানে। সেই সময়ে প্যাসেজের মধ্যে নাচের শব্দ শুনতে পাই আমি—নাচটা প্রায় ভুতুড়ে নৃত্যের মতনই অদ্ভুত বলা যেতে পারে। প্রথমে দ্রুত ছোটো ছোটো পদক্ষেপ, একজন লোক পা টিপে হাঁটলে যেমন শব্দ হয়, তারপর আস্তে, হাল্কা একজন বড়সড় মানুষ সিগারেট খেতে খেতে যেমন অলস হেঁটে যায় কতকটা তেমনি। কিন্তু দুটো শব্দ একজনেরই করা সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না, তারপর এই দু রকমের পায়ের শব্দটা একটার পর অন্যটা ঘটতে থাকে! প্রথমে ছোটা তারপর হাঁটা তারপর আবার ছোটা। প্রথমে অলসভাবেই আমি ভাবছিলাম কেন একজন এইরকম ভাবে দু রকমের হাঁটা হাঁটবে। হাঁটার একটা ধরন আমি চিনি, কতকটা আপনার মতন কর্নেল। বেশ আত্মতৃপ্ত ভালো খাওয়া-দাওয়া করা কোনো লোক হাঁটতে হাঁটতে অপেক্ষা করছে কোনোকিছুর জন্যে—ধীরে হাঁটছে কারণ মানসিক ভাবে অত্যন্ত অধৈর্য হয়ে পড়ছে সে। আমার মনে হচ্ছিল অন্য ধরনের হাঁটাটাও আমি চিনি, কিন্তু সেই মুহূর্তে মনে করতে পারছিলাম না একটুও। কোনো বন্যজন্তু আমি আমার বিস্তর

পর্যটনে দেখেছি যারা এমন অস্বাভাবিক ভাবে হেঁটে থাকে। ঠিক সেই সময়টাতেই কাপ-প্লেটের শব্দ আমি শুনতে পেলাম দূরে কোথাও। সঙ্গে সঙ্গে উত্তরটা আমার সামনে সেণ্ট পিটারের মতন সহজ হয়ে এল। হ্যাঁ, শব্দটা কোনো পরিচারকের, সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা। চোখদুটো নীচের দিকে, জুতোর সামনেটা সামনের জমিতে ঘষটে যাচ্ছে, কোটের লেজ এবং ন্যাপকিন হাওয়ায় উড়ছে। তারপর দেড় মিনিট মতন ভেবেছি আমি—আমার বিশ্বাস অপরাধের ধরনটা সম্ভবত আমি বুঝতে পারছিলাম এমন স্পষ্ট যে যেন আমি নিজেই করছি বা।'

কর্নেল পাউণ্ড সতৃষ্ণভাবে তাকিয়ে থাকেন ফাদারের দিকে। ফাদার উদাস চোখে ঘরের সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে থাকেন।

'অপরাধ—বুঝলেন অন্যান্য শিল্পের মতনই এক ধরনের শিল্প। অবাক হবেন না। পৈশাচিক কারখানা থেকেই অপরাধই কেবল যে একমাত্র শিল্পের উদ্ভব শুধু তা নয়। শিল্পের প্রতিটি প্রকাশই হয় স্বর্গীয় নয় তো শয়তানী যাই হোক না কেন, একটা লক্ষণ তার থাকবে নিশ্চয়ই যে মাধ্যমটা খুব সহজ হতেই হবে, লক্ষ্যটা যতই গোলমেলে হোক না কেন। সেকারণেই হ্যামলেট-এ বলা যেতে পারে—ওই কবর খুঁজিয়েদের অপরূপ দৃশ্য, উন্মাদ মেয়েটির ফুলগুলি, ওস্‌রিস-এর অপার্থিব সূক্ষ্মতা, অশরীরির উপস্থাপনা, কঙ্কালের হাসি, এইসব অদ্ভুত দৃশ্য যেন একটা গাঁথা মালা হয়ে কালো পোষাক পরিহিত মানুষটির গলায় যেন ঝুলছে। এখন এক্ষেত্রেও বুঝলেন—'বসার জায়গায় একটু নড়েচড়ে বসে বলতে থাকেন ছোটোখাটো মানুষটি—'এক্ষেত্রেও সাদামাটা বিয়োগান্তক ব্যাপার মানুষটির ক্ষেত্রে, বুঝলেন'—অবাক হয়ে কর্নেল তার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন দেখে বলেই চললেন তিনি এই গল্পটার সবকিছুই নির্ভর করে আছে একটা কালো কোটের উপরে। এখানেও হ্যামলেটেও যেমন ছিল—মৃত পরিচারকটি যার পক্ষে ওখানে উপস্থিত থাকা সম্ভব নয়। আবার অদৃশ্য হাত আপনাদের টেবিলটা থেকে রুপোর কাঁটাচামচ

নিঃশব্দে পরিষ্কার করে নিয়ে হাওয়ায় মিশে গেল। কিন্তু সব রকমের চতুর অপরাধই কোনো না কোনো বাস্তব ঘটনার উপরে নির্ভর করে ঘটানো হয় আর সেই বাস্তব ঘটনাটা রহস্যময় নয় কোনো অবস্থাতেই। আসলে রহস্যের আবির্ভাব তখনই যখন না বুঝতে বা বোঝাতে পেরে চাপা দেয়া হয় বিষয়টা, এবং সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকেদের সেই সাধারণ ঘটনা থেকে সরিয়ে রাখলেই রহস্যের অবতারণা সম্ভব। আজকের এই বেশ বড় ধরনের অপরাধটি সাধারণভাবে বেশ লাভজনকই নির্ভর করে রয়েছে একটি ছোটো অতি সাধারণ তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনার উপরে সেটা হচ্ছে যে নৈশভোজের আয়োজনে অতিথিদের নৈশপোষাক এবং পরিচারকদের নৈশপোষাক একই রকমের দেখতে। দুটোই কালো। শুধু এইটুকু বাকিটুকু সবটাই অভিনয় এবং বলা বাহুল্য দারুণ ভালো অভিনয় সন্দেহ নেই।'

'তা সত্ত্বেও—ব্যাপারটা খুব পরিষ্কার হল না আমার কাছে'—উঠে দাঁড়িয়ে নিজের জুতোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলে ওঠেন কর্নেল।

'কর্নেল'—উত্তর দেন ফাদার ব্রাউন, 'আমি আপনাকে বলেছি যে ধৃষ্টতার মূর্ত প্রতীক এই লোকটি যে আপনাদের মূল্যবান রুপোর বাসন চুরি করেছিল সেই লোকটি উজ্জ্বল আলোয়, খোলা প্যাসেজের মধ্যে, সকলের চোখের সামনে নাহক কুড়িবার যাতায়াত করেছে। লোকটি চোরের মতন কোনো অন্ধকার কোণায় লুকিয়ে থাকে নি যেখানে সকলের সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে। সে সারাক্ষণ ঘুরেছে ফিরেছে, খাওয়ার ঘরে, প্যাসেজে, যেখানেই গেছে সকলের ধারণা এমন তৈরি করেছে যে সেখানে যাওয়ার অধিকার আছে তার। আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না লোকটা কেমন দেখতে, কারণ আপনারা সকলেই তাকে অন্ততপক্ষে ছশত বার করে তো দেখেছেনই প্রত্যেকে। আপনারা গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সবাই প্যাসেজের শেষে রিসেপশন রুমে বসে গল্প করছিলেন, তার

ঠিক পিছনেই হোটেলের টেরেস। লোকটা যখনই আপনাদের সামনে এসেছে তার চেহারা বিদ্যুতের মতন একজন পরিচারকের চেহারা, নিচু মাথা, দ্রুতগতি আর হাতে ন্যাপকিন। সে ছুটে টেরেসে চলে যায়। টেবিল ক্লথে কিছু একটা করে তারপর ছুটে অফিস আর পরিচারকদের ঘরের দিকে চলে যায়। কয়েক পা দূরেই সে যখন অফিসের ক্লার্কের দৃষ্টির সামনে এসে যায় তার চেহারা পুরোপুরি পাল্টে যায়, প্রত্যেকটি চাউনি, ব্যবহার, সবতাতে। পরিচারকদের মধ্য দিয়ে সে ধীর উদাসগতিতে হেঁটে যায় যেরকম ভাবে অতিথিদের হেঁটে যেতে দেখতে সবাই অভ্যস্ত, অস্বাভাবিক কিছু নয়। নৈশভোজে নিমন্ত্রিতদের কেউ যে একটু ঘরে বেড়াবে না তা তো নয়। সুতরাং অতিথিদের কেউ ইতস্তত একটু ঘুরে বেড়াচ্ছে হয় তো। যাই হোক ওরকম ভাবে হেঁটে যাওয়াটায় কারো অবাক হওয়ার বিন্দুমাত্র কোনো কারণ আছে বলে মনে হয় না। এই-রকম ভাবে মহান অতিথিদের মতন লোকটি প্যাসেজের শেষে পৌঁছেই বিদ্যুতের গতিতে ঘুরে যায় এবং আবার ফিরে যায় অফিসঘর পেরিয়ে। আর ওই একটি মুহূর্তের মধ্যেই তার সমস্ত চেহারাটাই বদলে যায় যেন বা ভোজবাজীর মতন একজন পরিচারকের মতন। আবার সে একজন পরিচারক হিসেবে উপস্থিত হয় ওই বারোজন ফিশারমেনদের সামনে। অতিথি অভ্যাগতদের কি দায় পড়েছে একজন পরিচারককে খুব একটা খুঁটিয়ে দেখার। আবার পরিচারকদেরই বা কি দায় ঠেকেছে একটু হাঁটাহাঁটি করছে এমন একজন অতিথির প্রতি অত লক্ষ্য রাখার। একবার দুবার সে আরও সূক্ষ্ম অভিনয় করেছে খুবই ঠাণ্ডা মাথায়। হোটেল মালিকের ঘরের কাছে গিয়ে বেশ হাল্কা সুরে সোডা ওয়াটার চেয়েছে এক গ্লাস, তেষ্টা পেয়েছে বলে। তারপর সেটা নিজেই হাতে করে নিয়ে যেতে চেয়েছে। হাতে করে নিয়ে গেছেও সকলের মধ্যে দিয়ে খুব দ্রুত আর সঠিক পদক্ষেপে। অবশ্য ব্যাপারটা বেশ অনেকক্ষণ ধরে চলা সম্ভবই না

কিন্তু ওর তো দরকার ছিল শুধুমাত্র মাছের রান্নাটুকু পরিবেশন পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়া।

লোকটির সবচেয়ে বিপজ্জনক মুহূর্ত ছিল যখন সব পরিচারকদের সার বেঁধে দাঁড়াতে হয়েছিল। কিন্তু তখনও লোকটা দেয়ালের পাশে ঠিক বাঁকটির মুখে এমনভাবে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল যে পরিচারকরা তাকে অতিথি ভেবেছে আর অতিথিরা পরিচারক। তার পরেরটা তো যন্ত্রের মতন ঘটে গেল। টেবিল থেকে দূরে লোকটাকে কোনো পরিচারক দেখে ফেললে সে তো ভাবছে একজন অতিথি। লোকটার হাতে মাছের প্লেট পরিষ্কার করার আগে মাত্র দুটো মিনিট সময় ছিল। ভয়ংকর দ্রুত পরিচারক হয়ে সে নিজেই সেটা পরিষ্কার করে নেয়। কাছের কোনো সাইড বোর্ডে প্লেটগুলো নামিয়ে রাখে। রুপোগুলো নিজের বুকপকেটে ঢোকায়। তারপর খরগোসের মতন দৌড়ে ক্লোকরুম পর্যন্ত চলে আসে। এখানে তাকে আবার অতিথিদের অভিনয় করতে হয়। জরুরি ডাক এসেছে এক্ষুনি চলে যেতে হবে। টিকিটটা দিয়ে ওভারকোট আর টুপিটা অ্যাটেনডেনটের কাছ থেকে নিয়ে নিতে পারলেই নিস্তার। ধীর পায়ে বেরিয়ে গেলেই হল। শুধু—শুধু হয় নি তার কারণ ঠিক সেই মুহূর্তটিতে ক্লোকরুমের অ্যাটেনডেনটের ভূমিকায় ছিলাম আমি'—

'আপনি কি বললেন লোকটাকে'—চিৎকার করে ওঠেন কর্নেল—'লোকটাই বা কি বলল আপনাকে'—

'ক্ষমা করবেন মহাশয়রা'—গম্ভীর গলায় উত্তর দেন যাজক—'আমার গল্প এখানেই শেষ এবং সবচেয়ে মজার গল্পের শুরু'—বিড়বিড় করে বলে ওঠেন পাউণ্ড—'আমার তো মনে হয় লোকটার নিজের কাজের দক্ষতার ব্যাপারটা খুব স্পষ্টই বুঝতে পারছি আমরা—বুঝতে পারছি না আপনারটা।'

'—না, যাওয়ার সময় হল আমার'—বলে ওঠেন ফাদার ব্রাউন। দুজনে হাঁটতে হাঁটতে প্যাসেজ পেরিয়ে সদর দরজার দিকে

এগিয়ে যান। সেখানে ডিউক অব চেস্টারকে দেখা যায় বেশ হাসিখুশি ভাবেই তাঁদের দিকে এগিয়ে আসছেন।

'চলে এসো পাউণ্ড।' তোমাকেই খুঁজছি আমরা সর্বত্র। ডিনার আবার নতুন করে শুরু হচ্ছে। অড্‌লিকে একটা বক্তৃতা দিতেই হবে এই মূল্যবান রত্ন উদ্ধারের পরিপ্রেক্ষিতে। নতুন করে উৎসব শুরু করার কথা ভাবছি আমরা। কি করা যায় বল তো। —তুমিই তো আসলে ওগুলো উদ্ধার করেছ, তুমিই বল না কি করা উচিত এই ঘটনাটা স্মরণীয় করে রাখতে।'

'আমার তো প্রস্তাব রয়েছে এখন থেকে অতিথিরা সবাই সবুজ কোট পরবে নৈশভোজের নিমন্ত্রণে। কে জানে বাবা ওয়েটারের সঙ্গে পোষাকের আদল একরকম হলে আবার কখন কি ফ্যাসাদ উপস্থিত হয়'—

'দূর ছাই—কি যে বল, একজন ভদ্রলোক কোনোদিন চাকরের মতন দেখতে হতে পারে না'—তরুণ ডিউক বলে ওঠে।

'না পরিচারকও কোনোদিন ভদ্রলোকদের মতন দেখতে হবে না। কর্নেল পাউণ্ড মাথা নিচু করে হাসি চেপে বলে ওঠেন—'রেভারেণ্ড ফাদার, আপনার বন্ধুটি ভদ্রলোকের অভিনয় করার মতন বেশ বুদ্ধিমান ছিল নিশ্চয়ই'—

ফাদার ব্রাউন তার অতি সাধারণ ওভারকোটটির গলা পর্যন্ত বোতাম আটকে নিলেন—কারণ বাইরে তখন বেশ ঝড়ের আভাস। স্ট্যাণ্ড থেকে অতি সাধারণ ছাতাটা টেনে নিলেন।

'হ্যাঁ'—তিনি উত্তর দিলেন—'ভদ্রলোক সেজে থাকা খুব কঠিন ব্যাপার। কিন্তু কি জানেন, আমার মাঝে মাঝে মনে হয় সে কাজটা পরিচারকের কাজের মতনই বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার'—তারপর 'শুভ রাত্রি' বলে তিনি বাইরের ভারি দরজাটা খুলে ফেললেন। সেই সোনালী দরজা দুটো তার পিছনে ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায় এবং তিনি ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা, নির্জন, অন্ধকার রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেন বাস ধরার জন্যে।

পবিত্র গীর্জার অলংকার ডাকাতি

আগাথা ক্রিস্টি

জিজ্ঞাসা করলাম—'পয়রো, একটু বায়ু বদল তোমার পক্ষে মন্দ হবে না। কি বল'—

'তোমার তাই মনে হচ্ছে না কি, বন্ধু'—

'নিশ্চয়'

'হুঁ'—হাসতে থাকে আমার বন্ধুটি। —'তাহলে সব ব্যবস্থাই পাকা করে ফেলেছ একেবারে।'

'তাহলে আসছ তো'—

'কোথায়, আমাকে নিয়ে যেতে চাইছ বল তো।'

'ব্রাইটন। সত্যি কথা বলতে কি, এই শহরের একটি বন্ধু আমাকে ভালো একটা জায়গার সন্ধান দিয়েছে। আর, লোকে যাকে বলে, ওড়ানোর মতন যথেষ্ট অর্থ রয়েছে আমার। আমার তো মনে হয় উইক্ এণ্ড্টা পবিত্র গীর্জায় কাটাতে পারলে স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালোই হবে আমাদের।'

'অনেক ধন্যবাদ বুঝলে হে। কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই তোমার নেমন্তন্ন গ্রহণ করলাম। একজন বুড়ো লোকের কথা যে তোমার মনে পড়েছে এই ব্যাপারে, সেটাই প্রমাণ করে তোমার ঔদার্য। আর জানোই তো ভালো মনের লোকদেরই মাথার মধ্যে যে ঘিলুটা ঠিকই আছে শেষ অবধি সেটা বোঝা যায়। হ্যাঁ, কখনো কখনো ভুলে যাই অবশ্য তোমার সঙ্গে কথা বলার সময় সেটা। বেশ বিপদজনক'—

পয়রোর ইঙ্গিতটা আমার ভালো লাগল না একেবারেই। মাঝে

মধ্যেই মনে হয়েছে যে আমার বুদ্ধির বিকাশ সম্বন্ধে তার ধারণাটা খুব উঁচু নয়। কিন্তু প্রস্তাবটিতে সত্যি সত্যিই এত খুশি হয়েছে সে, দেখে আমার বিরক্তিটা এড়িয়ে গেলাম।

'তাহলে সব ঠিক রইল তো'—তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম।

কথামত শনিবার সন্ধ্যায় আমরা পৌঁছে গেছি পবিত্র গীর্জার অতিথিশালায়। শনিবারের ডিনার আমাদের ভালোই হল সেখানকার আনন্দ পরিবেশে। মনে হচ্ছিল বুঝি সারা পৃথিবীর লোকজনই তাদের বউদের নিয়ে সেখানে এসে হাজির। সকলের সে কি সব দামি দামি জামা-কাপড়, পোষাক-পরিচ্ছদ, গয়না-গাঁটি। এই সব উজ্জ্বল বহুমূল্য অলংকার মানুষজন সুন্দর রুচির পরিবর্তে দেখানোর আনন্দেই সংগ্রহ করে বেশি।

'হুঁ'—দেখবার মতন বটে।' —বিড়বিড় করছিল পয়রো —'এই স্থানটি মুনাফাখোরদেরই আড্ডা, তাই না।'

—'সেইরকমই তো মনে হয়।' আমি উত্তর দিলাম।

'তবে আমরা অন্তত আশা করতে পারি যে সকলেই মুনাফার কালো রঙে মুখ চোখ কালো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে না'—

পয়রো বেশ মনোযোগ দিয়েই তার চারধারের লোকজনদের লক্ষ্য করতে থাকে।

'এত সব গহনা অলংকার দেখে আমারই লোভ হচ্ছে। অপরাধীদের ধরার বদলে অপরাধ করার কথা ভাবলেই ভালো হত আমার। আঃ আজকের দিনে একজন অপরাধীর সামনে কী দারুণ সুযোগ রয়েছে অ্যা—হেস্টিংস, ওই যে থামটার পাশে বেশ বড়সড় চেহারার মহিলাটি দেখছ, কী দারুণ চেহারা না, মনে হচ্ছে যেন ভদ্রমহিলাকে আপাদমস্তক মণি-মুক্তো দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে।'

পয়রোর কথা শুনে আমি মুখ ঘুরিয়ে মহিলাটিকে দেখতে চেষ্টা করলাম।

'আরে মিসেস ওপালসেন যে'—বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলাম।

'তুমি ওকে চেন নাকি।'

'একটু—মহিলাটির স্বামী স্টক এক্সচেঞ্জে ব্যবসা করেন। দারুণ ধনী—সম্প্রতি তেলের খনির ব্যাপারে কোটিপতি হয়েছেন'—

ডিনার শেষ হওয়ার পরে, লাউঞ্জে ওপালসেন দম্পতির সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হল। আমি ওদের সঙ্গে পয়রোর পরিচয় করিয়ে দিলাম। আমরা কফি খেতে খেতে কিছু সময় গল্প করলাম একসাথে।

পয়রো মহিলাটির ভারী বক্ষদেশে শোভিত কয়েকটি মুক্তোর দারুণ প্রশংসা করলেন। প্রশংসা শুনে মহিলাটি খুবই খুশি হলেন বোঝা গেল।

'মিঃ পয়রো—মণিমুক্তো আমার একটা খেয়াল, হবি বলতে পারেন। আমি গয়না জিনিসটা দারুণ ভালোবাসি। এড্ও আমার এই দুর্বলতা ভালো করেই জানে। ফলে যখনই ওর হাতে দুপয়সা বেশি আসে, আমার জন্যে কিছু না কিছু কিনে আনবেই। আপনি মূল্যবান পাথর সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহী বুঝি ?'

'ম্যাডাম। আমার জীবনে অনেকবারই মূল্যবান পাথর সংক্রান্ত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছি আমি। কর্মসূত্রে পৃথিবীর বিখ্যাত কিছু কিছু অলংকার ইত্যাদির সংস্পর্শে আসতে হয়েছে আমাকে।'

তারপর পয়রো তার অভিজ্ঞতার নানান রকমের গল্প বলতে শুরু করে। বলা বাহুল্য নাম ধাম সব গোপন করেই সেই সব গল্প করতে হয় তাকে কারণ তার সব গল্পগুলোই সত্যি। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে মিসেস্ ওপালসেন শুনতে থাকেন একটি রাজবাড়ির ঐতিহাসিক অলংকার সংগ্রহের গল্প।

পয়রোর গল্প শেষ হলে মিসেস ওপালসেন নারীসুলভ হৈচৈ করে বলতে থাকেন 'বেশ একটা নাটকের মতন শোনাচ্ছে। আপনি জানেন আমার কিছু অলংকার আছে ঐতিহাসিক ঐতিহ্যমণ্ডিত। আমি যতদূর জানি পৃথিবীর বিখ্যাত মণিহারগুলোর অন্যতম মণিহারটি আমার—এত সুন্দর রঙ, এত সুন্দর কারুকাজ, সকলকেই

অবাক হতে হয়। ইচ্ছে করছে একছুটে গিয়ে ওটা নিয়ে আসি'—

'ওঃ ম্যাডাম, আপনি খুবই সহৃদয়া। অনুগ্রহ করে ব্যস্ত হবেন না।'

'কিন্তু ওটা আপনাকে দেখাতে ইচ্ছে করছে খুবই'—

পৃথুলা মহিলাটি বেশ কসরৎ করেই উঠে যান। তাঁর স্বামী মিঃ ওপালসেন অবাক হয়ে পয়রোর দিকে তাকান।

সেটা লক্ষ্য করে পয়রো বলে ওঠে—

'আপনার গৃহিণী খুবই অতিথিবৎসলা। তিনি তাঁর বহুমূল্য মণিহারটি আমাকে এক্ষুনি দেখানোর জন্যে ছুটে গেলেন।'

'ও, মণিহারের ব্যাপার'—তৃপ্তির হাসি হেসে উত্তর দেন মিঃ ওপালসেন।

'সত্যি দেখবার মতন বটে। অবশ্য মূল্যও কম না কিন্তু। তাহলে টাকার খনি হয়েই রইল জিনিসটা। যে কোনো দিন আমি ওটার বিনিময়ে যা দিয়ে কেনা সেই মূল্য পেতে পারি, এমন কি কিছু বেশিও। হয় তো সেটা করতেও হতে পারে যা দিনকাল পড়েছে। শহরে টাকাপয়সার বেশ টানাটানিই চলছে। এইসব ই. পি. ডি ইত্যাদি'—বলে অনেক টেকনিক্যাল কথা বলে যেতে থাকেন যার অধিকাংশই আমি বুঝতে পারছিলাম না।

যাই হোক মিঃ ওপালসেনের ব্যাবসায়িক বক্তৃতা বাধা পেল, একজন ভৃত্য এসে তাঁর কানে কানে কি সব যেন বলল।

'সে কি—এক্ষুনি আসছি আমি। অসুস্থ হয়ে পড়ে নি তো। ক্ষমা করবেন আপনারা, আমি একটু উঠছি।

হঠাৎ উঠে গেলেন তিনি। পয়রো আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে তার সেই বিখ্যাত রাশিয়ান সিগারেটে টান দিতে থাকে। তারপর নিপুণভাবে একটা একটা করে খালি কফিকাপগুলো একটার পর একটা সাজাতে থাকে। সাজানো হয়ে গেলে আবার মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিজের কৃতিত্বে নিজেই আত্মপ্রসাদ লাভ করতে থাকে।

অনেকক্ষণ হয়ে গেল। ওপালসেনরা ফিরল না।

'ভারী আশ্চর্য, কখন ওরা ফিরবে কে জানে'—বলতে বাধ্য হলাম আমি।

পয়রো একমনে উর্ধমুখী ধোঁয়ার কুণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ তারপর চিন্তিতভাবে বলে ওঠে—

'ওরা আসবে না'—

'কেন, কেন?'

'কারণ, কিছু একটা ঘটেছে।'

'কি আবার ঘটবে, তাছাড়া তুমি জানছ কি ভাবে'—আমি কৌতূহল অনুভব করি—

পয়রো হাসতে থাকে।

'কয়েক মিনিট আগে, তুমি লক্ষ্য কর নি এখানকার ম্যানেজার ছুটতে ছুটতে উপরে উঠে গেল দেখলাম। যথেষ্ট বিপর্যস্ত মনে হল তাকে। লিফট-এর চালকটি একজন ভৃত্যের সঙ্গে ফিসফিস করে আলোচনা করছে। লিফটের জন্যে তিনবার বেল দিয়েছে কেউ কিন্তু চালকটির খেয়ালই নেই। তৃতীয়তঃ ওয়েটাররাও সবাই অন্যমনস্ক, আর জানোই তো ওয়েটাররা যখন অন্যমনস্ক হয় তখন—' পয়রো মাথা নেড়ে গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে থাকে—'খুবই বড় ধরনের কিছু ঘটেছে নিশ্চয়ই। হ্যাঁ, আমি ঠিকই ভেবেছি—এই তো পুলিস এসে হাজির।'

দুজন লোককে হোটেলে ঢুকতে দেখা গেল। একজন ইউনিফর্ম পরা, অন্যজন সাদা পোষাকে। ওরা শশব্যস্ত হয়ে একজন ভৃত্যকে কি বলতেই দ্রুত উপরতলায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দেখা গেল। কয়েক মিনিট পরে ওই ভৃত্যটি নিচে নেমে এসে আমরা যেখানে বসেছিলাম সেখানটিতে এগিয়ে আসে।

'মিঃ ওপালসেন সেলাম জানিয়েছেন আপনাদের। অনুগ্রহ করে যদি একটু উপরে আসেন।'

পয়রো এক লাফে উঠে দাঁড়ায়। দেখে মনে হবে যে সে যেন

এতক্ষণ এই ডাকটারই অপেক্ষায় ছিল। আমিও সমান তালে পয়রোর পিছন নিলাম।

ওপালসেনদের ফ্ল্যাট দোতলায়। দরজার কড়া নেড়ে ভৃত্যটি সরে যায় একপাশে। ভিতর থেকে গম্ভীর গলা ভেসে আসে, 'ভিতরে আসুন'—আমরা ভিতরে ঢুকে একটা অদ্ভুত পরিস্থিতির সম্মুখীন হলাম। যে ঘরটায় আমরা এসে বসলাম সেটা মিসেস্ ওপালসেনের শোবার ঘর। ঘরের মধ্যিখানে একটা আরাম কেদারায় বসে আঝারে কেঁদে চলেছেন মহিলাটি স্বয়ং। চোখের জলে সন্ধ্যার সাজগোছ ধুয়ে যাচ্ছে। প্রচুর পাউডার প্রলিপ্ত সাদা মুখশ্রীতে জলের খাড়ি নেমে একটা হতকুচ্ছিৎ চেহারায় দাঁড়িয়েছে। মিঃ ওপালসেন সারা ঘরে রাগে পায়চারি করছেন অনবরত। দুজন পুলিস অফিসারও ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একজনের হাতে একটা নোটবুক। হোটেলের একজন পরিচারিকা ফায়ারপ্লেসের সামনে ভয়ে সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঘরের অন্যদিকে একজন ফ্রেঞ্চ মহিলা, সম্ভবতঃ মিসেস্ ওপালসেনের নিজস্ব পরিচারিকা, দাঁড়িয়ে কাঁদছে আর ক্রমাগত হাত কচলাচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন তার মনিবানের মতনই শোককাতর হয়ে পড়েছে সে।

এইরকম একটা হুলুস্থুল পরিবেশের মধ্যে পয়রোর অত্যন্ত স্থির স্থিতধী ভাবে প্রবেশ, মুখে হাসিটি লেগেই রয়েছে। পয়রোকে ঢুকতে দেখেই মিসেস্ ওপালসেন লাফ দিয়ে চেয়ার থেকে উঠে পড়েন, শরীরের স্থুলতার অনুপাতে এত দ্রুত যে তিনি ওঠা-বসা করতে পারেন সেটা খুবই বিস্ময়কর।

'এই তো। এড্ যাই বলুক আমি ভাগ্যে বিশ্বাস করি। একশোবার বিশ্বাস করি। আমার অদৃষ্টে ছিল তাই আজ সন্ধ্যায় আপনার সঙ্গে আমার দেখা হল। আর মনে হচ্ছে আপনিই একমাত্র যিনি আমার ওই হারিয়ে যাওয়া মণিহারটি উদ্ধার করতে পারবেন। আপনি না পারলে আমি বিশ্বাস করি না যে আর কেউ পারবে'—

'স্থির হন ম্যাডাম, আমি অনুরোধ করছি'—সস্নেহে মিসেস্ ওপালসেনের কাঁধে হাত রাখে পয়রো। বিশ্বাস রাখুন। সব ঠিক হয়ে যাবে। হারকিউল পয়রো আপনাকে নিশ্চয়ই সাহায্য করবে'—

মিসেস্ ওপালসেন পুলিস ইনস্পেক্টরদের দিকে মুখ ঘোরান।

'আপনাদের নিশ্চয়ই আপত্তি হবে যদি আমি এই দুই ভদ্রলোককে এই ব্যাপারে ডেকে নিই, কি বলেন'—

'না, একেবারেই না।' যথেষ্ট ভদ্রতার সঙ্গে কিন্তু সম্পূর্ণ উদাসীন ভাবে উত্তর দেয় পুলিস ইনস্পেক্টরটি।—'এখন আপনি একটু সুস্থ বোধ করছেন নিশ্চয়ই। তাহলে ঘটনাটি ঠিক কি ঘটেছে যদি একটু বলেন'—

মিসেস্ ওপালসেন অসহায় ভাবে পয়রোর দিকে তাকিয়ে থাকেন। পয়রো তাকে একটি চেয়ারে নিয়ে গিয়ে বসায়।

'বসুন ম্যাডাম, ধীরে-সুস্থে পুরো ঘটনাটা বলুন তো আমাদের।' পয়রোর কথা শুনে মিসেস্ ওপালসেন একটু সংযত হন, চোখের জল মুছে ফেলেন। তারপর বলতে শুরু করেন—

'আমি ডিনারের পরে দোতলায় উঠে আসি আমার মণিহারটি নিয়ে মিঃ পয়রোকে দেখাব বলে। সেলাস্টিন আর পরিচারিকাটি যথারীতি ঘরের মধ্যেই ছিল'—

'ক্ষমা করবেন। কিন্তু যথারীতি মানে কি বলছেন?'

মিঃ ওপালসেন ব্যাখ্যা করতে যান'—

'আমি নিয়ম করে দিয়েছিলাম যে এইঘরে অন্তত সেলাস্টিন উপস্থিত না থাকলে কাউকে ভিতরে ঢুকতে দেয়া হবে না। পরিচারিকাটি সেলাস্টিনের উপস্থিতিতে সকালবেলায় ঘরদোর পরিস্কার করে দিয়ে যায়। সন্ধ্যায় আবার সে এসে সেলাস্টিনের উপস্থিতিতেই বিছানাপত্র করে, সাজিয়ে দিয়ে যায়। তাছাড়া সে কখনোই ঘরে ঢুকতে পারে না।'

'যাহোক, আমি যা বলছিলাম। আমি উপরে এলাম। ঘরে

ঢুকে টেবিলের ড্রয়ারটার কাছে এলাম'—মিসেস্ ওপালসেন ড্রেসিং টেবিলের টানা ড্রয়ারটাকে আঙুল দিয়ে দেখান—'আমার গয়নার বাক্সটা ড্রয়ার থেকে টেনে বাইরে নিয়ে এসে তালা খুলেছিলাম চাবি দিয়ে। সব ঠিকমতো যেমন করি তেমনই করেছি। কিন্তু বাক্সটা খালি। মণিহারটা সেখানে নেই।'

ইনস্‌পেক্টরটির পেন্সিল খসখস করে নোটবুক ভর্তি করছে। 'এই হারটি শেষবার কখন দেখেছিলেন আপনি'—জিজ্ঞাসা করে অন্য ইনস্‌পেক্টর।

'আমি যখন ডিনারে যাই নিচে তখন ওটি ঘরেই ছিল।'

'আপনার ঠিক মনে আছে।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়। আমি মনস্থির করতে পারছিলাম না আজকে পরব কি পরব না। শেষমেষ ঠিক করলাম পান্নার সেটটাই পরব। তাই পরলাম। আর মণিহারটাকে আবার গয়নার বাক্সে রেখে দিলাম।'

'গয়নার বাক্সটা তালাবন্ধ করেছিল কে'—

'আমিই করেছিলাম। আমার গলায় একটা চেন্-এ এই দেখুন না চাবিটা বাঁধা থাকে সব সময়।'

ইনস্‌পেক্টর গলায় ঝোলানো চেন আর চাবিটা পরীক্ষা করে দু-কাঁধ ঝাঁকায়।

'তাহলে চোরটি নিশ্চয়ই একটা ডুপ্লিকেট চাবি তৈরি করে নিয়েছে। এমন কিছু কঠিন ব্যাপার না। তালাটা তো খুবই সাধারণ একটা তালা দেখছি। গয়নার বাক্স বন্ধ করার পরে কি করলেন আপনি।'

'আমি বাক্সটা ড্রেসিং-টেবিলের সবচেয়ে নিচের ড্রয়ারে রেখে দিয়েছিলাম। ওখানেই ওটা রাখা হয় সব সময়'—

'আপনি ড্রয়ারটা তালাবন্ধ করেন নি।'

'না, কখনোই করি না সেটা। আমি ঘরে না থাকলে আমার পরিচারিকাটি সব সময় ঘরে থাকে, যতক্ষণ না আমি ফিরে আসি।

তাই ড্রয়ার তালাবন্ধ করার দরকার বোধ করি নি।'

ইনস্‌পেক্টরের মুখ আরো গম্ভীর হয়ে গেল।

'তাহলে আপনি বলতে চান যে, আপনি যখন নিচে ডিনারে নেমে যান তখন গয়নার বাক্সটা ঘরেই ছিল, আর তখন থেকে সব সময়ই আপনার পরিচারিকাটি ঘর ছেড়ে নড়ে নি একদম'—

হঠাৎই বোধহয় সেলাস্টিন-এর খেয়াল হল যে অভিযোগটা ক্রমশঃ তার বিরুদ্ধে দানা বাঁধছে। ফলে একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠল সে। তারপর পয়রোর দিকে তাকিয়ে অনর্গল ফ্রেঞ্চ ভাষায় কি সব বলে যেতে লাগল একটানা।

'এরকম একটা ধারণা অত্যন্ত ক্ষতিকর—তাকে গয়না চুরির জন্যে সন্দেহ করা। পুলিস চিরকালই বুদ্ধুদের দল। কিন্তু মঁসিয়ে (পয়রো) একজন ফ্রেঞ্চ হয়ে'—

'না, আমি বেলজিয়ান'—পয়রো বাধা দেয় সেলাস্টিনকে। কিন্তু মনে হল না সেলাস্টিন পয়রোর কথা কিছু কানে তুলেছে।

—মঁসিয়ে নিশ্চয় দেখবেন তাকে। মিথ্যেমিথ্যি চুরির অপবাদে যেন কেউ তাকে জড়িয়ে না দিতে পারে ওই হোটেলের পরিচারিকাটিকে ছেড়ে দিয়ে। সে কোনোদিনই এই পরিচারিকাটিকে পছন্দ করতে পারে নি। লালমুখো জন্মচোর একটা। সে নিজেই বলেছে প্রথম থেকে যে, সে সৎ নয়। যতক্ষণ সে ম্যাডামের ঘরে কাজ করতে থাকে ওর ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে সেলাস্টিন। এই বুদ্ধু পুলিসের লোকরা ওকে তল্লাসী করুক। তল্লাসী করে যদি ম্যাডামের মণিহার না পাওয়া যায় তো আশ্চর্যের বিষয় হবে।

যদিও সেলাস্টিন অনর্গল ফ্রেঞ্চ ভাষায় কথা বলছিল, কিন্তু তার হাত-পা নাড়া থেকে অনেকটাই বোঝা যাচ্ছিল, হোটেলের পরিচারিকাটি সেলাস্টিনের হাত-পা নাড়া দেখে বুঝতে পারছিল যে চুরির ব্যাপারে ওকে জড়ানোর একটা চেষ্টা হচ্ছে—

'যদি ওই ভিনদেশী মেয়েটা বলে থাকে যে আমি মুক্তোটা চুরি করেছি তাহলে সেটা সর্বৈব মিথ্যে।' বেশ রাগতভাবেই সে বলে

ওঠে 'তাছাড়া আমি সেটা চোখে দেখি নি কখনো।

'খানা তল্লাসী করুন। তাহলেই দেখতে পাবেন যে আমি ঠিক কথাই বলছি'—আর্তনাদ করে ওঠে সেলাস্টিন।

'তুমি একটা মিথ্যেবাদী, বুঝলে।' এক পা এগিয়ে গিয়ে সে সেলাস্টিনের উদ্দেশ্যে বলে ওঠে—'তুমি নিজেই চুরি করেছ, এখন আমার উপরে দোষটা চাপিয়ে দিতে চাইছ। আরে, আমি তো মিনিট তিনেক আগে মাত্র ঘরে ঢুকেছিলাম, আর তখন থেকেই ঠায় যেখানে বসার সেখানেই বসেছিলে। যেমন তুমি বলে থাকো, বেড়াল একটা ইঁদুরকে যেমন লক্ষ্য রাখে তেমনিই সব লক্ষ্য রাখছিলে তুমি।'

ইনস্‌পেক্টর সেলাস্টিনের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকায়।

'কথাটা সত্যি নাকি? আপনি কি ঘর ছেড়ে একেবারেই বাইরে যান নি একবারও'—

'ওকে একা ঘরে রেখে বাইরে যাই নি আমি একটুও'—অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্বেও সেলাস্টিন স্বীকার করে—'কিন্তু আমি আমার নিজের ঘরে এই পাশের দরজা দিয়ে দুবার গিয়েছিলাম। একগাছা সূতো আনার জন্যে একবার, আর একবার কাঁচিটা আনার জন্যে। ও নিশ্চয়ই সেই সময়টাতেই এটা করেছে।'

'তুমি তো এক মিনিটের জন্যেও যাও নি' পরিচারিকাটি রাগত-স্বরে প্রতিবাদ করে ওঠে।' এই গেলে আবার এই এলে। পুলিস আমাকে তল্লাসী করলে আমি খুশিই হব। ভয় করার মতন কিছুই নেই আমার।'

ঠিক এই সময়টাতেই দরজার মৃদু শব্দ হল। মনে হল যেন কেউ দরজায় নক্ করছে। ইমস্‌পেক্টর নিজেই এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে। দরজার বাইরে দাঁড়ানো লোকটিকে দেখে তাঁর চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'আ'—ইনস্‌পেক্টরটি বলে ওঠে'—'সৌভাগ্যের ব্যাপার বলতেই হবে। আমি খানাতল্লাসী করার জন্যে একজন মহিলাকে ডেকে

পাঠিয়েছিলাম। মেয়েটি এই মাত্র এসে পৌঁছেছে। যদি আপনার আপত্তি না থাকে তাহলে পাশের ঘরটিতে একটু আসুন।'

পরিচারিকাটিকে লক্ষ্য করে বলে, ইনস্‌পেক্টরটি। পরিচারিকাটি ঘাড় গোঁজ করে চলে যায় পাশের ঘরে। মেয়ে পুলিসটিও তাকে অনুসরণ করতে থাকে।

ফ্রেঞ্চ মেয়েটি একটা চেয়ারে বসে পড়ে। পয়রো ঘরটি লক্ষ্য করতে থাকে এতক্ষণে।

'এই দরজাটা দিয়ে কোথায় যাওয়া যায়'—পয়রো প্রশ্ন করে মাথা ঝাঁকিয়ে, জানলার পাশের দরজাটার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

'পাশের এপার্টমেণ্টে, যতদূর মনে হয়।' 'ইনস্‌পেক্টর উত্তর দেয়।' দরজার এদিকটাতে তো খিল আটকানো রয়েছে দেখছি'—

পয়রো বন্ধ দরজাটার কাছে এগিয়ে যায়, হাত দিয়ে নেড়েচেড়ে পরীক্ষা করে। খিলটা একবার খোলে, ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলতে চেষ্টা করে। 'অন্য দিকের খিলটাও আটকানো।' সে বলে। 'অর্থাৎ এই সম্ভাবনাটা বাদ দেয়া যেতে পারে।'

পয়রো জানলাগুলোর কাছে গিয়ে এক এক করে সব কটা জানলা পরীক্ষা করতে থাকে।

'এখানেও কিছু নেই। জানলার বাইরে ব্যালকনীও নেই একটা।'

'যদি থাকতও।' অধৈর্যভাবে ইনস্‌পেক্টর বলে ওঠে।' আমি তো ভেবে পাচ্ছি না তাতে কি সুবিধা হত। পরিচারিকাটি তো ঘর ছেড়ে বাইরেও যায় নি বলছে একবারও'—

'সম্ভবতঃ'—পয়রো অবিচলিত স্বরে উত্তর দেয়—'মাদমাইজেল সেলাস্টিন জোর গলায় বলেছে যে সে ঘর ছেড়ে বাইরে যায় নি'—পয়রোর কথা শেষ হওয়ার আগে পরিচারিকাটিকে সঙ্গে নিয়ে মহিলা পুলিসটি ঘরে প্রবেশ করে।

'কিছু পাওয়া যায় নি'—মহিলা পুলিসটি হতাশ স্বরে বলে ওঠে।

'আমার জানাই ছিল কিছু পাওয়া যাবে না। ওই ফ্রেঞ্চ চাকরানীটির লজ্জা পাওয়া উচিত, যে একজন সৎ লোকের চরিত্র নিয়ে কথা বলে'—

—'আর ছেড়ে দাও—ঠিক আছে'—ইনস্‌পেক্টর দরজা খুলতে খুলতে বলে। 'তোমাকে কেউ সন্দেহ করছে না। তুমি যাও, তোমার কাজ করগে যাও'—

'অনিচ্ছাসত্বেও পরিচারিকাটি অন্যদিকে চলে যায়। যেতে যেতে আঙুল উঁচিয়ে সেলাস্টিনকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করে—'ওকেও নিশ্চয় তল্লাসী করবে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ'—বলে ইনস্‌পেক্টর দরজা বন্ধ করে চাবি লাগিয়ে দেয়। অতঃপর মহিলা পুলিসটির সঙ্গে সেলাস্টিন পাশের ঘরে চলে যায়। আবার কয়েক মুহূর্ত পরেই ফিরে আসে। না ওর কাছেও কিছু পাওয়া যায় নি।

ইনস্‌পেক্টর আরো গম্ভীর হয়ে যায়।

'আপনাকে আমার সঙ্গে থানায় একটু যেতে হবে।' বলেই মিসেস ওপালসেন-এর দিকে ফেরেন ইনস্‌পেক্টর—'দুঃখিত, ম্যাডাম, কিন্তু দেখে শুনে এরকমই সন্দেহ হচ্ছে। যদি সঙ্গে না রেখে থাকে তো ঘরেরই কোথাও লুকিয়ে রেখেছে সে।'

সেলাস্টিন আর্তনাদ করে উঠে পয়রোর একটা হাত আঁকড়ে ধরে—পয়রো ঝুঁকে কিছু একটা যেন সেলাস্টিনের কানে বলে। পয়রোর কথা শুনে সেলাস্টিন মুখ তুলে তাকায়। অবশ্য তাও মনে হয় না, যে সে খুব একটা নির্ভর করতে পারছে পয়রোর উপরে।

'দেখো সেলাস্টিন, পুলিসের কাজে বাধা দেয়ার কোনো মানে হয় না।' বলে পয়রো ইনস্‌পেক্টরকে লক্ষ্য করে বলে—'দেখুন মঁসিয়ে, একটা অনুরোধ করব। ছোটো একটা পরীক্ষা করতে চাই আমি, সম্পূর্ণ আমার নিজের কৌতূহল নিরসনের জন্যে'—

'সেটা নির্ভর করছে পরীক্ষাটা কী ধরনের তার ওপর'—সাবধানে উত্তর দেয় পুলিস ইনস্‌পেক্টর।

পয়রো সেলাস্টিনের উদ্দেশ্যে আবার জিজ্ঞাসা করে—'আচ্ছা, সেলাস্টিন, তুমি আমাদের যথেষ্ট জোর দিয়ে বলেছিলে যে, তুমি মাত্র দুবার ঘর ছেড়ে কয়েক মুহূর্তের জন্যেই শুধু বাইরে গিয়েছিলে, তোমার নিজের ঘরে। একবার একগাছা সূতোর জন্যে—আচ্ছা সূতোর বিলটা কোথায় ছিল'—

'ড্রয়ারের উপরের খোপটিতে মঁসিয়ে'—

'কেন। আচ্ছা কাঁচিটা।'

'কাঁচিটাও ওখানেই ছিল'—

'ভালো। আচ্ছা আমি যদি তোমাকে ঠিক যেমনটি ভাবে ঘর ছেড়ে তোমার ঘরে গিয়েছিলে, তেমনি অভিনয় করতে অনুরোধ করি—তুমি কি কিছু মনে করবে? তুমি বলেছিলে এইখানটিতে তুমি তোমার বোনার কাজ নিয়ে বসেছিলে।'

পয়রোর কথা শুনে সেলাস্টিন একটা চেয়ার বেছে নিয়ে সেটার উপরে বসে পড়ে। এই চেয়ারটাতেই সে আগে বসেছিল। তারপর পয়রোর ইঙ্গিত পেয়ে উঠে অন্য ঘরে গিয়ে ড্রয়ার থেকে কিছু একটা জিনিস বের করে হাতে নিয়ে আবার এই ঘরে এসে বসে পড়ে। সেলাস্টিন চেয়ার ছেড়ে ওঠামাত্র পয়রো চকিতে পকেট থেকে একটা স্টপ ওয়াচ বের করে হাতে রাখে।

একবার সেলাস্টিন এরকম করে ঘরে ফিরে বসার পর পয়রো ওকে দ্বিতীয়বার করতে অনুরোধ করে। দ্বিতীয়বার সেলাস্টিনের অভিনয় শেষ হবার পরে পয়রো ঘড়িটা পকেটে রাখে। ঘড়িটা পকেটে রাখার আগে ঘড়িতে সময় দেখে পকেট বইটিতে লিখে রাখে। তারপর ধন্যবাদ দেয়—'ধন্যবাদ, মাদমাইজেল, আপনি ইনস্‌পেক্টর, আপনাকেও এজন্যে'—

ইনস্‌পেক্টরটি খুবই অভিভূত হয়ে পড়ে পয়রোর এই অস্বাভাবিক বিনয়ে। সাদা পোষাক পরা ইনস্‌পেক্টরটি আর মেয়ে পুলিসটির সঙ্গে চোখের জল ফেলতে ফেলতে সেলাস্টিন চলে যায়।

সেলাস্টিন চলে যাওয়ায় পরে ইনস্‌পেক্টরটি না বলার মতনই

আলগোছে মিসেস্ ওপালসেনকে বলেই সারা ঘরে তল্লাসী শুরু করে। ড্রয়ার খুলে, বিছানাটা সম্পূর্ণভাবে খুলে ফেলে, মেঝেতে টোকা দিয়ে দেখে—যতক্ষণ তারা এইসব করতে থাকে মিসেস্ ওপালসেন অসহায়ের মতন দাঁড়িয়ে থাকেন।

'আপনারা কি সত্যি সত্যি ভাবছেন যে ওটা খুঁজে পাবেন'—

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই—কার্যকারণ দেখে তো তাই মনে হচ্ছে। চোর অলংকারটি ঘরের বাইরে নিয়ে যাবার সময় পায় নি। মিসেস্ ওপালসেন বড় তাড়াতাড়িই অলংকারটির খোঁজ করতে এসেছিলেন। চুরি গেছে সেটা সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে না, ওটি এখানেই কোথাও রয়েছে। ওদের দুজনের মধ্যে একজন কেউ নিশ্চয় চোর, যে কোথাও লুকিয়ে রেখে দিয়েছে। তবে মনে তো হয় না যে এটা ওই পরিচারিকাটির কাজ।'

'মনে হওয়া তো দূরের কথা, অসম্ভব।' ঠাণ্ডা গলায় পয়রো উত্তর দেয়।

'অ্যাঁ'—অবাক হয়ে ইনস্পেক্টরটি পয়রোর দিকে তাকিয়ে থাকে।

পয়রো বিনীতভাবে মৃদু হাসি হাসে।

'আচ্ছা আমি রিহার্সেল দিচ্ছি কেমন। হেস্টিংস, তুমি ভাই সাবধানে এই স্টপ ওয়াচটা হাতে রাখো। একটা ছোটোখাটো পারিবারিক অভিনয় মাত্র। এইমাত্র আমি ঘড়ি ধরে দেখেছি মাদমাইজেল সেলাস্টিন ঘরের বাইরে কতক্ষণ ছিল। প্রথমবার বারো সেকেণ্ডের জন্যে দ্বিতীয়বার পনেরো সেকেণ্ড। এখন আমি কি করি দেখুন আপনারা। ম্যাডাম আপনি অনুগ্রহ করে গয়নার বাক্সের চাবিটা দিন তো একটু। ধন্যবাদ। হেস্টিংস তুমি ঘড়ির সঙ্গে মিলিয়ে বলবে—শুরু করো, কেমন'—

আমি বুঝতে পেরে স্টপ ওয়াচের ওপর চোখ রেখে বললাম—'শুরু করো'—

অসাধারণ ক্ষীপ্রতার সঙ্গে পয়রো একটানে ড্রেসিং টেবিলের

টানা খুলে ফেলে গয়নার বাক্সটা বের করে নেয়। চাবি লাগিয়ে বাক্সটা খুলে ফেলে। একটা গয়না পছন্দ করে। বাক্সটা চাবি দিয়ে আটকায়। ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রাখে। ড্রয়ারটা বন্ধ করে। বিদ্যুতের মতন ক্ষীপ্রতায় পয়রো পুরো ব্যাপারটা করে ফেলে।

'তাহলে।' সকলের দিকে তাকিয়ে রুদ্ধনিঃশ্বাসে জিজ্ঞাসা করে।

'বেয়াল্লিশ সেকেণ্ড'—আমি উত্তর দিলাম।

'দেখলে তো'—পরিচারিকাটির পক্ষে, গহনাটা বাক্স থেকে বের করে নেয়াই সম্ভব নয় ওইটুকু সময়ের মধ্যে, লুকনো তো অনেক দূরের কথা।'

'তাহলে তো, বোঝাই গেল সেলাস্টিনের কাজ এটা'—আত্ম-তৃপ্তির সঙ্গে ইনস্‌পেক্টর বলে উঠে আবার সারা ঘর সার্চ করতে শুরু করে। ম্যাডামের শোবার ঘর সার্চ করা হলে ওরা সেলাস্টিনের ঘরে এগিয়ে যায়।

পয়রোকে অপ্রস্তুত মনে হয়। হঠাৎই একটা প্রশ্ন করে সে মিঃ ওপালসেনকে—

'আচ্ছা বলুন তো, ঐ নেকলেসটার নিশ্চয়ই বীমা করা ছিল তাই না'—

মিঃ ওপালসেন বিস্মিত হয় হঠাৎ ওইরকম প্রশ্নে—

'হ্যাঁ, নিশ্চয়'—ইতঃস্তত করতে করতে উত্তর দেন তিনি।

'কিন্তু বীমা করা থাকলেই বা লাভটা কি হল।' কাঁদতে কাঁদতে বলেন মিসেস্ ওপালসেন—'আমি আমার নেকলেসটাই চাই। কী সুন্দর ছিল জিনিসটা। টাকা দিয়ে আর কি হবে'—

'আমি বুঝতে পারছি, ম্যাডাম'—পয়রো আশ্বস্ত করার গলায় বলে—'আমি সবই বুঝতে পারছি। একজন মহিলার কাছে তার গহনার কি মূল্য—কিন্তু মঁসিয়ে, সুন্দর জিনিসটা নাই যদি পাওয়া যায় একেবারেই তার মূল্য পেলেও অন্তত কিছুটা সান্ত্বনা থাকবে, তাই না'—

'সে তো নিশ্চয়'—মিঃ ওপালসেন উত্তর দেন অনিশ্চিতভাবে।

'কিন্তু তাহলেও—'

মিঃ ওপালসেনের কথা বাধা পায় ইন্‌সপেক্টরের অপ্রত্যাশিত চিৎকারে। একটু পরেই দেখা যায় হাতে একটা নেকলেস ঝুলিয়ে ইন্‌সপেক্টর ছুটে আসছেন ঘরে।

আহ্লাদে স্থান কাল পাত্র বিস্মৃত হয়ে ম্যাডাম অস্বাভাবিক দ্রুততায় চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েন। এখন ওঁকে দেখলে মনেই হবে না যে এই মহিলা এতক্ষণ একদম ভেঙ্গে পড়েছিলেন।

'ও হো। আমার নেকলেস। আমার নেকলেস'—

একটানে নেকলেসটি ইন্‌সপেক্টরের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বুকে চেপে ধরেন তিনি। আমরা সবাই ম্যাডামকে ঘিরে জিনিসটা দেখার চেষ্টা করি।

'কোথায় পেলেন এটা'—জিজ্ঞাসা করেন মিঃ ওপালসেন।

'সেলাস্টিনের বিছানার তলায়—স্প্রিং আর তোষকের মধ্যে লুকনো। ও নিশ্চয় চুরি করে রেখেছিল আগেই। পরিচারিকাটি ঘরে আসার অনেক আগেই।'

'আমি একটু দেখব, ম্যাডাম'—পয়রো শান্তভাবে নেকলেসটা ম্যাডামের মুঠো থেকে নিয়ে গভীরভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে ফেরৎ দেয় ম্যাডামের হাতে।

'ম্যাডাম, নেকলেসটা আমাদের কাছেই দিতে হবে আপনাকে। চার্জশীট তৈরি করতে এটা লাগবে আমাদের—আমাদের কাজ হয়ে গেলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফেরৎ পাঠাব আপনাকে।

মিঃ ওপালসেন অস্বস্তি প্রকাশ করেন।

'সেটার কি খুবই প্রয়োজন?'

'দুর্ভাগ্যবশতঃ ঠিক তাই। অবশ্য ফর্মালিটি একটা'—

'ঠিক আছে' ওনাকে নিতে দাও এড্'—মিসেস্ ওপালসেন ধরা গলায় বলে ওঠেন—'নিলে বরং নিশ্চিন্ত হব আমি। আবার কেউ চুরি করতে পারে ড্রয়ার খুলে। ভাবতে হলে এক মুহূর্তও ঘুমোতে পারব না আমি। হতভাগীটা কি মেয়ে রে বাবা। হাতে নাতে

প্রমাণ না পেলে কোনো দিনই বিশ্বাস করতে পারতাম না যে মেয়েটির এই কাজ'—

'আরে, তুমি এতটা কঠিনভাবে নিও না ব্যাপারটা'—

আমি হাতে একটা মৃদু চাপ অনুভব করে মুখ ফিরিয়ে দেখি পয়রো—পয়রো ফিসফিস করে বলে—

'—চলো বন্ধু, কেটে পড়া যাক, কি বলো—আমার তো মনে হয় না আমাদের আর কোনো সাহায্য করার অবকাশ রয়েছে'—বাইরে বেরিয়ে অবশ্য পয়রো যেন বা একটু ইতস্ততঃ করছে দেখতে পাই।

'পাশের ঘরটা একবার দেখতে পারলে হত।'

পাশের ঘরের দরজাটায় তালা দেয়া নেই ফলে আমাদের ঢুকতে কোনো অসুবিধাই হল না। ঘরটা বেশ বড়, কেউ নেই ঘরে। চারদিকে পুরু ধুলো জমে রয়েছে। জানলার পাশের একটা টেবিলের উপরে চারকোণা ভারী কিছু রাখার দাগ দেখে আমার বন্ধুটি আরও গম্ভীর হয়ে যায়।

'এখানে কাজের দায়িত্ব ঠিক পালন করা হয় না'—কঠিনভাবে বলে ওঠে পয়রো।'

পয়রো চিন্তিতভাবে জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকে একদৃষ্টে।

'বেশ তো'—অধৈর্যভাবে বলে—'কিন্তু কেন এই ঘরে এলাম আমরা তাই তো বুঝছি না।'

চমকে ওঠে পয়রো—'অন্যমনস্কতার জন্যে দুঃখিত। আমি দেখতে চেয়েছিলাম এই ঘরেও দরজাটা প্রকৃতই আটকানো আছে কি না।'

'দেখতেই তো পাচ্ছো এবারে যে খিলটা ঠিকই আটকানো রয়েছে'—পয়রো মাথা ঝাঁকায়। এখনও পয়রোকে খুবই অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে।

'আর, তাছাড়া—দেখেই বা কি হবে, কেসটা তো বন্ধই হয়ে গেছে এতক্ষণে। আমি খুশি হতাম তুমি যদি তোমার খ্যাতির

তুলনায় একটুও কিছু করতে পারতে। কিন্তু কেসটা এত সহজ সরল যে ওই গর্দভ ইনস্‌পেক্টরটির পক্ষেও সমাধান না করতে পারাটাও সহজ নয়।'

পয়রো-আবার মাথা ঝাঁকায়।

'কেসটি বন্ধ হয় নি বন্ধু, সেটা বন্ধও হবে না যতক্ষণ না আমরা চুরি যাওয়া নেকলেসটা উদ্ধার করতে পারি'—

'সেলাস্টিনই তো চুরিটা করেছে নাকি'—

'সেকথা কেন বলছ বলো তো।'

'সে কি'—আমি আমতা-আমতা করতে থাকি', নেকলেসটা ওর বিছানার তলায় লুকনো অবস্থায় পাওয়া গেছে না'—

'ধুর—ধুর—ধুর'—অধৈর্যভাবে জোরগলায় বলে ওঠে পয়রো—

'ওগুলো সেই মুক্তোই না'—

'অ্যাঁ, বলছো কি তুমি।'

'কৃত্রিম পাথর, বন্ধু।'

পয়রোর কথা শুনে আমার তো দম বন্ধ হওয়ার দাখিল, পয়রো নির্লজ্জভাবে হাসতেই থাকে।

'ভালো মানুষ ইনস্‌পেক্টরটির অলংকার সম্পর্কে বিন্দুমাত্র কোনো জ্ঞানই নেই। খুব শিগগিরই হৈ চৈ বাধবে দেখো'—

'চলো, চলো'—আমি পয়রোর হাত ধরে টান দিই—

'কোথায়'—

'ওপালসেনদের এক্ষুনি বলা দরকার তাই না'—

'আমার তো মনে হয়, না'—

'কিন্তু ওই অসহায় সরল মহিলাটি তো'—

'ওঃ, অসহায় সরল মহিলা বলে যাকে বলছ, তার অন্তত আজ রাত্তিরে ভালো ঘুম হবে জেনে যে নেকলেসটি নিরাপদে রয়েছে'—

'কিন্তু চোর তো তাহলে আসল অলংকারটি নিয়ে সরে পড়তে পারে—পাচার করে দেওয়াই সম্ভব'—

'স্বভাবতই, বন্ধু তুমি কোনো কিছু না ভেবেই কথা বলছ। কি

করে জানলে যে মিসেস্ ওপালসেন আজ রাতে যে অলংকারটি সন্তঃর্পণে তালাচাবি বন্ধ করে রেখেছিলেন সেটিই নকল নয়। সত্যিকারের চুরি যে আগেভাগেই হয়ে বসে নেই সেটা কি করে জানছ তুমি'—

'কী সাংঘাতিক'—আমি স্তম্ভিত হয়ে বলে উঠি।

'ঠিক তাই'—খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে পয়রো—'সুতরাং নতুন করে শুরু করা যাক'—

পয়রোর সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ি আমি। বাইরে বেরিয়ে এক মুহূর্ত ইতঃস্তত করে পয়রো, তারপর ধীরে-সুস্থে করিডরের অন্য প্রান্ত পর্যন্ত হেঁটে যায়। করিডরের এক প্রান্তে বাড়ির সব চাকর-বাকরেরা দাঁড়িয়ে জটলা করছে। ভিড় দেখে মনে হচ্ছে যেন একজন পরিচারিকাই বেশ রসিয়ে রসিয়ে কিছু একটা গল্প করছে, সকলে শুনছে চুপ করে। কথা বলতে বলতে পয়রোকে দেখেই থেমে যায় সে। পয়রো তার স্বাভাবিক বিনয়ের সঙ্গে মাথা নিচু করে অভিবাদন করে।

'ক্ষমা করবেন আপনারা, আপনাদের আলোচনায় বাধা দিলাম। কিন্তু মিঃ ওপালসেনের ঘরটি যদি একটু খুলে দেন আমাদের জন্যে'—

পরিচারিকাটি বেশ চটপট উঠে দাঁড়ায়, আমরা দুজনে ওর পিছন পিছন চলতে থাকি। মিঃ ওপালসেনের ঘরটি করিডরের আর এক প্রান্তে। স্ত্রীর ঘরের ঠিক উল্টোদিকেই তাঁর ঘরটি। চাবি দিয়ে ঘরটি খুলে দিল পরিচারিকাটি, আমরা ঘরে ঢুকলাম।

পরিচারিকাটি চলে যেতে উদ্যত হলে, পয়রো হাত বাড়িয়ে আটকে দেয়।

'এক মিনিট, তুমি কি কখনো মিঃ ওপালসেনের ঘরে এইরকম একটা কার্ড দেখেছ। বলে পয়রো তাকে সাদা মতন একটা কার্ড দেখায়।

'না তো, কোনোদিন দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তবে কি না

মিঃ ওপালসেনের খাস চাকরই ওর ঘরে যাতায়াত করে বেশি'—

'ও, তাই বুঝি, ধন্যবাদ'—

পয়রো কার্ডটি ফেরৎ নেয়। পরিচারিকাটি চলে যায়। পয়রোকে মনে হল বুঝি বা অপ্রস্তুত একটু, মুহূর্তের জন্যে অবশ্য, তারপরই সামলে নিল সে—তারপর সে দু-তিনবার মাথা ঝাঁকিয়ে বলে ওঠে—

'হেস্টিংস্, বেলটা বাজাও তো, তিনবার বাজাও, ভৃত্যটির চেহারাটা একটু দেখি।'

বেল বাজালাম। ততক্ষণে কৌতূহল চরমে উঠেছে আমার। ইতিমধ্যে পয়রোকে দেখি ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটটা উপুড় করে ঢেলে তার ভিতরকার জিনিসপত্র পরীক্ষা করতে লেগে পড়েছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভৃত্যটি এসে হাজির। পরিচারিকাটিকে যে প্রশ্নগুলো করা হয়েছিল ভৃত্যটিকেও একই ধরনের প্রশ্ন করা হল। সাদামতন কার্ডটা দেখানো হল। উত্তর পাওয়া গেল একই। না, এরকম ধরনের কোনো কার্ড মিঃ ওপালসেনের জিনিসপত্রের মধ্যে দেখে নি সে। পয়রো ধন্যবাদ জানালে, ভৃত্যটি অনিচ্ছাসত্বেও বিদায় নেয়। যাওয়ার সময়ে দু-চোখ বড় বড় করে ঢেলে রাখা ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটের যাবতীয় জিনিসপত্রের মধ্যে হাতড়াতে থাকা পয়রোকে দেখতে দেখতে যায়। নির্ঘাৎ লোকটি উন্মাদ হয়ে গেছে—কিন্তু আমাকে বলা পয়রোর একটা কথা যাওয়ার আগে শুনতে বাধ্য হয়। সম্ভবতঃ পয়রো ওকে শুনিয়েই আমাকে বলে—'আর এটা তো ঠিকই যে নেকলেসটা দামী বীমা করা ছিল'—

'পয়রো, আমার মনে হয়—আমি জোরে চেঁচিয়ে উঠি'—খুব দ্রুত উত্তর দেয় পয়রো—'তোমার কিছুই মনে হয় না, বন্ধু হে, যেমন হয় আর কি, একেবারে কিচ্ছু মনে হয় না তোমার। অসম্ভব বলে বোধ হয় যদিও তাহলেও খাঁটি সত্যি ব্যাপারটা—যাই হোক, চলো আমরা আমাদের ঘরে ফিরি'—

নিঃশব্দে আমরা আমাদের ঘরে ফিরে গেলাম। ঘরে ঢোকার

সঙ্গে সঙ্গে পয়রোকে জামাকাপড় বদলাতে দেখে অবাক হই আমি।

'আমাকে আজ রাতেই লণ্ডনে যেতে হবে একবার'—পয়রো বলে—'খুবই দরকারী'—

'কি বললে'—

'ঠিক তাই। সত্যিকারের কাজটি করা হয়েছে, মস্তিষ্কের কাজ (আহা মস্তিষ্কের সেই নির্ভীক ছোটো ছোটো কোষগুলো) এখন আমাকে ধারণাটি সম্পর্কে তথ্য যোগাড় করে ধারণাকে সমর্থনপুষ্ট করতে হবে। পাব তো নিশ্চয়ই। হারকিউল পয়রোকে ঠকানোটি সম্ভব নয়।'

'একদিন তোমার অহংকারটি ভাঙবে'—আমি বললাম পয়রোর এই গর্বোদ্ধিত উক্তি শুনে।

'আহা, রাগ করছ কেন, রাগ কোরো না বাপু। আমি তো বন্ধু হিসেবে তোমাকে দিয়ে একটা কাজ করিয়ে নিতে চাইছি'—

'কাজটা কি—বলে ফেল নিশ্চিন্ত মনে'—

'এই যে আমার কোটের হাতের কাছটাতে একটু ব্রাশ করে দেবে। দেখছ সাদা পাউডার লেগে রয়েছে একটু। তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ আমি ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারের চারদিকটা আঙুল দিয়ে ভালোমতন পরীক্ষা করেছিলাম'—

'কই, না তো'—

'আমি কি করছি তোমার দেখা উচিত ছিল। আরে সেরকম ভাবেই তো আঙুলে ওই সাদা পাউডার লেগে গেছে, আর একটু বেশি উত্তেজিত হওয়ার দরুন কোটের হাতায়ও লেগে গেছে—একটা কাজ যার কোনো পরিকল্পনা নেই—আমার নিজস্ব আদর্শের বিরোধী ব্যাপার—'

'কিন্তু পাউডারটা কি'—আমি জিজ্ঞাসা করলাম। পয়রোর আদর্শ সম্পর্কে উৎসাহ না দেখিয়ে।

'আরে খেলে মরে যাবে এমন কোনো পাউডার না'—চোখের কোণে একটুকরো হাসি জ্বলে উঠল, যেন খুব মজা পেয়েছে—'বাঃ,

তোমার তো কল্পনাশক্তি বেশ ফুলে উঠছে—তবে আমার তো মনে হয় এটা খুবই সাধারণ ফ্রেঞ্চ চক।'

'ফ্রেঞ্চ চক, কি বলছ তুমি'—

'আসবাবপত্র যারা তৈরি করে তারা এগুলো ব্যবহার করে যাতে ড্রয়ারগুলো, নিঃশব্দে খোলা, বন্ধ করা যায়।'

আমি হেসে ফেলি।

'তুমি একটা অত্যন্ত বদ লোক হে। আর আমি কি না ভাবছিলাম যে কিছু একটা বিস্ময়কর সূত্র তুমি আবিষ্কার করতে যাচ্ছ,—

'তাহলে বিদায় বন্ধু—আমার সময় নেই, পালাই এবার'—

'দরজাটা বন্ধ করে দেয় সে যাওয়ার সময়। হাসতে হাসতে আমি আন্তরিক মমতার সঙ্গে কোটটা কাছে টেনে নিয়ে ব্রাশটা হাতে নিলাম।

পরের দিন সকালে পয়রোর কাছ থেকে কোনো খবর না পেয়ে অগত্যা আমি একটু হাঁটাহাঁটি করতে বেরিয়ে পড়েছি, কিছু বন্ধুবান্ধব পরিচিতদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হলে তাদের সঙ্গেই দুপুরের খাবারটা সেরে নিলাম তাদের হোটেলে। বিকেলবেলা গাড়ি করে একটু ঘুরতে বেরোলাম সকলে মিলে। রাস্তায় টায়ার পাংচার হতে ফিরতে একটু দেরীই হয়ে গেল। প্রায় আটটার পর আমি ওই পবিত্র গীর্জার চৌহদ্দিতে ফিরলাম।

ঢুকতেই প্রথম যে দৃশ্যটি আমার চোখে পড়ল, সেটি হচ্ছে দুই বিশাল ওপালসেনদের শরীরের মাঝখানে পয়রোর প্রায় চিড়েচ্যাপ্টা অবস্থা। কিন্তু বেশ আত্মতৃপ্তি ফুটে আছে ওর চোখে-মুখে।

'আরে, বন্ধু হেস্টিংস'—চিৎকার করে ছুটে কাছে আসে পয়রো—'হাত মেলাও, হাত মেলাও, সব কিছুর সুষ্ঠু সমাধান হয়ে গেল'—

সৌভাগ্যবশতঃ আলগোছেই হাত মেলানো পর্ব সারা হল। কারণ পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে পয়রোকে কোনো ব্যাপারেই বিশ্বাস নেই।

আমি জিজ্ঞাসা করি—'তুমি বলতে চাও'—

'চমৎকার, তাই না, আমি বলবই চমৎকার'—মিসেস্ ওপালসেনের চর্বিবহুল মোটা মুখে খুশির হাসি ঝরে পড়ল শতধারায়—'বলেছিলাম না তোমাকে এড্, যে আমার নেকলেস যদি কেউ উদ্ধার করতে পারে তো পয়রোই পারবে—না হলে দুনিয়ার কারো সাধ্য নেই—দেখলে তো, বলি নি তোমাকে'—

'বলেছিলে বটে তুমি, আর ঠিকই বলেছিলে'—সহাস্যে উত্তর দেন মিঃ ওপালসেন।

আমি অসহায় ভাবে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকি। পয়রো আমার অবস্থা লক্ষ্য করে বলে,

'আমার বন্ধুটি, যাকে বলে অগাধ জলে পড়ে গেছে। আরে বসো বসো, আমি পুরো ঘটনাটা প্রথম থেকে শেষ অবধি ব্যাখ্যা করি তোমার কাছে'—

'শেষ অবধি মানে'—

'মানে শেষ হয়েছে—ওদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে'—

'কাদের'—

'কেন, পরিচারিকাটি আর ভৃত্যটিকে এক সাথে—আরে ওদের প্রতি কি তোমার সন্দেহ হয় নি নাকি। আমি ফ্রেঞ্চ চকের ইঙ্গিত দেয়ার পরেও না।'

'না তো, তুমি বলেছিলে আসবাবপত্র যারা তৈরি করে তারা ওটা ব্যবহার করে থাকে।'

'সে তো নিশ্চয়ই,—কিন্তু কেন, যাতে ড্রয়ারগুলো খুলতে অযথা ক্যাঁচকোঁচ শব্দ না হয়। ম্যাডামের ঘরে কেউ একজন চেয়েছিল ড্রয়ারের টানাটা খুলতে বন্ধ করতে নিঃশব্দে। কে হতে পারে লোকটি। বলা বাহুল্য পরিচারিকাটি নিশ্চয়ই। চুরির পরিকল্পনাটা এত নিখুঁৎ ছিল যে আমি সঙ্গে সঙ্গে কিছুই বুঝতে পারি নি। ভাবো এমনকি হারকিউল পয়রোর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেও ধরা পড়ে নি প্রথমে'—

'আচ্ছা শোন তাহলে কেমন করে ঘটল ব্যাপারটা। ভৃত্যটি

পাশের খালি ঘরটাতে নিঃশব্দে অপেক্ষা করে আছে। সেলাস্টিন অন্য ঘরে গেল। চকিতে ড্রয়ারটি খুলে ফেলল পরিচারিকাটি, গয়নার বাক্সটা টেনে নিয়ে ড্রয়ার বন্ধ করে দিল, পাশের দরজা দিয়ে ভৃত্যটিকে দিয়ে দিল। ভৃত্যটি ধীরে-সুস্থে ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে ওটা খুলে ফেলল, নেকলেসটা বের করে নিল তারপর অপেক্ষা করতে থাকে। সেলাস্টিন আর একবার বাইরে যায়—ব্যাস, একই রকম দ্রুততায় ড্রয়ার খুলে গয়নার বাক্সটা ভিতরে রাখা হয়ে গেল'—

'ইতিমধ্যে ম্যাডাম এসে উপস্থিত। চুরি গেছে বোঝা গেল নেকলেসটা। পরিচারিকা সাহসের সঙ্গে বলল নিজেকে সার্চ করে দেখতে, কিছু পাওয়া গেল না, ফলে সন্দেহাতীত হয়ে সে চলে যায় তার ঘরে। কৃত্রিম নেকলেসটা আগেই সংগ্রহ করেছিল তারা। ভৃত্যটি ইতিমধ্যে সেটি সেলাস্টিনের বিছানার তলায় লুকিয়ে রেখে দিয়েছে। খুবই বুদ্ধিমানের কাজ, তাই না।'

'কিন্তু তুমি লণ্ডনে গিয়েছিলে কেন'—

'তোমার কি মনে আছে আমি একটা কার্ড দেখাচ্ছিলাম ওদের'—

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, যথেষ্টই অবাক হয়েছিলাম তখন, এখনও ধাঁধাটা কাটে নি। কার্ডটা কিসের—আমি ভেবেছিলাম'—

আমি থেমে গেলাম মিঃ ওপালসেনের দিকে তাকিয়ে—

পয়রো জোরে হেসে ওঠে—

'ঠিক ঠিক, ভৃত্যটির সুবিধা করে দেয়ার জন্যে কার্ডটির একটা বিশেষভাবে প্রস্তুত সারফেস কোটিং ছিল, আঙুলের ছাপ নেয়ার জন্যে। আমি সোজা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে আমার বন্ধু ইনস্পেক্টার জাপ-এর কাছে চলে গেলাম। যেমন আমি সন্দেহ করেছিলাম তেমনিই দেখা গেল যে আঙুলের যে ছাপ উঠেছে কার্ডটিতে সে দুটি বিখ্যাত দুজন অলংকার চোরের। এই দুজন চোরকে পুলিস অনেকদিন ধরেই খুঁজছে। জাপ আমার সঙ্গেই চলে এল। গ্রেপ্তার করল তাদের। নেকলেসটা পাওয়া গেছে ভৃত্যটির জিনিস-

পত্রের মধ্যে। খুবই চতুর জুটি ওরা সন্দেহ নেই। কিন্তু কাজের মধ্যে একটু ভুল করে ফেলেছে ওরা। তোমাকে বলি নি আমি হেস্টিংস অন্তত ছত্রিশ বার যে, কাজের খুঁটিনাটি ছাড়া'—

'অন্তত ছত্রিশ হাজার বার বলেছ'—আমি বাধা দিই।

'কিন্তু খুঁটিনাটিতে গোলমালটা কি ছিল।'

'পরিকল্পনাটা মন্দ নয়, পরিচারিকা আর ভৃত্যের কাজ নেয়া কোথাও। কিন্তু কাজের দায়িত্ব পালন না করাটা ভুল। ওরা একটা খালি ঘর পরিষ্কার করা প্রয়োজন মনে করে নি। ফলে ওরা পাশের ঘরের যে টেবিলে গয়নার বাক্সটা যেখানে রেখেছিল সেখানটাতে চৌকো একটা দাগ পড়ে গিয়েছিল ধুলোর আস্তরণের মধ্যে।'

'মনে পড়ছে'—আমি বলে উঠলাম।

'প্রথমে আমিও ঠিক বুঝতে পারছিলাম না, পরে একেবারে নিশ্চিত হলাম'—

একমুহূর্ত ঘরে কেউ কোনো কথা বলতে পারল না।

'আমি আমার নেকলেসটা ফিরে পেয়েছি, যথেষ্ট'—মিসেস্ ওপালসেন কলকল করে বলে ওঠেন।

'ভালো'—আমি বলি—'বরং রাতের খাবারের কিছু বন্দোবস্ত দেখা যাক'—

পয়রো আমার সঙ্গে চলে আসে।

'তোমারই তো জয় জয়কার, কি বলো'—আমি পয়রোকে বলি। নির্লিপ্তের মতন উত্তর দেয় পয়রো—'জাপ আর স্থানীয় পুলিস, নিজেদের মধ্যে কাজ হাসিলের গৌরব ভাগাভাগি করে নেবে নিঃসন্দেহে।' কিন্তু—'কোটের পকেটটা একবার চাপড়ে দেয় সে।' আমার পকেটে মোটা টাকার চেক রয়েছে একটা—মিঃ ওপালসেন জোর করেই দিয়ে দিলেন বলতে গেলে। কি বলো হে হেস্টিংস। আমাদের সপ্তাহান্তের বিশ্রামের পরিকল্পনাটা মাঠে মারা গেল। এবার সামনের সপ্তাহে আবার আসবে না কি একবার—অবশ্য আমার খরচে এইবার'—